যেরেমিয়া

১ হিল্কিয়ার সন্তান যেরেমিয়ার বাণী; যে যাজকেরা বেঞ্জামিন-এলাকায় আনাথোতে বসবাস
করতেন, তিনি তাঁদের একজন।
২ আমোনের সন্তান যুদা-রাজ যোসিয়ার সময়ে, তাঁর রাজত্বকালের ত্রয়োদশ বর্ষে, ৩—সুতরাং
যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমেরও সময়ে, যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ সেদেকিয়ার
একাদশ বর্ষের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ পঞ্চম মাসে যেরুসালেমকে দেশছাড়া-কাল পর্যন্ত—প্রভুর বাণী
যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল।

যেরেমিয়াকে আহ্বান

৪ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:
৫ 'মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানতাম;
তুমি জন্ম নেবার আগেই
আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি।
আমি তোমাকে দেশগুলোর কাছে নবীরূপে নিযুক্ত করেছি।'
৬ তখন আমি বললাম,
'আঃ আঃ, প্রভু পরমেশ্বর!
দেখ, আমি জানি না কেমন করে কথা বলতে হয়,
আমি তো বালকমাত্র।'
৭ কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন,
'"আমি বালক" এমন কথা বলো না,
আমি বরং তোমাকে যেইখানে প্রেরণ করব না কেন, তুমি সেখানে যাবে,
এবং তোমাকে যা বলতে আজ্ঞা করব, তা-ই বলবে।
৮ তাদের সম্মুখীন হতে ভয় করো না,
কারণ তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।'—প্রভুর উক্তি।
৯ তখন প্রভু হাত বাড়িয়ে আমার মুখ স্পর্শ করলেন,
এবং প্রভু আমাকে বললেন,
'দেখ, আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম।
১০ দেখ, আমি আজ
উৎপাটন ও ভেঙে ফেলার জন্য,
বিনাশ ও নিপাত করার জন্য,
গেঁথে তোলা ও রোপণ করার জন্য
সকল দেশ ও সকল রাজ্যের উপরে তোমাকে নিযুক্ত করলাম।'

১১ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'যেরেমিয়া, কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি
উত্তরে বললাম, 'আমি "জাগ্রত" গাছের একটা শাখা দেখতে পাচ্ছি।' ১২ প্রভু বলে চললেন, 'তুমি

ঠিকই দেখেছ, কারণ আমি আমার আপন বাণী সফল করতে জাগ্রত আছি।'

[১৩] পরে প্রভুর বাণী আবার আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'আমি আগুনের উপরে বসা একটা হাঁড়ি দেখতে পাচ্ছি, চুল্লির মুখ উত্তর দিকে খোলা।' [১৪] প্রভু আমাকে বললেন,

'যে অমঙ্গল সকল দেশবাসীর উপরে নেমে পড়বে,
তা উত্তর দিক থেকেই নিজের আসবার পথ খোলা পাবে।
[১৫] কারণ দেখ, আমি উত্তরের রাজ্যগুলির সকল গোত্রকে
আহ্বান করতে যাচ্ছি—প্রভুর উক্তি।
তারা এসে যেরুসালেমের সমস্ত তোরণদ্বারের সামনে,
চারদিকের সমস্ত প্রাচীরের গায়ে,
ও যুদার সকল শহরের বিরুদ্ধে নিজ নিজ সিংহাসন স্থাপন করবে।
[১৬] আমি তখন তাদের বিরুদ্ধে আমার বিচারদণ্ড ঘোষণা করব,
কারণ অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার জন্য
ও তাদের আপন হাতের রচনার উদ্দেশে প্রণিপাত করার জন্য
আমাকে ত্যাগ করায় তারা যথেষ্ট অপরাধ করেছে।
[১৭] তাই তুমি কোমর বেঁধে নাও;
উঠে দাঁড়াও, আর আমি তোমাকে যা কিছু বলতে আজ্ঞা করি,
সবই তাদের বল; তাদের দেখে ভীত হয়ো না,
পাছে আমিই তাদের সামনে তোমাকে ভীত করি।
[১৮] আর দেখ, আমি আজ সমগ্র দেশের বিরুদ্ধে,
যুদার রাজাদের ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে,
তার যাজকদের ও দেশের লোকদের বিরুদ্ধে
তোমাকে করলাম সুরক্ষিত নগরস্বরূপ,
লোহার স্তম্ভ ও ব্রঞ্জের প্রাচীরস্বরূপ।
[১৯] তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,
কিন্তু তোমার সঙ্গে পারবে না,
কারণ তোমাকে উদ্ধার করার জন্য
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।'
প্রভুর উক্তি।

ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততা

২ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:
[২] 'যাও, যেরুসালেমের কানে একথা চিৎকার করে বল:
প্রভু একথা বলছেন:
তোমার কথা আমার স্মরণ হয়,

তোমার যৌবনের আসক্তি,
তোমার বিবাহকালের ভালবাসার কথাও আমার স্মরণ হয়,
যখন তুমি মরুপ্রান্তরে আমার পিছু পিছু আসতে,
—এমন দেশে যেখানে কিছুই বোনা ছিল না।
৩ তখন ইস্রায়েল প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই ছিল,
ছিল তাঁর ফসলের প্রথমাংশ;
যে কেউ তার ফল খেত,
তাদের সকলকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হত,
তাদের সকলের উপর অমঙ্গল নেমে পড়ত।'
প্রভুর উক্তি।
৪ 'হে যাকোবকুল,
হে ইস্রায়েলকুলের সকল গোত্র, প্রভুর বাণী শোন!
৫ প্রভু একথা বলছেন:
তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাতে কী অন্যায় পেল যে,
আমাকে ত্যাগ করে দূরে গিয়ে,
যা অসার, তারই পিছনে গেল ও নিজেরাই অসার হল?
৬ তারা তো কখনও বলল না, কোথায় সেই প্রভু,
যিনি মিশর দেশ থেকে আমাদের এখানে আনলেন,
যিনি মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে,
মরুভূমি ও গর্তভরা এক ভূমির মধ্য দিয়ে,
জলহীন ও অন্ধকারময় এক ভূমির মধ্য দিয়ে,
পথিক ও নিবাসীশূন্যই এক ভূমির মধ্য দিয়ে আমাদের চালনা করলেন?
৭ আমি তোমাদের এক উর্বরতম দেশে আনলাম,
যেন তোমরা এখানকার ফল ও উৎকৃষ্ট সবকিছু ভোগ কর।
কিন্তু তোমরা প্রবেশ করামাত্র আমার এই দেশ কলুষিত করলে,
আমার এই উত্তরাধিকার জঘন্য বস্তু করলে।
৮ যাজকেরাও কখনও বলল না, প্রভু কোথায়?
না! বিধানপণ্ডিতেরা আমাকে জানল না,
পালকেরাও আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল,
এবং নবীরা বায়াল-দেবের নাম নিয়ে বাণী দিল
এবং অনর্থক পদার্থের অনুগামী হল।
৯ তাই আমি তোমাদের সঙ্গে আবার বিবাদ করব—প্রভুর উক্তি—
তোমাদের পৌত্রদেরও সঙ্গে বিবাদ করব।
১০ যাও, নিজেরাই কিত্তিম দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে চেয়ে দেখ,
কেদারেও লোক পাঠিয়ে সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা কর,

দেখ সেখানে এমন কিছু কখনও ঘটেছে কিনা।
[১১] কোন জাতি কি কখনও তার আপন দেবতাদের বদলি করেছে?
—তাছাড়া সেগুলো ঈশ্বরও নয়!—
অথচ আমার আপন জনগণ অনর্থক একটা বস্তুর সঙ্গে
তাদের "গৌরবের" বদলি করেছে।
[১২] আকাশমণ্ডল, এতে স্তম্ভিত হও!
রোমাঞ্চিত হও, নিতান্ত অভিভূত হয়ে পড়!—প্রভুর উক্তি।
[১৩] কারণ আমার আপন জনগণ এই অপরাধ দু'টো করেছে:
তারা আমাকে—জীবনময় জলের উৎস এই আমাকে ত্যাগ করেছে,
এবং পাথর কেটে নিজেদের জন্য এমন জলভাণ্ডার তৈরি করেছে,
যেগুলো ফাটল-ধরা, জল ধরে রাখতে অক্ষম।
[১৪] ইস্রায়েল কি দাস?
সে কি ক্রীতদাস অবস্থায় জাত?
তবে সে কেন হয়েছে লুটের বস্তু?
[১৫] যুবসিংহেরা গর্জন করছে,
নিজেদের হুঙ্কার শোনাচ্ছে।
তার দেশ মরুভূমি হয়েছে,
তার শহরগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নিবাসী কেউ নেই।
[১৬] নোফ ও তাফানেসের লোকেরাও
তোমার মাথার খুলি ভেঙে দিয়েছে!
[১৭] তেমন কিছু তুমি কি নিজে নিজের প্রতি ঘটাওনি?
বাস্তবিকই তোমার পরমেশ্বর প্রভু যখন তোমাকে পথ দিয়ে চালনা করছিলেন,
তখন তুমি তাঁকে পরিত্যাগই করেছ।
[১৮] এখন হোরুস-দিঘিতে জল পান করতে
তুমি মিশরের দিকে কেন দৌড়াচ্ছ?
কেন [ইউফ্রেটিস] নদীর জল পান করতে
আসিরিয়ার দিকেও দৌড়াচ্ছ?
[১৯] তোমারই অপকর্ম তোমাকে শাস্তি দিচ্ছে,
তোমারই বিদ্রোহিতা তোমাকে দণ্ডিত করছে।
তাই চিন্তা কর, বিবেচনা করে দেখ,
তোমার পক্ষে এটি কতই না অমঙ্গলকর ও তিক্ত বিষয় যে,
তুমি তোমার আপন পরমেশ্বর প্রভুকে পরিত্যাগ করেছ,
ও তোমার অন্তরে আমার প্রতি আর সম্ভ্রম নেই।
সেনাবাহিনীর প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
[২০] আসলে দীর্ঘকাল পূর্বেই তুমি তোমার জোয়াল ভেঙে ফেলেছ,

তোমার বন্ধন ছিন্ন করেছ;
তুমি নাকি বলেছ, আমি তোমার অধীন হয়ে দাসকর্ম করব না!
বাস্তবিকই সমস্ত উচ্চ পর্বতের উপরে ও সমস্ত সবুজ গাছের তলায়
তুমি শুয়ে ব্যভিচার করে এসেছ।
২১ অথচ আমি একেবারে উৎকৃষ্ট জাতের সেরা আঙুরলতা করেই
তোমাকে পুঁতেছিলাম;
তুমি কেমন করে জারজ আঙুরলতার শাখায় রূপান্তরিত হয়েছ?
২২ যদিও সোডা দিয়ে তুমি নিজেকে ধুয়ে নাও ও অনেক পটাশ লাগাও,
তবু তোমার অপরাধের কলঙ্ক আমার দৃষ্টিগোচর থাকবেই।
—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
২৩ তুমি কেমন করে বলতে পার, আমি কলুষিতা নই,
বায়াল-দেব-দেবীর পিছনে যাইনি?
উপত্যকায় তোমার আচরণ বিবেচনা করে দেখ;
যা করেছ, তা স্বীকার কর,
হে অসার ও যাযাবর যুবতী উটী,
২৪ মরুপ্রান্তরে অভ্যস্ত হে বন্য গাধী,
যা কামের উত্তাপে বাতাস হা করে খায়!
তার কামাবেশে কে তাকে সামলাতে পারে?
তার খোঁজ পাবার জন্য গাধার পক্ষে তত কষ্ট করার দরকার হয় না,
তার নিয়মিত মাসে তাকে পাবেই!
২৫ সাবধান, পাছে তোমার পা পাদুকা-ছাড়া হয়,
পাছে তোমার নিজের গলাই শুষ্ক হয়।
কিন্তু তুমি তো উত্তরে বল, না! এ বৃথা চেষ্টা!
আমি বিদেশীদের ভালবাসি,
তাদেরই পিছনে যাব!
২৬ চোর ধরা পড়লে যেমন লজ্জাবোধ করে,
তেমনি ইস্রায়েলকুল—তারা নিজেরা, তাদের রাজারা,
তাদের জনপ্রধানেরা, তাদের যাজকেরা ও তাদের নবীরা—
সকলেই লজ্জায় অভিভূত হয়েছে।
২৭ তারা এক টুকরো কাঠকে উদ্দেশ করে বলে: তুমি আমার পিতা,
একটা পাথরকে উদ্দেশ করে বলে: তুমি আমার জননী।
আমার প্রতি তারা পিঠ ফেরায়, মুখ নয়;
কিন্তু অমঙ্গলের দিনে তারা বলে:
ওঠ, আমাদের বাঁচাও!
২৮ কিন্তু যা তুমি নিজের জন্য তৈরি করেছ, তোমার সেই দেব-দেবী কোথায়?

তারাই উঠুক, যদি অমঙ্গলের দিনে তোমাকে বাঁচাতে পারে;
কেননা, হে যুদা, তোমার যত শহর, তত দেব-দেবী!
[২৯] তোমরা কেন আমার বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছ?
সকলেই আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছ।
প্রভুর উক্তি।
[৩০] আমি তোমাদের সন্তানদের বৃথাই আঘাত করেছি,
তারা সংশোধন গ্রহণ করে নেয়নি।
তোমাদেরই খড়্গ বিনাশক সিংহের মত
তোমাদের নবীদের গ্রাস করেছে।
[৩১] তবে এই প্রজন্মের মানুষ যে তোমরা,
তোমরাই প্রভুর বাণী বিবেচনা করে দেখ!
ইস্রায়েলের কাছে আমি কি মরুপ্রান্তর হয়েছি?
কিংবা আমি কি ঘোর অন্ধকারের দেশ হয়েছি?
আমার জনগণ কেন বলে: আমরা এখন স্বাধীন,
তোমার কাছে আর ফিরব না!
[৩২] যুবতী কি নিজের ভূষণ,
ও কনে কি নিজের বিবাহ-পোশাক ভুলে যায়?
অথচ আমার আপন জনগণ আমাকে ভুলে রয়েছে
—অসংখ্য দিন ধরে।
[৩৩] প্রেমের অনুসন্ধানে তুমি তোমার পথ কেমন বেছে নিতে পার!
এজন্য তুমি ধূর্তা স্ত্রীলোকদেরও
শিখিয়েছ তোমার সেই সমস্ত পথ।
[৩৪] তোমার পোশাকের আঁচলেও
নির্দোষী দীনহীনদের রক্ত পাওয়া যাচ্ছে;
তেমন কিছুর উপরেই আমি রক্ত পাচ্ছি,
প্রাচীরের কোন ছিদ্রে নয়!
[৩৫] তা সত্ত্বেও তুমি প্রতিবাদ করে বল: আমি নির্দোষী,
তাঁর ক্রোধ ইতিমধ্যে আমা থেকে দূরেই গেছে।
কিন্তু দেখ, আমি তোমার বিচার করব,
যেহেতু তুমি বলেছ: আমি পথভ্রষ্টা হইনি!
[৩৬] তোমার পথ পরিবর্তন করার জন্য
তুমি কেন এত ঘুরে বেড়াও?
আসিরিয়ার বেলায় যেমন আশাভ্রষ্টা হয়েছিলে,
মিশরের বেলায়ও সেইমত আশাভ্রষ্টা হবে।
[৩৭] সেখান থেকেও হাত মাথায় করে ফিরে আসবে,

কেননা যাদের উপর তুমি ভরসা রেখেছিলে,
প্রভু তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন;
না! তাদের সাহায্য তোমার কোন উপকারে আসবে না।'

অনুতাপ

৩ 'কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করার পর
সেই স্ত্রী তার সঙ্গ ছেড়ে যদি অন্য পুরুষের হয়,
তার স্বামীর কি আবার তার কাছে ফিরে যাওয়ার অধিকার আছে?
তেমন দেশ কি সম্পূর্ণরূপেই কলুষিত হয়নি?
আচ্ছা, তুমি বহু প্রেমিকের সঙ্গে ব্যভিচার করেছ
আর এখন আমার কাছে ফিরতে সাহস করছ!—প্রভুর উক্তি।

[২] চোখ তুলে গাছশূন্য যত পর্বতের দিকে তাকাও:
কোন্ স্থানেই বা তোমার সতীত্ব লঙ্ঘন হয়নি?
তুমি তো মরুপ্রান্তরে একজন আরবীয়ের মত
রাস্তা-ঘাটে ওদের অপেক্ষায় বসে ছিলে;
তোমার ব্যভিচার ও তোমার দুষ্কর্মে
তুমি দেশ কলুষিত করেছ।
[৩] এজন্যই বৃষ্টিধারা বন্ধ করা হয়েছে,
এজন্যই শেষ বর্ষাও হয়নি।
কিন্তু তুমি তোমার বেশ্যাগিরির স্পর্ধা রক্ষা করেছ,
তোমার লজ্জাবোধের কোন ইঙ্গিতও হয়নি।
[৪] তুমি কি এইমাত্র আমাকে উদ্দেশ করে চিৎকার করে বলনি,
"পিতা আমার, তুমিই আমার তরুণ বয়সের সখা?
[৫] তিনি কি তাঁর ক্ষোভ রাখবেন চিরকাল ধরে?
শেষ পর্যন্তই কি তাঁর ক্রোধ বজায় রাখবেন?"
তুমি একথা বলই বটে,
অথচ জেদি হয়ে যথাসাধ্য অপকর্ম করে চল।'

ইস্রায়েল ও যুদার প্রকৃত পরিচয়দান

[৬] যোসিয়া রাজার সময়ে প্রভু আমাকে বললেন, 'সেই বিদ্রোহিণী ইস্রায়েল যা করেছে, তা কি তুমি দেখেছ? সে প্রতিটি উচ্চস্থানের উপরে ও প্রতিটি সবুজ গাছের তলায় গিয়ে সেই সকল জায়গায় বেশ্যাগিরি করেছে। [৭] আমি ভাবছিলাম, সেইসব কিছু করার পর সে আমার কাছে ফিরে আসবে; কিন্তু সে ফিরে আসেনি। আর তার বোন সেই অবিশ্বস্তা যুদা তা দেখল; [৮] হ্যাঁ, সেও দেখল যে, তার সেই ব্যভিচারের কারণেই আমি বিদ্রোহিণী ইস্রায়েলকে ত্যাগপত্র দিয়ে ত্যাগ করেছি, কিন্তু তার বোন সেই অবিশ্বস্তা যুদা কিছুতেই ভয় পেল না; এমনকি সেও গিয়ে বেশ্যাগিরি করতে লাগল; [৯] এবং তার নির্লজ্জ বেশ্যাগিরিতে পৃথিবী নিজেই কলুষিত; সে পাথর ও কাঠের সঙ্গেই ব্যভিচার

করেছে। [১০] এমনটি হলেও তার বোন সেই অবিশ্বস্তা যুদা সমস্ত হৃদয় দিয়ে নয়, কেবল কপটতার সঙ্গেই আমার প্রতি ফিরেছে।' প্রভুর উক্তি।

আপন বিশ্বস্ততায় ঈশ্বর অনুতপ্তা ইস্রায়েলকে ফিরিয়ে আনবেন

[১১] প্রভু আমাকে বললেন, 'অবিশ্বস্তা যুদার চেয়ে বিদ্রোহিণী ইস্রায়েল নিজেকে বেশি ধার্মিক
দেখিয়েছে। [১২] তুমি যাও, এই সকল কথা উত্তরদিকে প্রচার কর; বল:

হে বিদ্রোহিণী ইস্রায়েল, ফিরে এসো—প্রভুর উক্তি—
ভ্রূক্ষেপ করব না কো তোমার প্রতি;
কেননা আমি কৃপাময়—প্রভুর উক্তি—
ক্রোধ থাকবে না কো চিরকাল।
[১৩] তুমি কেবল তোমার শঠতা স্বীকার কর,
কেননা তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্তা হয়েছ,
যত সবুজ গাছের তলায় বিদেশী দেবতাদের প্রতি প্রেম ছড়িয়েছ,
ও আমার প্রতি বাধ্য হওনি—প্রভুর উক্তি।
[১৪] হে পথভ্রষ্ট সন্তানেরা, ফিরে এসো—প্রভুর উক্তি—
কেননা আমিই তোমাদের মনিব।
আমি প্রতি শহর থেকে একজন ও প্রতি গোত্র থেকে একজন ক'রে বেছে নিয়ে
তোমাদের সিয়োনে ফিরিয়ে আনব।
[১৫] আমি তোমাদের আমার হৃদয়ের মত পালকদের দেব,
তারা সদ্‌জ্ঞানে ও সুবুদ্ধিতে তোমাদের চরাবে।

মহান রাজার ভোজে নিমন্ত্রিত সকল জাতি

[১৬] আর সেসময়ে, যখন তোমরা দেশে বহুসংখ্যক ও ফলবান হবে—প্রভুর উক্তি—তখন "প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা" একথা লোকে আর বলবে না, তা কারও মনে আসবে না, তারা তা স্মরণে আনবে না, তার কথা ভেবে কেউ দুঃখ করবে না, এবং তা পুনরায় তৈরি করা হবে না। [১৭] সেসময়ে যেরুসালেম প্রভুর সিংহাসন বলে অভিহিতা হবে, এবং যেরুসালেমকে দেওয়া প্রভুর নামের খাতিরে সকল দেশ তার দিকে ভেসে আসবে, আর তারা তাদের ধূর্ত হৃদয়ের কাঠিন্য অনুসারে আর চলবে না। [১৮] সেই দিনগুলিতে যুদাকুল ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে যোগ দেবে, আর তারা মিলে উত্তর দেশ থেকে সেই দেশে ফিরে আসবে, যা আমি উত্তরাধিকাররূপে তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছি।'

অপব্যয় পুত্রের প্রত্যাগমন

[১৯] 'আমি ভাবছিলাম,
কেমন করে আমি তোমাকে আমার সন্তানদের মধ্যে স্থান দেব?
আমি মনোমোহন এক দেশ তোমাকে দেব,
দেব এমন এক উত্তরাধিকার, যা সকল দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।
আমি ভাবছিলাম, তোমরা আমাকে বলবে "পিতা আমার!"

এবং আমার অনুসরণ করায় কখনও ক্ষান্ত হবে না।
২০ কিন্তু এমন স্ত্রীলোকের মত যে প্রেমিকের প্রতি অবিশ্বস্তা হয়,
হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছ।' প্রভুর উক্তি।

২১ গাছশূন্য যত উপপর্বতে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে,
তা ইস্রায়েল সন্তানদের কান্না ও হাহাকারের সুর!
কারণ তারা তাদের যত পথ কুটিল করেছে,
তাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুকে ভুলে গেছে।
২২ 'হে পথভ্রষ্ট সন্তানেরা, ফিরে এসো,
আমি তোমাদের বিদ্রোহ-কর্ম নিরাময় করব।'
'এই যে, আমরা তোমার কাছে আসছি,
তুমিই যে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু!
২৩ সত্যি, যত উপপর্বত মিথ্যামাত্র,
পর্বতের যত কোলাহলও মিথ্যামাত্র;
সত্যি, আমাদের পরমেশ্বর প্রভুতেই রয়েছে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ!
২৪ সেই লজ্জাই আমাদের বাল্যকাল থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের শ্রমফলকে,
তাঁদের মেষের পাল ও গবাদি পশুকে,
তাঁদের পুত্রকন্যাদের গ্রাস করেছে।
২৫ এসো, আমাদের লজ্জায় শুয়ে পড়ি,
আমাদের দুর্নাম আমাদের আচ্ছন্ন করুক;
কারণ আমাদের যৌবনকাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত
আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরা
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি,
এবং আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠে কান দিইনি।'

৪ ১ প্রভু একথা বলছেন:
'ইস্রায়েল, তুমি যদি ফিরে আসতে চাও,
তবে তোমাকে আমারই দিকে ফিরতে হবে।
যদি আমার দৃষ্টি থেকে তোমার ঘৃণ্য বস্তুগুলি দূর কর,
যদি আর পথভ্রষ্টা না হও,
২ এবং সত্য, সততা ও ধর্মময়তায় শপথ করে বল,
"জীবনময় প্রভুর দিব্যি!"
তবে দেশগুলো তাঁর দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে,
ও তাঁরই মধ্যে গৌরব বোধ করবে।'

৩ কারণ প্রভু যুদা ও যেরুসালেমের লোকদের কাছে একথা বলছেন:
'তোমরা অবহেলিত জমি কোদাল দিয়ে চাষ কর,

কাঁটাঝোপের মধ্যে বীজ বুনো না।
৪ হে যুদার মানুষ, হে যেরুসালেমের অধিবাসীরা,
প্রভুর উদ্দেশে পরিচ্ছেদিত হও,
তোমাদের হৃদয়কেই পরিচ্ছেদিত কর,
পাছে তোমাদের কুকর্মের ফলে
আমার রোষ আগুনের মত জ্বলে ওঠে,
এবং তার দাহ নিভিয়ে দেবে এমন কেউ থাকবে না।'

উত্তর থেকে আক্রমণ

৫ তোমরা যুদায় একথা প্রচার কর,
যেরুসালেমে তা ঘোষণা কর; বল:
'দেশজুড়ে তুরি বাজাও,
জোর গলায় চিৎকার করে বল:
জড় হও; এসো, আমরা সুরক্ষিত নগরগুলিতে প্রবেশ করি।
৬ সিয়োনের দিকে সঙ্কেত-চিহ্ন উত্তোলন কর;
পালিয়ে যাও, দেরি করো না,
কারণ উত্তর থেকে আমি অমঙ্গল নিয়ে আসছি,
নিয়ে আসছি মহা সর্বনাশ।
৭ সিংহ নিজের ঝোপ থেকে লাফিয়ে উঠেছে,
সর্বদেশের বিনাশক পথে আছে,
তোমার দেশ ধ্বংসস্থান করার জন্য
সে নিজের আস্তানা থেকে রওনা হয়েছে:
তোমার শহরগুলো উচ্ছেদ করা হবে,
সেগুলোর মধ্যে নিবাসী কেউই আর থাকবে না।
৮ তাই চটের কাপড় পর,
বিলাপ কর, হাহাকার কর,
কেননা প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ আমাদের ছেড়ে চলে যায়নি।'

৯ প্রভু একথা বলছেন:
'সেদিন রাজার হৃদয় নিঃশেষিত হবে,
নেতাদের হৃদয়ও নিঃশেষিত হবে;
যাজকেরা চমকে উঠবে,
নবীরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াবে।'
১০ তখন আমি বললাম, 'হায়, প্রভু পরমেশ্বর,
এই লোকদের প্রতি ও যেরুসালেমের প্রতি তোমার কেমন দারুণ প্রবঞ্চনা!
তুমি নাকি বলছিলে, তোমরা শান্তি ভোগ করবে;

অথচ তাদের গলায় খড়্গ উপস্থিত।’

১১ সেসময়ে এই লোকদের ও যেরুসালেমকে একথা বলা হবে:
‘মরুপ্রান্তরের পর্বতমালা থেকে
উত্তপ্ত বাতাস আমার জাতি-কন্যার দিকে বয়ে আসছে;
তা শস্য ঝাড়বার বা বাছাই করার জন্য নয়।
১২ আমা থেকেই এক প্রচণ্ড বাতাস আসছে।
এখন আমিও লোকদের বিরুদ্ধে বিচারদণ্ড ঘোষণা করব।’
১৩ দেখ, সে এগিয়ে আসছে মেঘপুঞ্জের মত,
তার রথগুলি ঝড়ো বাতাসের মত,
তার অশ্বগুলি ঈগলের চেয়েও দ্রুতগামী।
হায়, আমরা হারিয়ে গেছি!
১৪ যেরুসালেম, হৃদয় ধৌত করে তোমার শঠতা ঘুচিয়ে ফেল,
তবেই পরিত্রাণ পাবে;
আর কতদিন তোমার হৃদয়ে কুচিন্তা বাস করবে?
১৫ এই যে, দান থেকে এক কণ্ঠ কথাটা নিয়ে আসছে,
এফ্রাইমের পর্বতমালা থেকে কে যেন এই অমঙ্গলের সংবাদ দিচ্ছে।
১৬ তোমরা দেশসকলকে সংবাদ দাও,
যেরুসালেমকে কথাটা জানাও।
আক্রমণকারীরা সুদূর এক দেশ থেকে আসছে,
যুদার শহরগুলির বিরুদ্ধে রণধ্বনি তুলছে।
১৭ খেত-রক্ষকের মত তারা যেরুসালেমকে চারদিকে ঘিরে ফেলেছে,
কারণ সে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে—প্রভুর উক্তি।
১৮ তোমার আচরণ ও তোমার কাজকর্মই এসব ঘটাচ্ছে;
এ তোমার দুষ্টতার ফল;
আহা, তা কেমন তিক্ত! আহা, তা বিঁধে ফেলেছে তোমার হৃদয়!
১৯ হায় আমার অন্ত্ররাজি! হায় আমার অন্ত্র! আমি বিদীর্ণ;
হায় আমার হৃদয়ের দেওয়াল;
আমার হৃদয় ধুক্ ধুক্ করছে;
আমি নিশ্চুপ থাকতে পারি না,
আমি যে শুনতে পাচ্ছি তুরিনিনাদ, যুদ্ধের সিংহনাদ।
২০ ধ্বংসের উপরে ধ্বংস—এটি সংবাদ!
সমগ্র দেশ ধ্বংসস্থান!
আমার যত তাঁবু হঠাৎ উচ্ছিন্ন হয়েছে,
এক নিমেষে আমার যত আশ্রয় ধ্বংসিত।
২১ আমাকে কত দিন সেই পতাকা দেখতে হবে?

কত দিন সেই তুরিনিনাদ শুনতে হবে?
২২ হায়, আমার জনগণ কেমন নির্বোধ!
তারা আমাকে জানে না,
তারা জ্ঞানশূন্য বালক,
বিচারবুদ্ধি তাদের নেই;
তারা কদাচারে নিপুণ, কিন্তু সদাচারে অজ্ঞ।

২৩ আমি পৃথিবীর উপরে দৃষ্টিপাত করলাম,
আর দেখ, তা নিরাকার ও শূন্যময়;
আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম—তাতে আর নেই কোন আলো।
২৪ পর্বতমালার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, তা সবই কাঁপছে,
উপপর্বতও টলটল করছে।
২৫ আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, কেউই ছিল না,
আকাশের সমস্ত পাখিও পালিয়ে গেছে।
২৬ আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, উর্বর মাটি এখন মরুপ্রান্তর,
প্রভুর সামনে ও তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের সামনে
তার সকল শহর ধ্বংসস্তূপ।
২৭ কেননা প্রভু একথা বলছেন,
‘সমস্ত দেশ হবে ধ্বংসস্থান—যদিও আমি তা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করব না।
২৮ ফলে পৃথিবী শোকপালন করবে,
এবং ঊর্ধ্বের আকাশ অন্ধকারময় হবে,
কারণ আমি কথা বলেছি, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছি,
এই ব্যাপারে মন পাল্টাব না, একথা ফিরিয়ে নেব না।’

২৯ অশ্বারোহীদের ও তীরন্দাজদের কোলাহলে
সমস্ত শহর পালিয়ে যায়,
কেউ কেউ ঘন বনে ঝাঁপ দেয়, কেউ কেউ শৈলে ওঠে।
সকল শহর পরিত্যক্ত,
সেগুলিতে নিবাসী মানুষমাত্র নেই।
৩০ আর তুমি, হে উৎসন্না, কী করবে?
যদিও লাল পোশাক পরে নাও,
যদিও সোনার অলঙ্কারে নিজেকে ভূষিত কর,
যদিও অঞ্জন দিয়ে চোখ চের,
তবু তোমার সৌন্দর্যের চেষ্টা বৃথাই হবে:
তোমার প্রেমিকেরা তোমাকে অবজ্ঞা করে,
তারা তোমার প্রাণনাশেরই চেষ্টায় আছে।

[৩১] বস্তুত স্ত্রীলোকের প্রসবকালের চিৎকারের মত,
প্রথম প্রসবকালের তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মত চিৎকার শুনছি:
তা সিয়োন-কন্যার চিৎকার,
সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে বলছে:
'হায়, আমি অবসন্না,
খুনীদের হাতেই আমার প্রাণ!'

আক্রমণের কারণ

৫ তোমরা যেরুসালেমের রাস্তায় রাস্তায় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান কর,
লক্ষ কর, বিবেচনা করে দেখ,
সেখানকার চত্বরে চত্বরে সন্ধান কর।
যদি এমন একজনকেও পেতে পার,
যে ন্যায়াচরণ করে ও সত্যের অন্বেষণ করে,
তবে আমি নগরীকে ক্ষমা করব।
[২] যদিও তারা বলে, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি,'
তবু তারা মিথ্যা শপথ করে।
[৩] প্রভু, তোমার চোখ কি সত্যের সন্ধান করে না?
তুমি তাদের প্রহার করেছ, কিন্তু তারা যে ব্যথা পেয়েছে তা দেখায় না;
তাদের জীর্ণ করেছ, কিন্তু তারা সংশোধনের কথা বুঝতে অস্বীকার করে।
তারা তাদের নিজেদের মুখ পাথরের চেয়েও কঠিন করল,
তারা ফিরে আসতে চায় না।
[৪] আমি ভাবছিলাম: 'এরা তো নীচ শ্রেণির লোক,
এরা নির্বোধের মত কাজ করে,
কারণ প্রভুর পথ ও তাদের পরমেশ্বরের নিয়মনীতি জানে না।
[৫] আমি এবার গণ্যমান্য লোকদের কাছে গিয়ে
তাদেরই কাছে কথা বলব,
তারা প্রভুর পথ ও তাদের পরমেশ্বরের নিয়মনীতি নিশ্চয় জানে।'
হায়, তারাও একজোট হয়ে জোয়াল ভেঙে দিয়েছে,
বন্ধন ছিন্ন করেছে!
[৬] এজন্য বন থেকে একটা সিংহ এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে,
প্রান্তর থেকে একটা নেকড়ে এসে তাদের খণ্ড-বিখণ্ড করবে,
একটা চিতাবাঘ তাদের শহরগুলির কাছে ওত পেতে থাকবে;
যে কেউ শহর থেকে বের হবে, সে দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে;
কারণ তাদের অধর্ম বেড়েছে,
তাদের বিদ্রোহ-কর্ম গুরুতর হয়েছে।

৭ ‘আমি কেন তোমাকে ক্ষমা করব?
তোমার সন্তানেরা তো আমাকে ত্যাগই করেছে;
যা কিছু ঈশ্বর নয়, তারই দিব্যি দিয়ে শপথ করেছে।
আমি তাদের পরিতৃপ্ত করলাম, কিন্তু তারা ব্যভিচার করল,
ও দলে দলে বেশ্যার বাড়িতে গিয়ে ভিড় করল।
৮ তারা যেন হৃষ্টপুষ্ট ও তেজী ঘোড়ার মত,
প্রত্যেকে পরস্ত্রীর প্রতি হ্রেষা করে।
৯ আমি কি এসব কিছুর জন্য তাদের শাস্তি দেব না?
—প্রভুর উক্তি—
তেমন জাতির উপর প্রতিশোধ নেব না?
১০ তোমরা যেরুসালেমের আঙুরখেতে গিয়ে সবই নষ্ট কর,
কিন্তু তা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করো না;
তার শাখাগুলো ছিঁড়ে ফেল,
কারণ সেগুলি প্রভুর নয়।
১১ কেননা ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুল
আমার প্রতি নিতান্ত অবিশ্বস্ত হয়েছে।’ প্রভুর উক্তি।

১২ তারা প্রভুকে অস্বীকার করেছে:
তারা বলেছে, ‘উনি সেই তিনি নন;
আমাদের উপর অমঙ্গল নেমে আসবে না,
আমরা খড়্গও দেখব না, দুর্ভিক্ষও নয়।
১৩ আর সেই নবীরা, তারা বাতাস মাত্র!
বাণী তাদের অন্তরে নেই,
তাই তারা যা বলে, তা তাদের প্রতিই ঘটুক!’
১৪ অতএব প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, একথা বলছেন:
‘যেহেতু তারা তেমন কথা উচ্চারণ করেছে,
সেজন্য দেখ, তোমার মুখে আমার যে বাণী,
তা আমি আগুন করব,
এই জাতিকে করব কাঠ,
আর সেই আগুন এই কাঠ গ্রাস করবে।
১৫ হে ইস্রায়েলকুল—প্রভুর উক্তি—
দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে
দূর থেকে এক জাতিকে আনব:
তা বলবান এক জাতি,
তা প্রাচীন এক জাতি!
তা এমন জাতি, যার ভাষা তুমি জান না,

তারা কি বলে, তা বুঝতে পার না।
[১৬] তাদের তূণ খোলা কবরের মত,
তারা সকলে বীরযোদ্ধা।
[১৭] তারা তোমার ফসল ও তোমার অন্ন গ্রাস করবে,
তোমার ছেলেমেয়েদের গ্রাস করবে,
তোমার মেষ-ছাগের পাল ও গবাদি পশুধন গ্রাস করবে,
তোমার আঙুরখেত ও ডুমুরগাছ গ্রাস করবে,
প্রাচীরে ঘেরা সেই শহরগুলিকেও চুরমার করবে,
যার উপরে তুমি ভরসা রাখতে।
[১৮] কিন্তু সেই দিনগুলিতেও—প্রভুর উক্তি—
আমি তোমাদের নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করব না।'

[১৯] আর সেসময়ে লোকে যদি বলে, 'আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের প্রতি এসব কিছু কেন করছেন?' তুমি উত্তরে বলবে: 'তোমরা যেমন আমাকে ত্যাগ করেছ ও তোমাদের আপন দেশে বিদেশী দেব-দেবীর সেবা করেছ, তেমনি এমন দেশে বিদেশীদের সেবা করবে, যা তোমাদের আপন দেশ নয়।'

দুর্ভিক্ষের দিন

[২০] তোমরা যাকোবকুলকে একথা জানাও,
যুদার মধ্যে একথা প্রচার করে বল:
[২১] 'হে নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন জাতি,
চোখ থাকতে অন্ধ,
কান থাকতে বধির যে তোমরা,
তোমরা একথা শোন।
[২২] তোমরা কি আমাকে ভয় পাবে না?—প্রভুর উক্তি।
আমার সম্মুখে কি কম্পিত হবে না?
আমিই তো সমুদ্রের সীমানা হিসাবে বালুকে
এমন নিত্যস্থায়ী প্রতিবন্ধকরূপে স্থাপন করেছি
যা তা অতিক্রম করতে পারে না;
তার তরঙ্গমালা আস্ফালন করলেও জয়ী হতে পারে না,
গর্জন করলেও সীমানাকে অতিক্রম করতে পারে না।'
[২৩] কিন্তু এই জনগণের হৃদয় অবাধ্য ও বিদ্রোহী;
তারা পিছন দিকে ফিরে চলে গেল;
[২৪] মনে মনেও তারা একথা বলে না:
'এসো, আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করি;
তিনিই তো ঠিক সময়ে প্রথম ও শেষ বর্ষার জল দেন,

আমাদের জন্য ফসল কাটার নিয়মিত সপ্তাহগুলি রক্ষা করেন।'
[২৫] তোমাদের সমস্ত শঠতা এসব কিছু উল্টোপাল্টা করেছে,
তোমাদের সমস্ত পাপ এই মঙ্গল থেকে তোমাদের বঞ্চিত করেছে;
[২৬] কারণ আমার জনগণের মধ্যে দুর্জন মানুষ আছে,
তারা ব্যাধের মত ওত পেতে থাকে,
মানুষকে ধরবার জন্য ফাঁদ পাতে।
[২৭] পিঁজরে যেমন পাখিতে ভরা,
তেমনি তাদের বাড়ি ছলনায় ভরা;
এজন্যই তারা সমৃদ্ধ ও ধনবান হল।
[২৮] তারা মোটা-সোটা ও মসৃণ,
তাদের অপকর্ম সীমার অতীত;
তারা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায় না,
বিচারে এতিমদের পক্ষসমর্থনে তৎপর নয়,
নিঃস্বদের অধিকার রক্ষা করে না।
[২৯] আমি কি এসব কিছুর জন্য তাদের শাস্তি দেব না?
—প্রভুর উক্তি—
তেমন জাতিকে কি প্রতিফল দেব না?

মিথ্যা পথের পথিকেরা

[৩০] দেশের মধ্যে ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকর ব্যাপার সাধিত হচ্ছে:
[৩১] নবীরা মিথ্যা বাণী দেয়,
যাজকেরা নিজেদের হাতে সবকিছু নেয়;
আর আমার জনগণ এই পরিস্থিতি ভালবাসে!
কিন্তু শেষে তোমরা কী করবে?

আক্রমণ বিষয়ক অতিরিক্ত বর্ণনা

৬ হে বেঞ্জামিন-সন্তানেরা, পালিয়ে যাও,
যেরুসালেমের ভিতর থেকে পালিয়ে যাও।
তেকোয়াতে তুরি বাজাও,
বেথ্-হাক্কেরেমে বিপদ-সঙ্কেত উত্তোলন কর,
কেননা উত্তরদিক থেকে মহা অমঙ্গল আসছে,
আসছে মহা সর্বনাশ।
[২] সুন্দরী ও কোমলা যে সিয়োন-কন্যা,
তাকে আমি স্তব্ধ করে দেব।
[৩] রাখালেরা নিজেদের পাল সঙ্গে নিয়ে

তার দিকে এগিয়ে আসছে;
তারা তার চারদিকে তাঁবু গেড়ে
প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশে পাল চরাচ্ছে।
৪ 'তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরী হও;
ওঠ, আমরা মধ্যাহ্নেই আক্রমণ চালাব।
ধিক্ আমাদের! বেলা হয়েই গেছে,
সন্ধ্যাকালের ছায়া দীর্ঘান্বিত হচ্ছে।
৫ ওঠ, আমরা রাতের বেলায় আক্রমণ চালাব,
তার যত প্রাসাদ ধ্বংস করব।'
৬ কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
'তোমরা গাছ কেটে
যেরুসালেমের গায়ে জাঙ্গাল বাঁধ।
এই নগরী শাস্তির যোগ্য,
তার ভিতরে শুধু অত্যাচার!
৭ কুয়ো যেমন নিজের জল টাটকা রাখে,
সে তেমনি নিজের শঠতা টাটকা রাখে।
তার মধ্যে হিংসা ও অত্যাচার ধ্বনিত,
ব্যথা ও ঘা আমার সামনে সর্বদাই উপস্থিত।
৮ যেরুসালেম, সাবধান বাণী গ্রহণ কর,
পাছে আমি তোমাকে ত্যাগ করে দূরে চলে যাই,
পাছে তোমাকে ধ্বংসস্থান করি, জনহীন ভূমি করি।'
৯ সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
'ওরা ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে
বাকি আঙুরফলের মত ঘন ঘন কুড়িয়ে নিক;
আঙুরফল যে সংগ্রহ করে, তার মত
তার শাখাগুলোর উপর আবার হাত বাড়াও।'
১০ আমি কার্ কাছে কথা বলব,
কাকেই বা সাধাসাধি করব, সে যেন শোনে?
দেখ, তাদের কান পরিচ্ছেদিত নয়,
মনোযোগ দিতে তারা অক্ষম।
দেখ, প্রভুর বাণী তাদের কাছে তাচ্ছিল্যের বিষয়,
সেই বাণী তাদের প্রীতির পাত্র নয়।
১১ কিন্তু আমি প্রভুর ক্রোধে পরিপূর্ণ,
তা আর সংযত রাখতে পারি না।
'রাস্তায় ছেলেদের উপরে,

যুবকদের সভার উপরেও তা ঢেলে দাও,
কারণ নর-নারী যুবা-বৃদ্ধ সকলেই একসঙ্গে তাতে ধরা পড়বে।
[১২] তাদের বাড়ি-ঘর পরের অধিকার হবে,
তাদের জমি ও নারীরাও তাই,
কারণ আমি এদেশের অধিবাসীদের উপরে
বাড়াব আমার হাত!' প্রভুর উক্তি।
[১৩] কেননা ছোটজন থেকে বড়জন পর্যন্ত
সকলেই লোভী ও কুটিল;
নবী থেকে যাজক পর্যন্ত
সকলেই ছলনায় রত।
[১৪] তারা আমার জাতির ক্ষতের যত্ন নেয় বটে,
কিন্তু ভাসা ভাসাই সেই যত্ন;
হ্যাঁ, তারা 'শান্তি শান্তি' বলে, কিন্তু শান্তি নেই।
[১৫] তারা তেমন জঘন্য কাজ করে কি লজ্জাবোধ করে?
না, আদৌ লজ্জাবোধ করে না,
লজ্জায় লাল হতেও জানে না।
'এজন্য পতিতদের মধ্যে তাদেরও পতন হবে,
শাস্তির ক্ষণে তাদের লুটিয়ে দেওয়া হবে।' প্রভুর উক্তি।

[১৬] প্রভু একথা বলছেন:
'তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ;
অতীতকালের মার্গের কথা, উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে
সেই পথে চল।
তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।'
কিন্তু তারা বলল, 'আমরা সে পথে চলব না!'
[১৭] আমি তোমাদের উপরে প্রহরী নিযুক্ত করলাম, বললাম,
'তোমরা তুরিধ্বনিতে কান দাও।'
কিন্তু তারা বলল, 'কান দেব না!'
[১৮] এজন্য, হে জাতি-বিজাতি, শোন;
জনমণ্ডলী, তাদের প্রতি কি কি ঘটতে যাচ্ছে, তা জ্ঞাত হও।
[১৯] পৃথিবী, শোন!
'দেখ, আমিই এই জাতির উপরে অমঙ্গল ডেকে আনব,
তাদের চিন্তা-ভাবনার ফল নামিয়ে আনব,
কারণ তারা আমার বাণীতে মনোযোগ দেয়নি,
আমার নির্দেশগুলো পরিত্যাগ করেছে।

২০ কিসের জন্য শেবা থেকে আনা ধূপ আমাকে নিবেদন করা হচ্ছে?
কিসের জন্যই বা দূরদেশ থেকে আসা সুগন্ধি মসলা আমাকে দেওয়া হচ্ছে?
তোমাদের আহুতিগুলি গ্রহণীয় নয়,
তোমাদের যজ্ঞবলিতেও আমি প্রীত নই।'
২১ সুতরাং প্রভু একথা বলছেন:
'দেখ, আমি এই জাতির সামনে নানা হোঁচট-পাথর বসাব,
পিতারা ও সন্তানেরা নির্বিশেষে সেগুলোতে হোঁচট খাবে;
প্রতিবেশী ও বন্ধুরা বিনষ্ট হবে।'

২২ প্রভু একথা বলছেন:
'দেখ, উত্তর দেশ থেকে এক সেনাদল আসছে,
পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এক মহাজাতিকে উত্তেজিত করা হচ্ছে।
২৩ তারা ধনুক ও বর্শাধারী,
নিষ্ঠুর ও মমতাবিহীন।
তাদের শব্দ সমুদ্রগর্জনের মত,
তারা ঘোড়ায় চড়ে আসছে;
হায়, সিয়োন-কন্যা, তোমারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
তারা এক মানুষই যেন তৈরী।'
২৪ 'আমরা তাদের বিষয়ে কথা শুনেছি,
আমাদের হাত অবশ হল,
যন্ত্রণা, প্রসবিনীর ব্যথার মত ব্যথা আমাদের ধরল।'
২৫ খোলা মাঠে বের হয়ো না,
পথে পা বাড়িয়ো না,
কেননা সেখানে রয়েছে শত্রুর খড়্গ,
আর চারদিকে বিরাজ করছে সন্ত্রাস।
২৬ হে আমার জাতি-কন্যা, চটের কাপড় পর,
ছাইয়ে গড়াগড়ি দাও।
একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর জন্য শোকের মত শোক কর,
তিক্ততা ভরে বিলাপ কর,
কেননা বিনাশক অকস্মাৎ আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

২৭ আমি জনগণের মধ্যে তাদের আচরণ জানবার ও পরীক্ষা করার জন্য
তোমাকে পরীক্ষক করে নিযুক্ত করেছি।
২৮ তারা সকলে বিদ্রোহীদের চেয়েও বিদ্রোহী,
পরনিন্দা রটিয়ে বেড়ায়;
তারা ব্রঞ্জ ও লোহার মত:

সকলেই ভ্রষ্ট।
২৯ সীসা আগুনে শেষ করে দেবার জন্য
হাপর তীব্র বাতাস দেয়;
কিন্তু তা নিখাদ করার প্রচেষ্টা বৃথা;
অপকর্মাদেরও বিযুক্ত করা যায় না!
৩০ তাদের 'অগ্রাহ্য রুপো' বলে ডাকা হয়,
কারণ প্রভু তাদের অগ্রাহ্য করেছেন।

প্রকৃত উপাসনা—অভিযোগ

৭ প্রভুর কাছ থেকে যে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ: ২ 'প্রভুর গৃহ-দ্বারে
দাঁড়াও, সেখানে এই কথা ঘোষণা কর; বল: প্রভুর বাণী শোন, হে যুদার সেই সকল মানুষ, যারা
প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করতে এই তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। ৩ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর, তবেই এই স্থানে তোমাদের
বসবাস করতে দেব। ৪ যারা বলে, "প্রভুর মন্দির, প্রভুর মন্দির, এই তো প্রভুর মন্দির!" তাদের এ
ছলনাপূর্ণ বাণীতে তোমরা ভরসা রেখো না। ৫ বরং তোমরা যদি তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম
সত্যি সংস্কার কর, যদি একে অপরের প্রতি ন্যায্যতার সঙ্গে ব্যবহার কর, ৬ যদি প্রবাসী, এতিম ও
বিধবাকে অত্যাচার না কর, যদি এই স্থানে নির্দোষীর রক্তপাত না কর, যদি তোমাদের নিজেদের
অমঙ্গলের জন্যই অন্য দেবতাদের পিছনে না যাও, ৭ তবেই আমি তোমাদের বসবাস করতে দেব
এই স্থানেই, এই দেশেই যা তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিলাম প্রাচীনকাল থেকে চিরকালের মত। ৮
দেখ, তোমরা তো মিথ্যায় ভরসা রাখ, তাতে তোমাদের কোন উপকার হবে না। ৯ তোমরা কি চুরি,
নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যাশপথ, বায়ালের উদ্দেশে ধূপদাহ, ও এমন দেবতাদের অনুসরণ করবে
যাদের সম্বন্ধে কিছুই জান না, ১০ পরে এখানে এসে, এই যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, এই
গৃহে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে: এই সমস্ত জঘন্য কাজ করে যাবার জন্য আমরা এখন
নিরাপদ! ১১ এই যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, তা কি তোমাদের দৃষ্টিতে দস্যুর আস্তানা?
দেখ, আমিও এইসব কিছু দেখতে পাচ্ছি—প্রভুর উক্তি।
১২ তাই তোমরা সেইখানে যাও, শীলোতে যে স্থান একসময় আমার ছিল, যেখানে আমি প্রথমে
আমার নামের আবাস স্থির করেছিলাম, সেইখানে যাও; এবং আমার জনগণ সেই ইস্রায়েলের
অপকর্মের কারণে আমি সেই স্থানের প্রতি যা করেছি, তা বিবেচনা করে দেখ। ১৩ যেহেতু তোমরা
এই সমস্ত কর্ম করেছ—প্রভুর উক্তি—এবং আমি এত তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তোমাদের কাছে
কথা বললেও তোমরা কান দাওনি, আমি তোমাদের ডাকলে তোমরা উত্তর দাওনি, ১৪ সেজন্য এই
যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, এই যে গৃহে তোমরা ভরসা রাখ, এবং এই যে স্থান
তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছি, এর প্রতিও আমি সেইভাবে করব, যেভাবে শীলোর
প্রতি করেছিলাম। ১৫ আমি যেমন তোমাদের ভাইদের, এফ্রাইমের সেই সমস্ত বংশকে বের করে
দিয়েছি, তেমনি তোমাদেরও আমার চোখের সামনে থেকে বের করে দেব।'

প্রভু জনগণের কথায় আর কান দেন না …

১৬ ‘তোমার ক্ষেত্রে, তুমি এই জনগণের হয়ে প্রার্থনা করো না, তাদের হয়ে আমার কাছে মিনতি ও
প্রার্থনা নিবেদন করো না, আমার কাছে সনির্বন্ধ আবেদনও জানিয়ো না, কারণ আমি তোমাকে শুনব
না। ১৭ যুদার শহরে শহরে ও যেরুসালেমের রাস্তা-ঘাটে তারা যা করছে, তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ
না? ১৮ ছেলেরা কাঠ কুড়োয়, পিতারা আগুন জ্বালায়, ও স্ত্রীলোকেরা ময়দা ছানে—আকাশরানীর
উদ্দেশে পিঠা বানানোর জন্যই তারা এসব কিছু করছে; তারপর আমাকে অপমান করার জন্য অন্য
দেবতাদের উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালে। ১৯ তারা কি আমারই অপমান করে?—প্রভুর উক্তি—
নাকি নিজেদেরই অপমান করে ও তাই করে নিজেদের লজ্জার বস্তু করে?’ ২০ সুতরাং প্রভু পরমেশ্বর
একথা বলছেন, ‘দেখ, এই স্থানের উপরে—মানুষ ও পশু, মাঠের গাছপালা ও ভূমির ফল—
এসবের উপরে আমার ক্রোধ ও রোষ বর্ষিত হবে; তা জ্বলতে থাকবে, নিভবে না।’

… কারণ জনগণ প্রভুর কথায় কান দেয় না

২১ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: ‘তোমরা তোমাদের অন্যান্য বলির
সঙ্গে আহুতিবলিও যোগ কর, আর সেগুলির সমস্ত মাংস খেয়ে ফেল! ২২ বস্তুতপক্ষে যেদিন আমি
তোমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলাম ও তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম,
সেসময়ে আহুতি বা যজ্ঞ সম্বন্ধে তাদের আজ্ঞা দিয়েছিলাম, এমন নয়; ২৩ বরং তাদের জন্য যে
আজ্ঞা জারি করেছিলাম, তা ছিল এ: আমার প্রতি বাধ্য হও, তবেই আমি হব তোমাদের আপন
পরমেশ্বর ও তোমরা হবে আমার আপন জনগণ; আর আমি যে সমস্ত পথে চলবার আজ্ঞা দিলাম,
সেই সমস্ত পথেই চল, যেন তোমাদের মঙ্গল হয়। ২৪ কিন্তু তারা শুনল না, কান দিল না, বরং
তাদের নিজেদের ধূর্ত হৃদয়ের জেদ অনুসারেই এগিয়ে চলল—কিন্তু আসলে এগিয়ে না চলে পিছেই
পড়ে গেল! ২৫ যেদিন তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মিশর দেশ থেকে বের হয়ে এসেছিল, সেদিন থেকে
আজ পর্যন্ত আমি তৎপর হয়েই দিনের পর দিন আমার সকল দাস সেই নবীদের তোমাদের কাছে
প্রেরণ করে আসছি। ২৬ তবু লোকেরা আমার বাণী শোনেনি, কান দেয়নি, বরং তাদের মন কঠিন
করল, তারা তাদের পিতৃপুরুষদের চেয়েও বেশি ধূর্ত হল।

২৭ তাই তুমি তাদের এই সকল কথা বলবে, কিন্তু তারা তোমাকে শুনবে না; তুমি তাদের
ডাকবে, কিন্তু তারা তোমাকে উত্তর দেবে না। ২৮ তখন তুমি তাদের বলবে: এ সেই জাতি, যে তার
আপন পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয় না, সংশোধনের কথাও গ্রাহ্য করে না। সত্য লোপ পেয়েছে,
এদের মুখ থেকে তা মিলিয়ে গেছে!

বিকৃত ধর্মোপাসনার তিক্ত ফল

২৯ তোমার নাজিরিত্বের চুল কেটে দূরে ফেলে দাও, গাছশূন্য পাহাড়পর্বতের উপরে উঠে
বিলাপগান ধর, কেননা প্রভু তাঁর ক্রোধের পাত্র এই বংশকে অগ্রাহ্য করেছেন, পরিত্যাগ করেছেন।
৩০ কারণ আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, যুদার সন্তানেরা তেমন কাজই করেছে, প্রভুর উক্তি। এই যে গৃহ
আমার আপন নাম বহন করে, তা কলুষিত করার জন্য তারা তার মধ্যে তাদের ঘৃণ্য বস্তুগুলি দাঁড়
করিয়েছে। ৩১ তারা তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের আগুনে পোড়াবার জন্য বেন্-হিন্নোম

উপত্যকায় তোফেতের সমাধিস্তূপ গেঁথে তুলেছে—এ এমন কিছু, যা আমি আজ্ঞা করিনি, কখনও কল্পনাও করিনি!

৩২ এজন্য দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন ওই স্থান আর তোফেৎ কিংবা
বেন্-হিন্নোম উপত্যকা নামে অভিহিত হবে না, কিন্তু মহাসংহার-উপত্যকা বলে অভিহিত হবে,
কারণ জায়গার অভাবে লোকেরা ওই তোফেতেই কবর দেবে। ৩৩ এই জনগণের মৃতদেহ আকাশের
পাখিদের ও বন্যজন্তুদের খাদ্য হবে, আর সেগুলোকে তাড়িয়ে দেবে এমন কেউই থাকবে না। ৩৪
তখন আমি যুদার শহরে শহরে ও যেরুসালেমের রাস্তা-ঘাটে ফুর্তির সুর ও আনন্দের সুর, ও বরের
কণ্ঠ ও কনের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেব, কেননা দেশটি উৎসন্নস্থান হয়ে পড়বে।'

৮ 'সেসময়—প্রভুর উক্তি—যুদার রাজাদের হাড়, তাদের নেতাদের হাড়, যাজকদের হাড়, নবীদের
হাড় ও যেরুসালেম-বাসীদের হাড় তাদের কবর থেকে বের করে দেওয়া হবে; ২ আর সেই সকল
হাড় ছড়িয়ে দেওয়া হবে সেই সূর্য, চন্দ্র ও সমস্ত আকাশের তারকা-বাহিনীর সামনে, যেগুলিকে তারা
ভক্তি ও সেবা করল, যেগুলির অনুগামী হল, যেগুলির অভিমত অনুসন্ধান করল ও যেগুলির উদ্দেশে
প্রণিপাত করল। সেই হাড়গুলিকে আর জড় করা হবে না, আবার কবরে আর দেওয়া হবে না, কিন্তু
পড়ে থাকবে মাটির উপরে সারের মত। ৩ তখন এই ধূর্ত বংশের যত লোক বাকি থাকবে,—যে
সকল জায়গায় আমি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছি, সেই সকল জায়গায় তারা জীবনের চেয়ে মৃত্যুই
বাঞ্ছনীয় মনে করবে।' সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।

অপকর্ম সাধনে রত ইস্রায়েল

৪ তুমি তাদের আরও বলবে: 'প্রভু একথা বলছেন:
মানুষ পড়লে সে কি আর ওঠে না?
বিপথে গেলে মানুষ কি আর ফিরে আসে না?
৫ তবে এই জাতি কেন যেরুসালেমে শুধু বিদ্রোহ করে থাকে?
তারা ধূর্ততাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে,
ফিরে আসতে অস্বীকার করে।
৬ আমি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম,
কিন্তু তারা উচিত কথা বলে না।
নিজের শঠতার জন্য অনুতাপ করে কেউ বলে না:
হায়, আমি কী করলাম!
যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এমন ঘোড়ার মত
তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মগতিতে ফিরে যায়।
৭ আকাশে হাড়গিলেও তার নিজের সময় জানে,
এবং ঘুঘু, তালচোঁচ ও বক নিজ নিজ আগমনের কাল পালন করে,
কিন্তু আমার জনগণ প্রভুর নিয়ম জানে না।'

যাজকদের হাতে বিধান কীবা না হয়েছে!

৮ তোমরা কেমন করে বলতে পার:

‘আমরা প্রজ্ঞাবান,
প্রভুর বিধান আমাদের সঙ্গে আছে?’
দেখ, শাস্ত্রীদের সেই মিথ্যা-লেখনী
বিধানকে কেমন মিথ্যাই করে ফেলেছে।
৯ প্রজ্ঞাবান যত মানুষ লজ্জিত হবে,
দিশেহারা হবে, ফাঁদে ধরা পড়বে।
দেখ, তারা প্রভুর বাণী অগ্রাহ্য করেছে,
তবে তাদের প্রজ্ঞা কী ধরনের?

যাজক ও নবীদের নির্বুদ্ধিতা

১০ অতএব আমি তাদের স্ত্রীদের অন্য লোকদের দেব,
তাদের জমি নতুন মালিকদের দেব,
কেননা ছোটজন থেকে বড়জন পর্যন্ত
সকলেই লোভী ও কুটিল;
নবী থেকে যাজক পর্যন্ত
সকলেই ছলনায় রত।
১১ তারা আমার জাতি-কন্যার ক্ষতের যত্ন নেয় বটে,
কিন্তু ভাসা ভাসাই সেই যত্ন;
হ্যাঁ, তারা ‘শান্তি শান্তি’ বলে, কিন্তু শান্তি নেই।
১২ তারা তেমন জঘন্য কাজ করে কি লজ্জাবোধ করে?
না, আদৌ লজ্জাবোধ করে না,
লজ্জায় লাল হতেও জানে না।
এজন্য পতিতদের মধ্যে তাদেরও পতন হবে,
শাস্তির ক্ষণে তাদের লুটিয়ে দেওয়া হবে। প্রভুর উক্তি।

যুদার প্রতি হুমকি

১৩ আমি তাদের নিঃশেষেই নিশ্চিহ্ন করব—প্রভুর উক্তি:
আঙুরলতায় আর থাকবে না আঙুরফল,
ডুমুরগাছেও আর থাকবে না ডুমুরফল,
কেবল জীর্ণ পাতাই থাকবে;
আমি এমন এক জাতিকে যুগিয়েছি, যারা তাদের পদদলিত করবে!
১৪ আমরা কেন বসে থাকি?
জড় হও; এসো, আমরা সুরক্ষিত নগরগুলিতে প্রবেশ করে
সেখানে নিস্তব্ধ হয়ে থাকি,
কারণ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুই আমাদের স্তব্ধ করে দিচ্ছেন।
তিনি তো বিষাক্ত জল আমাদের পান করাচ্ছেন,

আমরা যে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি!
[১৫] আমরা শান্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু মঙ্গল হল না;
নিরাময়-ক্ষণের প্রত্যাশায় ছিলাম, কিন্তু দেখ, সন্ত্রাসই উপস্থিত।
[১৬] দান থেকে তার ঘোড়াদের হাঁপানি শোনা যাচ্ছে,
তার দ্রুতগামী ঘোড়াদের ডাকের শব্দে সমস্ত দেশ কাঁপছে;
তারা দেশ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে,
শহর ও তার অধিবাসীদের গ্রাস করতে আসছে।
[১৭] দেখ, আমি তোমাদের মাঝে পাঠাচ্ছি এমন বিষাক্ত সাপের দল,
যেগুলো কোন জাদু মানবে না; সেগুলো তোমাদের কামড়াবে।
প্রভুর উক্তি।

নবীর বিলাপ

[১৮] হায়, আমার দুঃখের প্রতিকার নেই!
আমার হৃদয় মূর্ছা যায়!
[১৯] এই যে, দূরদূরান্তর এক বিস্তীর্ণ দেশ থেকে
আমার জাতি-কন্যার চিৎকার ধ্বনিত হচ্ছে;
প্রভু কি সিয়োনে আর নেই?
তার রাজা কি তার মধ্যে আর নেই?
তারা কেন তাদের দেবমূর্তি দ্বারা,
ও বিজাতীয় অসার বস্তুগুলো দ্বারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে?
[২০] শস্য কাটার সময় গেল, ফলসংগ্রহের কাল শেষ হল,
কিন্তু আমরা পরিত্রাণ পাইনি।
[২১] আমার জাতি-কন্যার ক্ষতের জন্য আমি নিজেই বিক্ষত,
আমি সম্পূর্ণ দিশেহারা, সন্ত্রাসগ্রস্ত।
[২২] গিলেয়াদে কি আর মলম নেই?
সেখানে আর কোন চিকিৎসক নেই?
আমার জাতি-কন্যার ক্ষত কেন নিরাময় হয় না?
[২৩] হায়, কে আমার মাথা জলের উৎস করবে?
কে আমার চোখ অশ্রুজলের ঝরনা করবে,
যেন আমার জাতি-কন্যার নিহতদের জন্য
আমি দিনরাত অঝোরে চোখের জল ফেলতে পারি?

যুদার নৈতিক দুরাচার

৯ হায়, মরুপ্রান্তরে কে আমাকে রাত্রিযাপনের জন্য আশ্রয় দেবে?
তাহলে আমি আমার স্বজাতিকে ছেড়ে দূরে চলেই যেতাম,
তারা সকলেই যে ব্যভিচারী, সকলেই যে বিশ্বাসঘাতকের দল!

২ তারা জিহ্বা বাঁকায় ধনুকের মত,
দেশ জুড়ে সত্য নয়, মিথ্যাই বিজয়ী।
তারা অপকর্ম থেকে অপকর্মের মধ্যে পা বাড়ায়,
কিন্তু আমাকে জানে না—প্রভুর উক্তি।
৩ প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্ধুর বিষয়ে সাবধান থাকুক!
কোন ভাইয়ের উপর ভরসা রেখো না,
কারণ প্রত্যেক ভাই যাকোবের মত প্রবঞ্চনাকারী,
প্রত্যেক বন্ধু পরনিন্দা করে বেড়ায়।
৪ বন্ধু বন্ধুর প্রতি ছলনা খাটায়,
কেউই সত্যকথা বলে না।
তারা তাদের জিহ্বাকে মিথ্যাকথা বলতে দক্ষ করেছে,
যত কষ্ট স্বীকার করে অপকর্ম করে চলে।
৫ তোমার জীবন ছলনার মধ্যে যাপিত জীবন;
তাদের ছলনায় তারা আমাকে জানতে অসম্মত—প্রভুর উক্তি।
৬ এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, আমি তাদের নিখাদ করব, তাদের যাচাই করব;
অপকর্মের সামনে আমি আমার জাতি-কন্যার প্রতি কেমন ব্যবহার করব?
৭ তাদের জিহ্বা মারাত্মক তীর,
তাদের মুখের কথা সবই ছলনা।
প্রত্যেকে প্রতিবেশীকে শান্তির কথা শোনায়,
কিন্তু মনে মনে তার জন্য ফাঁদ পাতে।
৮ তেমন কর্মের জন্য আমি কি তাদের প্রতিফল দেব না?
—প্রভুর উক্তি—
আমার প্রাণ কি তেমন জাতির উপর প্রতিশোধ নেবে না?

সিয়োনে কান্না ও হাহাকার

৯ আমি পাহাড়পর্বতের জন্য কান্না ও হাহাকার করব,
প্রান্তরের চারণভূমির জন্য বিলাপ করব,
কারণ সেগুলো দগ্ধ, সেখান দিয়ে আর কেউই যায় না,
গবাদি পশুর সুরও আর শোনা যায় না।
আকাশের পাখি ও পশু—
সবই পালিয়ে গেছে, সবই চলে গেছে।
১০ 'আমি যেরুসালেমকে ধ্বংসস্তূপ করব,
তাকে শিয়ালের আস্তানা করব;
যুদার শহরগুলিকে অধিবাসীবিহীন ধ্বংসস্থান করব।'

[১১] এসব কিছু বুঝতে পারে, এমন প্রজ্ঞাবান কে?
প্রভুর নিজের মুখ থেকে বাণী শুনে তা প্রচার করতে পারে,
এমন মানুষ কে?
কেন দেশ বিধ্বস্ত?
কেন পথিকবিহীন প্রান্তরের মত উৎসন্ন?

[১২] প্রভু একথা বলছেন: 'কারণটা এ: তারা আমার সেই নির্দেশবাণী ত্যাগ করেছে, যা আমি তাদের সামনে রেখেছিলাম; তারা আমার বাণীতে কান দেয়নি, তার অনুসরণও করেনি, [১৩] বরং নিজ নিজ হৃদয়ের জেদের ও বায়াল-দেবদের অনুগামী হয়েছে, যাদের কথা তাদের পিতৃপুরুষেরা তাদের শিখিয়েছিল।' [১৪] এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: 'দেখ, আমি এই জনগণকে নাগদানা খাওয়াব, বিষযুক্ত জল পান করাব; [১৫] তারা ও তাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের জানেনি, এমন বিজাতীয়দের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করব, এবং তাদের পিছু পিছু খড়্গ প্রেরণ করব, যতদিন না তাদের নিশ্চিহ্ন করি।'

[১৬] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
বিলাপকারিণীর দল ডাকতে তৈরী হও! আসুক তারা!
যারা সুদক্ষ, তাদেরই ডেকে আন! ছুটে আসুক তারা!
[১৭] শীঘ্রই এসে আমাদের উপর বিলাপগান ধরুক।
আমাদের চোখ অশ্রুজলে ভেসে যাক,
আমাদের চোখের পাতা বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতে থাকুক।
[১৮] কারণ সিয়োন থেকে এই বিলাপের সুর ধ্বনিত হচ্ছে:
'হায়, আমাদের কেমন বিনাশ,
হায়, আমাদের কেমন নিদারুণ লজ্জা,
আমরা যে দেশছাড়া হতে বাধ্য,
শত্রু যে আমাদের আবাসগুলো ভূমিসাৎ করল!'
[১৯] তাই, হে স্ত্রীলোকসকল, প্রভুর বাণী শোন;
তোমাদের কান তাঁর মুখের বাণী গ্রহণ করুক।
তোমাদের কন্যাদের শেখাও হাহাকার করতে,
একে অপরকে শেখাও বিলাপগান:
[২০] 'মৃত্যু আমাদের জানালায় উঠল,
আমাদের প্রাসাদে প্রবেশ করল,
রাস্তা-ঘাটে বালকদের উচ্ছেদ,
শহরের খোলা জায়গায় যুবকদের নিপাত।
[২১] তুমি কথা বল! এই যে প্রভুর উক্তি:
মানুষদের শব মাঠে সারের মত ফেলানো রয়েছে,
তাদের লাশ শস্যকাটিয়ের পিছনে পড়ে থাকা আটির মত,

তাদের সংগ্রহ করবে এমন কেউ নেই।'

প্রকৃত প্রজ্ঞা

[২২] প্রভু একথা বলছেন: 'প্রজ্ঞাবান নিজের প্রজ্ঞায় গর্ব না করুক,
বলবান তার বলে গর্ব না করুক,
ধনবান তার ধনে গর্ব না করুক।
[২৩] কিন্তু যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে এতে গর্ব করুক যে,
তার সুবুদ্ধি আছে ও সে আমাকে জানে,
কেননা আমি প্রভু,
যিনি কৃপা, ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুসারে পৃথিবীতে কাজ করেন;
হ্যাঁ, এতেই আমি প্রীত!'
প্রভুর উক্তি।

দৈহিক পরিচ্ছেদন যথেষ্ট নয়!

[২৪] 'দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন সেই পরিচ্ছেদিতদের শাস্তি দেব যারা কেবল দেহেই অপরিচ্ছেদিত: [২৫] আমি মিশর, যুদা, এদোম, আম্মোনীয়দের, মোয়াবীয়দের, ও কেশকোণ মুণ্ডিত সেই প্রান্তরবাসীদের সকলকেই শাস্তি দেব, কেননা এই সকল জাতি ও গোটা ইস্রায়েলকুল হৃদয়ে অপরিচ্ছেদিত।'

দেবমূর্তি ও প্রকৃত ঈশ্বর

১০ হে ইস্রায়েলকুল,
প্রভু তোমাদের উদ্দেশ করে যে কথা বলছেন, তা শোন।
[২] প্রভু একথা বলছেন:
'তোমরা জাতিগুলির ব্যবহার আপন করে নিয়ো না,
আকাশের নানা লক্ষণ-চিহ্নে ভয় পেয়ো না,
বাস্তবিক বিজাতীয়রাই সেগুলিতে ভয় পায়।
[৩] কেননা জাতিগুলির বিধিনিয়ম অসার,
তা কেবল বনে কাটা কাঠের মত,
যা তারই হাতের কাজ, যে কাটালি দিয়ে কাজ করে।
[৪] তা রুপো ও সোনায় অলঙ্কৃত,
আবার হাতুড়ি দিয়ে পেরেক মেরে তা শক্ত করা হয়,
যেন না নড়ে।
[৫] সেই সকল মূর্তি তরমুজখেতে কাকতাড়ুয়া-মাত্র:
সেগুলি কথা বলতে পারে না,
সেগুলিকে বইতেই হয়, যেহেতু নিজেরাই চলতে পারে না।
তোমরা সেগুলিতে ভয় পেয়ো না,

কারণ সেগুলি কোন অমঙ্গল ঘটাতে পারে না,
মঙ্গলও ঘটাতে অক্ষম।'
[৬] প্রভু, তোমার মত কেউই নেই;
তুমি মহান,
তোমার নামের পরাক্রমও মহান।
[৭] হে সর্বদেশের রাজা, কে তোমাকে ভয় করবে না?
তা তোমার প্রাপ্য,
কেননা দেশগুলোর সমস্ত প্রজ্ঞাবান লোকের মধ্যে,
তাদের সকল রাজ্যের মধ্যে তোমার মত কেউ নেই।
[৮] তারা একাধারে নির্বোধ ও জেদি;
তাদের ধর্মতত্ত্ব অসার, কাঠমাত্র।
[৯] সেগুলো তার্সিস থেকে আনা রুপোর পাতমাত্র,
ওফির থেকে আনা সোনামাত্র,
কারুশিল্পীর তৈরী ও স্বর্ণকারের হাতের কাজমাত্র,
নীল ও বেগুনি সেগুলির পোশাক,
সেইসব নিপুণ শিল্পীদের কাজ।
[১০] কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর যিনি, তিনি সত্য!
তিনিই জীবনময় পরমেশ্বর ও সনাতন রাজা;
তাঁর ক্রোধে পৃথিবী কম্পিত হয়,
তাঁর কোপে জাতিগুলি দাঁড়াতে পারে না।

[১১] তোমরা ওদের একথা বলবে: 'যে দেবতারা আকাশ ও পৃথিবী গড়েনি, তারা পৃথিবী থেকে ও আকাশের নিচ থেকে নিশ্চিহ্ন হবে।'

[১২] প্রতাপবলে তিনি পৃথিবী গড়েছেন,
তাঁর প্রজ্ঞাবলে জগৎ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছেন,
তাঁর সুবুদ্ধিবলে আকাশ বিস্তৃত করেছেন।
[১৩] তিনি বজ্রনাদ করলে আকাশে জলরাশি গর্জন করে;
তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে মেঘমালা উঠিয়ে আনেন;
তিনি বৃষ্টির জন্য বিদ্যুৎ গড়েন,
তার ভাণ্ডার থেকে বের করে আনেন বাতাস।
[১৪] তাতে প্রতিটি মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়ে, আর কিছুই বোঝে না,
প্রতিটি স্বর্ণকার নিজ নিজ মূর্তিগুলির জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ে,
কারণ তার ছাঁচে ঢালাই করা বস্তু মিথ্যামাত্র,
সেগুলোতে প্রাণবায়ু নেই।
[১৫] সেইসব কিছু অসার, তাচ্ছিল্যের বস্তু;

সেগুলির শাস্তির দিনে সেগুলি লোপ পাবে।
[১৬] যিনি যাকোবের উত্তরাধিকার, তিনি তেমন নন,
কারণ তিনি সমস্ত বস্তুর নির্মাতা,
সেই ইস্রায়েলেরও নির্মাতা, যা তাঁর উত্তরাধিকারের গোষ্ঠী;
সেনাবাহিনীর প্রভু, এ-ই তাঁর নাম!

প্রভু-অন্বেষা না থাকলে সবই বৃথা

[১৭] হে অবরুদ্ধা,
তোমার দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য তোমার দ্রব্য-সামগ্রী জড় কর,
[১৮] কেননা প্রভু একথা বলছেন:
'দেখ, আমি এবার দেশের অধিবাসীদের দূরেই ছুড়ব;
তাদের এমন সঙ্কটাপন্ন করব, যেন তারা আমাকে পেতে পারে।'
[১৯] আমাকে ধিক্! আমার কেমন ক্ষত!
আমার ঘা প্রতিকারের অতীত।
অথচ আমি ভেবেছিলাম:
'এ এমন ব্যথা, যা সহ্য করতে পারি।'
[২০] আমার তাঁবু বিধ্বস্ত,
আমার সকল দড়ি ছেঁড়া,
আমার সন্তানেরা আমাকে ছেড়ে চলে গেল, তারা আর নেই।
আমার তাঁবু আবার গাড়বে
ও আমার পরদাগুলি বিস্তৃত করবে এমন একজনও নেই।
[২১] পালকেরা বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছে,
তারা প্রভুর অন্বেষণ করেনি;
এজন্য তাদের সমৃদ্ধি হয়নি,
তাদের সমস্ত পালও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।
[২২] এমন কোলাহলের সুর শোনা যাচ্ছে, যা এগিয়ে আসছে!
উত্তরদিক থেকে বড় কলরব আসছে;
তা যুদার শহরগুলি উৎসন্ন করবে,
সেগুলিকে করবে শিয়ালদের বাসস্থান।
[২৩] প্রভু, আমি জানি, মানুষের গতিপথ তার বশে নয়,
যে হেঁটে চলে, নিজের পদক্ষেপ চালিত করাও তার বশে নয়।
[২৪] প্রভু, আমাকে সংশোধন কর—কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ভাবে,
ক্রুদ্ধ হয়ে নয়,
পাছে তুমি আমাকে টলমান কর।
[২৫] তোমার কোপ সেই বিজাতীয়দের উপরেই ঢেলে দাও,

যারা তোমাকে জানে না,
সেই সমস্ত মানবগোষ্ঠীর উপরেও,
যারা করে না তোমার নাম;
কারণ তারা যাকোবকে গ্রাস করেছে,
গ্রাস ক'রে তাকে নিঃশেষ করেছে,
ও ধ্বংস করেছে তার বাসস্থান।

সন্ধির প্রতি অবিশ্বস্ততাজনিত শাস্তি

১১ প্রভুর কাছ থেকে যে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ: ২ 'তুমি এই সন্ধির বাণী
শোন, এবং যুদার লোকদের ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের কাছে তা প্রচার কর। ৩ তুমি তাদের
বলবে: প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে এই সন্ধির বাণীতে
কান দেয় না— ৪ সেই যে সন্ধির বাণী, মিশর দেশ থেকে, লোহা ঢালবার সেই হাপর থেকে
তোমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনবার দিনে আমি এই বলে তাদের জন্য আজ্ঞা করেছিলাম:
তোমরা আমার প্রতি বাধ্য হও, এবং আমি যে সকল আজ্ঞা তোমাদের দিই, তা পালন কর, তবেই
তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর, ৫ যাতে তোমাদের
পিতৃপুরুষদের কাছে দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশ দেব বলে যে শপথ করেছিলাম—তোমরা আজ যে
দেশ অধিকার করে আছ!—আমি সেই শপথের সিদ্ধি ঘটাই।' আমি উত্তরে বললাম, 'আমেন,
প্রভু!'

৬ পরে প্রভু আমাকে আরও বললেন, 'তুমি যুদার শহরে শহরে ও যেরুসালেমের রাস্তায় রাস্তায়
এই সমস্ত বাণী প্রচার কর; বল: তোমরা এই সন্ধির বাণীতে কান দিয়ে তা পালন কর! ৭ কেননা
যেসময় আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে এখানে এনেছিলাম, সেসময় থেকে আজ
পর্যন্ত তাদের বারবার সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়ে দিনের পর দিন তৎপরতার সঙ্গে এই আবেদন
জানালাম: আমার প্রতি বাধ্য হও! ৮ কিন্তু তারা শুনল না, কান দিল না, বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ
ধূর্ত হৃদয়ের জেদ অনুসারেই চলল। ফলে আমি এই সন্ধির সমস্ত বাণী তাদের উপরে নামিয়ে
আনলাম, সেই যে সন্ধি আমি তাদের পালন করতে আজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু তারা পালন করেনি।'

৯ প্রভু আমাকে বললেন, 'যুদার লোকদের মধ্যে ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের মধ্যে চক্রান্ত
চলছে; ১০ তারা তাদের সেই পিতৃপুরুষদের শঠতার দিকে ফিরেছে, যারা আমার কথায় কান দিতে
অস্বীকার করেছিল; এরাও অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য তেমন দেবতাদের পিছনে গিয়েছে:
ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুল আমার সেই সন্ধি ভঙ্গ করেছে, যা আমি তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে
করেছিলাম। ১১ অতএব প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তাদের উপর এমন অমঙ্গল নামিয়ে
আনব, যা থেকে তারা রেহাই পেতে পারবে না; তখন তারা আমার কাছে হাহাকার করবে, কিন্তু
আমি তাদের কথা শুনব না। ১২ তখন যুদার শহরগুলি ও যেরুসালেম-অধিবাসীরা যে দেবতাদের
উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়ে থাকে, তাদের কাছে গিয়ে হাহাকার করবে, কিন্তু সেগুলো অমঙ্গলের সময়ে
তাদের কোনমতে ত্রাণ করতে পারবে না।

১৩ বস্তুত হে যুদা, তোমার যত শহর তত দেবতা; এবং যেরুসালেমের যত রাস্তা, তোমরা সেই

লজ্জার বস্তুর জন্য তত বেদি, বায়ালের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার জন্য তত বেদি দাঁড় করিয়েছ।

[১৪] আর তুমি এই জনগণের হয়ে যাচনা করো না, এদের হয়ে মিনতি বা প্রার্থনা নিবেদন করো
না, কেননা এরা অমঙ্গলের চাপে যখন আমাকে ডাকবে, তখন আমি এদের কথা শুনব না।'

মন্দিরে যাওয়া যথেষ্ট নয়!

[১৫] আমার গৃহে আমার প্রিয়ার কী কাজ?
তার আচরণ তো কুটিলতায় পরিপূর্ণ।
মানত ও পবিত্রীকৃত মাংস কি তোমা থেকে অমঙ্গল দূর করবে?
এইভাবে কি তুমি তা এড়াতে পারবে?
[১৬] 'ফলশোভায় মনোহর সবুজ জলপাইগাছ',
প্রভু তোমাকে এই নাম দিয়েছিলেন।
কিন্তু তিনি মহা ঝড়ের গর্জনে
তাতে আগুন ধরিয়েছেন,
তাই তার শাখাগুলি ভেঙে পড়ল।

[১৭] সেনাবাহিনীর প্রভু, যিনি তোমাকে পুঁতেছিলেন, তিনি তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গলের কথা জারি করেছেন, কারণ ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুল অপকর্ম সাধন করেছে; তারা বায়ালের কাছে ধূপ জ্বালিয়ে আমাকে ক্ষুব্ধ করেছে।

আপনজনদের দ্বারা নির্যাতিত যেরেমিয়া

[১৮] প্রভু আমাকে ব্যাপারটা জানালে আমি তা জানতে পারলাম; তখন তুমি তাদের যত ষড়যন্ত্র আমাকে আবিষ্কার করতে দিলে। [১৯] আমি ছিলাম তেমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; জানতাম না যে, তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল: 'এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি, যেন এর নাম আর কারও মনে না থাকে।'

[২০] কিন্তু তুমি, হে সেনাবাহিনীর প্রভু, তুমি তো ন্যায়বিচার করে থাক;
তুমি তো মানুষের অন্তর ও প্রাণ যাচাই করে থাক।
আমি যেন দেখতে পাই তাদের উপর তোমার প্রতিশোধ!
কারণ আমি তোমারই হাতে তুলে দিয়েছি আমার পক্ষ সমর্থনের ভার।

[২১] এজন্য, আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আনাথোতের যে লোকেরা বলে, 'প্রভুর নামে বাণী দিয়ো না, দিলে আমাদের হাতে মারা পড়বে,' [২২] সেই লোকদের বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, 'দেখ, আমি তাদের প্রতিফল দিতে যাচ্ছি; তাদের যুবকেরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, তাদের ছেলেমেয়েরা ক্ষুধায় মরবে। [২৩] তাদের কেউই রেহাই পাবে না, কারণ তাদের প্রতিফল-বর্ষে আমি আনাথোতের লোকদের বিরুদ্ধে অমঙ্গল ডেকে আনব।'

১২ প্রভু, তুমি ধর্মময়; আমি কে যে তোমার সঙ্গে তর্ক করব!
তবু আমার ইচ্ছা আছে,

ন্যায় সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার মনের কথা বলব।
দুর্জনদের পথ কেন সমৃদ্ধ?
সকল বিশ্বাসঘাতক কেন শান্তি ভোগ করছে?

[২] তুমি তাদের রোপণ করেছ; তারা শিকড় গাড়ল,
এখন গজে উঠে ফলবান হচ্ছে;
তুমি তাদের মুখের নিকটবর্তী,
কিন্তু তাদের অন্তরের দূরবর্তী।
[৩] কিন্তু তুমি, প্রভু, তুমি তো আমাকে জান, আমাকে দেখ;
তুমি তো যাচাই করে দেখ যে, আমার হৃদয় তোমারই সঙ্গে।
জবাইখানার জন্য মেষের মত ওদের জোর করে নিয়ে যাও,
হত্যাকাণ্ডের দিনের জন্য ওদের আলাদা রাখ।

[৪] আর কত দিন দেশ শোক করবে ও মাঠের সমস্ত ঘাস শুকিয়ে যাবে?
দেশনিবাসীদের অপকর্মের ফলে পশু ও পাখির বিনাশ ঘটছে,
কারণ ওরা নাকি বলে: 'তিনি আমাদের শেষ দশা দেখেন না!'

[৫] 'পদাতিকদের সঙ্গে দৌড় দিলে তোমার যদি ক্লান্তি লাগে,
তবে রণ-অশ্বগুলির সঙ্গে কেমন করে পেরে উঠবে?
শান্তির দেশে তুমি তো ভরসা ভরেই থাক বটে,
কিন্তু যর্দনের অরণ্যে কী করবে?

[৬] কেননা তোমার ভাইয়েরা ও তোমার পিতৃকুল, তারাও তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে; তারা নিজেরাও জোর গলায় চিৎকার করতে করতে তোমার পিছনে ধাওয়া করবে। তারা যখন তোমাকে ভাল ভাল কথা শোনায়, তখন তুমি তাদের উপরে আস্থা রেখো না।'

প্রভু আপন উত্তরাধিকারের উপর অসন্তুষ্ট

[৭] 'আমি আমার আপন বাড়ি ত্যাগ করেছি,
ছেড়ে দিয়েছি আমার আপন উত্তরাধিকার;
যা কিছু ভালবাসতাম—তা সবই তুলে দিয়েছি শত্রুর হাতে।
[৮] আমার উত্তরাধিকার আমার পক্ষে হয়ে উঠেছে অরণ্যে সিংহের মত;
সে আমার বিরুদ্ধে গর্জন করল,
তাই আমি তাকে ঘৃণা করতে লাগলাম।
[৯] আমার উত্তরাধিকার আমার পক্ষে কি চিত্রাঙ্গ শকুনের মত হল যে,
শিকারী পাখি সবদিক দিয়ে তা আক্রমণ করছে?
হে সকল বন্যজন্তু, এসো, জড় হও,
গ্রাস করতে এসো!
[১০] বহু রাখাল আমার আঙুরখেত নষ্ট করে ফেলেছে,

আমার জমি মাড়িয়ে দিয়েছে;
আমার প্রিয়তম জমিটুকু বিধ্বস্ত প্রান্তর করেছে,
[১১] তারা তা ধ্বংসস্থান করেছে;
সেই বিধ্বস্ত অবস্থায় তা আমার কাছে বিলাপ করছে।
সমগ্র দেশই বিধ্বস্ত;
কিন্তু কারও চিন্তা নেই।
[১২] প্রান্তরের যত গাছশূন্য পর্বতের উপরে বিনাশকেরা দলে দলে আসছে,
কারণ প্রভুর এমন খড়্গ আছে,
যা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সবই গ্রাস করছে;
কারও জন্য রেহাই নেই।
[১৩] তারা বুনেছে গম, কিন্তু কেটেছে কাঁটার শস্য,
পরিশ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের শ্রম বৃথা;
প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধের কারণে
তারা নিজেদের ফসল সম্বন্ধে হতাশ।'

পার্শ্ববর্তী জাতিগুলোও বিচার ও পরিত্রাণের পাত্র হবে

[১৪] প্রভু একথা বলছেন: 'আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে যে উত্তরাধিকার মঞ্জুর করেছি, যারা তা স্পর্শ করেছে, আমার সেই ধূর্ত প্রতিবেশীকে আমি তাদের দেশ থেকে উৎপাটন করব, এবং তাদের মধ্য থেকে যুদাকুলকেও উৎপাটন করব। [১৫] আর তাদের উৎপাটন করার পর আমি তাদের প্রতি আবার আমার স্নেহ দেখাব, তাদের প্রত্যেকজনকে নিজ নিজ উত্তরাধিকারে ও দেশে ফিরিয়ে আনব। [১৬] তারা যদি সযত্নেই আমার জনগণের পথ শেখে, এবং যেমন বায়ালের দিব্যি দিয়ে শপথ করতে আমার জনগণকে শেখাত, তেমনি "জীবনময় প্রভুর দিব্যি" বলে আমার নামে শপথ করে, তবে তারাও আমার জনগণের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। [১৭] কিন্তু তারা যদি কথা না শোনে, তবে আমি সেই জাতিকে সম্পূর্ণরূপেই উৎপাটন করব, আর তারা মারা পড়বে।' প্রভুর উক্তি।

কোমর-বন্ধনীর চিহ্ন

১৩ প্রভু আমাকে একথা বললেন: 'যাও, ক্ষোম-সুতোর একটা বন্ধনী কিনে তা কোমরে বেঁধে নাও; কিন্তু তা জলে ডোবাবে না।' [২] তাই আমি প্রভুর বাণীমত একটা বন্ধনী কিনে তা আমার কোমরে বাঁধলাম। [৩] পরে, দ্বিতীয়বারের মত, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৪] 'তুমি যে বন্ধনী কিনে কোমরে বেঁধেছ, ওঠ, তা নিয়ে ইউফ্রেটিস নদীর ধারে গিয়ে সেখানকার পাথরের কোন ফাটলে লুকিয়ে রাখ।' [৫] তাই আমি প্রভুর আজ্ঞামত গিয়ে ইউফ্রেটিস নদীর ধারে তা লুকিয়ে রাখলাম। [৬] পরে, বহুদিন অতিবাহিত হলে পর, প্রভু আমাকে বললেন, 'ওঠ, ইউফ্রেটিসের ধারে যাও, এবং আমার আজ্ঞামত সেখানে যে বন্ধনী লুকিয়ে রেখেছ, তা সেখান থেকে তুলে নাও।' [৭] তাই আমি ইউফ্রেটিসের ধারে গেলাম, খোঁজ করলাম, এবং যেখানে বন্ধনীটা লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেখান থেকে তা তুলে নিলাম; আর দেখ, বন্ধনীটা নষ্ট হয়েছে, একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে।

[৮] তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৯] 'প্রভু একথা বলছেন: এইভাবে

আমি যুদার দর্প ও যেরুসালেমের মহাদর্প নষ্ট করে দেব। ১০ এই যে ধূর্ত জনগণ আমার কথা
শুনতে অস্বীকার করে, তাদের হৃদয়ের জেদ অনুসারে চলে, ও অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য
ও তাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করার জন্য তাদের অনুগামী হয়, তারা এই বন্ধনীর মত হবে, যা
একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে। ১১ কেননা মানুষের কোমরে যেমন বন্ধনী জড়ানো থাকে, তেমনি
আমি গোটা ইস্রায়েলকুল ও গোটা যুদাকুলকে আমাতে জড়িয়েছিলাম—প্রভুর উক্তি—তারা যেন
আমার সুনাম, আমার প্রশংসা ও আমার সম্মানার্থে আমার আপন জনগণ হয়—কিন্তু তারা কান দিল
না!'

আঙুররসের পাত্রগুলির চিহ্ন

১২ 'তুমি তাদের এই কথাও বলবে: প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: প্রতিটি কলস
আঙুররসে পূর্ণ হওয়া চাই। আর তারা যদি তোমাকে বলে, প্রতিটি কলস আঙুররসে পূর্ণ হওয়া চাই,
তা আমরা কি জানি না? ১৩ তবে তুমি উত্তরে তাদের বলবে, প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি এই
দেশের অধিবাসীদের, অর্থাৎ দাউদের সিংহাসনে আসীন রাজাদের, যাজকদের, নবীদের ও
যেরুসালেম-অধিবাসীদের সকলকেই মত্ততায় পূর্ণ করব। ১৪ পরে আমি তাদের সকলকে একজনকে
আর একজনের বিরুদ্ধে, পিতাদের ও সন্তানদের সকলকেই একসঙ্গে চুরমার করব—প্রভুর উক্তি—
তাদের বিনাশ করায় আমি মমতা দেখাব না, রেহাই দেব না, করুণা দেখাব না।'

শুনবার এই শেষ সুযোগ নাও!

১৫ শোন তোমরা, কান দাও, অহঙ্কার করো না,
কেননা প্রভু কথা বলছেন।
১৬ অন্ধকার আসবার আগে
তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৌরব স্বীকার কর,
নইলে রাত এলে পর্বতমালায় তোমাদের পায়ে হোঁচট লাগবে।
তোমরা আলোর প্রত্যাশায় আছ,
কিন্তু তিনি তা মৃত্যু-ছায়ায় পরিণত করবেন,
ঘোর অন্ধকারে তা রূপান্তরিত করবেন।
১৭ তোমরা যদি না শোন,
আমার প্রাণ তোমাদের দর্পের জন্য নিরালায় কাঁদবে,
এবং আমার চোখ অশ্রুপাত করবে, তা থেকে অশ্রুধারা বইবে,
কেননা প্রভুর পালকে বন্দিদশায় নিয়ে যাওয়া হবে।

অবিশ্বস্ততার শাস্তি

১৮ তোমরা রাজাকে ও মাতারানীকে বল:
'নামো, নিচে বসো,
যেহেতু তোমাদের সেই প্রিয় মুকুট
তোমাদের মাথা থেকে খসে পড়ল!'

[১৯] দক্ষিণ প্রদেশের শহরগুলো এখন রুদ্ধ;
তা খুলে দেবে এমন কেউ নেই।
গোটা যুদাকে দেশছাড়া করা হয়েছে,
তার সকল মানুষকেই দেশছাড়া করা হয়েছে।
[২০] চোখ তুলে ওদের দিকে তাকাও,
যারা উত্তরদিক থেকে আসছে;
তোমার হাতে যে পালকে তুলে দেওয়া হয়েছিল, তা কোথায়,
কোথায় তোমার সেই প্রিয় মেষপাল?
[২১] তোমার নিজের সর্বনাশের জন্য
যাদের তুমি তোমার ঘনিষ্ঠতা ভোগ করতে অভ্যস্ত করেছ,
তারা যখন তোমার উপরে নির্মম কর্তৃত্ব চালাবে,
তখন তুমি কী বলবে?
তখন, প্রসবকালে যেমন স্ত্রীলোক,
তেমনি তুমি কি যন্ত্রণায় আক্রান্ত হবে না?
[২২] আর যদি তুমি মনে মনে বল:
'আমার এমন দশা কেন ঘটছে?'
তবে শোন: তোমার মহা শঠতার কারণেই
ছিঁড়ে নেওয়া হল তোমার পোশাকের অন্ত,
ও তোমাকে মানভ্রষ্টা করা হল।
[২৩] কৃষ্ণাঙ্গ কি নিজের চামড়া,
কিংবা চিতাবাঘ নিজের চিত্রবিচিত্র রেখা বদলি করতে পারে?
তাহলে অপকর্ম অভ্যাস করেছ যে তোমরা,
তোমরা কি সৎকর্ম করতে পারবে?
[২৪] এজন্য আমি প্রান্তরের বাতাসে ওড়া খড়কুটোর মত
এদের উড়িয়ে দেব।
[২৫] এ তোমার নিয়তি,
আমা দ্বারা এ তোমার জন্য নিরূপিত অংশ
—প্রভুর উক্তি—
যেহেতু তুমি আমাকে ভুলে গেছ
ও যা মিথ্যা তাতে ভরসা রেখেছ।
[২৬] আমিও তোমার সায়া তোমার মুখের উপরেই তুলে দেব,
যেন তোমার লজ্জা দেখা যায়:
[২৭] হ্যাঁ, তোমার ব্যভিচার, তোমার হ্রেষা,
তোমার বেশ্যাগিরির কুকর্ম দেখা যাবে।
উপপর্বতগুলির উপরে ও মাঠে মাঠে

আমি তোমার যত ঘৃণ্য কাজ দেখেছি।
ধিক্ তোমায়, যেরুসালেম! তুমি যে আমার অনুসরণ করায় নিজেকে শোধন করতে
অসম্মত।
আর কতদিন এমনটি চলবে?

অনাবৃষ্টি

১৪ অনাবৃষ্টি উপলক্ষে যেরেমিয়ার কাছে প্রভুর বাণী এ:

[২] যুদা শোকপালন করছে,
তার শহরগুলি জীর্ণ,
মলিন অবস্থায় মাটিতে শায়িত,
যেরুসালেমের আর্তনাদ ঊর্ধ্বে উঠছে।
[৩] জনপ্রধানেরা নিজেদের দাসদের পাঠায় জলের খোঁজে,
তারা গিয়ে কুয়োতে কিছুমাত্র জল পায় না,
আর শূন্য পাত্র হাতে করে ফিরে আসে;
নিরাশ ও বিষণ্ন হয়ে
তারা মাথা ঢেকে রাখে।
[৪] দেশে বৃষ্টি না হওয়ায়
ভূমি বিদীর্ণ;
কৃষকেরা নিরাশ হয়ে
মাথা ঢেকে রাখে।
[৫] ঘাস নেই বলে
হরিণীও মাঠে প্রসব ক'রে
শাবকদের ত্যাগ করে যায়।
[৬] বন্য গাধা গাছশূন্য গিরিতে দাঁড়িয়ে
শিয়ালের মত বাতাসের জন্য হাঁপায়;
ঘাস না থাকায়
তাদের চোখ ক্ষীণ হয়ে আসে।

[৭] 'যদিও আমাদের অপরাধ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়,
তবু, প্রভু, তুমি তোমার নামের খাতিরে একটা কিছু কর!
কেননা আমাদের অবিশ্বস্ততা বড়ই অবিশ্বস্ততা,
আমরা তোমার বিরুদ্ধেই করেছি পাপ।
[৮] হে ইস্রায়েলের প্রত্যাশা,
সঙ্কটকালে তার পরিত্রাতা,
কেন তুমি এখন এদেশে প্রবাসীর মত?
কেন এমন পথিকের মত হও, যে কেবল এক রাতের জন্যই থাকে?

৯ কেন হও বিহ্বল মানুষের মত,
ত্রাণ করতে অসমর্থ বীরপুরুষের মত?
অথচ তুমি, প্রভু, আমাদের মাঝে রয়েছ,
আর আমরা তোমারই আপন নাম বহন করি:
আমাদের পরিত্যাগ করো না!'

১০ প্রভু এই জনগণ সম্বন্ধে একথা বলছেন: 'তারা এমনি ঘোরাফেরা করতে ভালবাসে, নিজেদের পা থামাতে পারে না।' এজন্যই প্রভু তাদের বিষয়ে আর প্রসন্ন নন। তিনি এখন তাদের শঠতা স্মরণে রাখবেন, তাদের পাপের জন্য শাস্তি দেবেন।

১১ প্রভু আমাকে বললেন, 'তুমি এই জাতির হয়ে মঙ্গল প্রার্থনা করো না। ১২ তারা উপবাস করলেও আমি তাদের মিনতিতে কান দেব না; আহুতিবলি ও শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করলেও আমি তাতে প্রসন্ন হব না; বরং খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারাই তাদের সংহার করব।' ১৩ তখন আমি বললাম, 'হায়, প্রভু পরমেশ্বর! এই যে, নবীরা তাদের বলছে: তোমরা খড়্গ দেখবে না, দুর্ভিক্ষ তোমাদের স্পর্শ করবে না! আমি বরং এই স্থানে পূর্ণ সমৃদ্ধিই তোমাদের মঞ্জুর করব।' ১৪ প্রভু আমাকে বললেন, 'নবীরা আমার নামে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছে; আমি তাদের পাঠাইনি, তাদের কোন আজ্ঞা দিইনি, তাদের কাছে কোন কথা কখনও বলিনি। তারা তোমাদের কাছে মিথ্যা দর্শন, অসার দৈববাণী ও তাদের নিজেদের মনের মায়া-বাণী প্রচার করে। ১৫ এজন্য যে নবীরা আমার নামে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, তাদের বিষয়ে প্রভু একথা বলছেন: যাদের আমি প্রেরণ করিনি অথচ একথা বলে যে, এদেশে খড়্গ বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে না, সেই নবীরাই খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা বিনষ্ট হবে। ১৬ তারা যাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, সেই লোকদের, দুর্ভিক্ষ ও খড়্গের কারণে, যেরুসালেমের রাস্তায় রাস্তায় ফেলে দেওয়া হবে, এবং তাদের ও তাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাদের কবর দেবার জন্য কেউ থাকবে না; কারণ আমি তাদের অপকর্ম তাদের নিজেদের উপরে ঢেলে দেব।

১৭ তুমি তাদের কাছে একথা বলবে:
আমার দু'চোখ থেকে
অঝোরে দিনরাত গড়িয়ে পড়ুক অশ্রুজল,
কারণ আমার জাতি-কুমারী কন্যা
দারুণ ক্ষতে বিক্ষত হয়েছে,
বড় কঠিন আঘাতে!
১৮ আমি গ্রামাঞ্চলে গেলে,
দেখ! খড়্গের আঘাতে নিহত কত মানুষ;
শহরে গেলে,
দেখ! দুর্ভিক্ষে পীড়িত কত মানুষ।
নবীরা আর যাজকেরাও দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়ায়,
জানে না কী করতে হবে।

১৯ তুমি কি যুদাকে প্রত্যাখ্যান করেছ সম্পূর্ণরূপে?

সিয়োন কি তোমার এত বিতৃষ্ণার পাত্র?
কেন তুমি আমাদের এমন আঘাত দিলে যে,
আরোগ্য পেতে পারি না?
আমরা শান্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু মঙ্গল হল না,
নিরাময়-ক্ষণের প্রত্যাশায় ছিলাম, কিন্তু দেখ, সন্ত্রাসই উপস্থিত!
[২০] প্রভু, আমরা আমাদের দুষ্কর্ম,
ও আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্বীকার করি,
তোমার বিরুদ্ধে সত্যি করেছি পাপ।
[২১] তোমার নামের দোহাই আমাদের উপেক্ষা করো না,
তোমার গৌরবের সিংহাসন করো না অসম্মান।
আমাদের সঙ্গে তোমার সন্ধি স্মরণ কর! তা ভঙ্গ করো না।
[২২] দেশগুলোর অসার বস্তুগুলির মধ্যে বৃষ্টি দিতে পারে, এমন কেউ কি আছে?
আকাশ নিজে থেকেই কি জল বর্ষণ করতে পারে?
হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, তুমিই কি সেই বৃষ্টিদাতা নও?
তোমাতেই আমাদের আশা,
যেহেতু তুমিই গড়েছ এই সমস্ত কিছু।'

১৫ প্রভু আমাকে বললেন, 'যদিও মোশী ও সামুয়েল আমার সামনে দাঁড়াত, তবুও আমি এই জনগণের প্রতি আনত হতাম না। আমার সামনে থেকে তাদের দূর কর, তারা চলে যাক! [২] আর যদি তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় চলে যাব? তবে তাদের বল: প্রভু একথা বলছেন:

মৃত্যুর পাত্র মৃত্যুর হাতে,
খড়্গের পাত্র খড়্গের হাতে,
দুর্ভিক্ষের পাত্র দুর্ভিক্ষের হাতে,
বন্দিদশার পাত্র বন্দিদশার হাতে!

[৩] আমি তাদের বিরুদ্ধে চার প্রকার অমঙ্গল প্রেরণ করব—প্রভুর উক্তি—: বধ করার জন্য খড়্গ, টানাটানি করার জন্য কুকুর, গ্রাস ও বিনাশ করার জন্য আকাশের পাখি ও বন্যজন্তু। [৪] আর আমি তাদের পৃথিবীর সকল রাজ্যের কাছে আতঙ্কের বস্তু করব; হেজেকিয়ার সন্তান যুদা-রাজ মানাসের কারণে, যেরুসালেমে তার সাধিত কাজের কারণেই তা করব।'

ভয়ঙ্কর যুদ্ধ

[৫] হে যেরুসালেম, কে তোমার প্রতি দয়া দেখাবে?
কেইবা তোমার উপর বিলাপ করবে?
তোমার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করার জন্য কেইবা একটু দাঁড়াবে?
[৬] তুমিই তো আমাকে ত্যাগ করেছ—বলছেন প্রভু—
তুমিই পিছিয়ে পড়েছ;
তাই আমি তোমাকে বিনাশ করার জন্য

তোমার বিরুদ্ধে বাড়ালাম হাত;
আমি ক্ষমা করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।
৭ আমি দেশের নগরদ্বারগুলিতে
কুলো দিয়ে তাদের ঝেড়েছি,
তাদের সন্তানবিহীন করেছি, আমার জনগণকে বিনষ্টই করেছি,
কারণ তারা ফেরেনি তাদের পথ ছেড়ে।
৮ আমা দ্বারা তাদের বিধবারা
সমুদ্রের বালুর চেয়েও বহুসংখ্যক হয়েছে;
আমি জননীদের ও যুবকদের উপরে
মধ্যাহ্নকালেই বিনাশক একজনকে এনেছি;
তাদের উপর অকস্মাৎ উদ্বেগ ও সন্ত্রাস ডেকে এনেছি।
৯ সাত সন্তানের যে মাতা, সে ক্ষীণ হয়ে পড়েছে,
প্রাণ ত্যাগ করছে;
দিন থাকতে তার সূর্য অস্ত গেছে,
সে লজ্জায় ও হতাশায় অভিভূতা।
আমি তাদের অবশিষ্টাংশকেও
শত্রুদের চোখের সামনে খড়্গের হাতে তুলে দেব।
প্রভুর উক্তি।

যেরেমিয়ার আহ্বান-নবায়ন

১০ হায় রে আমি! সমস্ত দেশে কলহ-বিবাদের মানুষ হতেই
তুমি যে আমাকে প্রসব করেছ, মা আমার!
ধারও দিইনি, ধারও নিইনি,
অথচ সকলে আমাকে অভিশাপ দেয়।
১১ প্রভু, আমি কি যথাসাধ্য তোমার সেবা করিনি?
সঙ্কট ও অমঙ্গলের দিনে আমি কি
শত্রুর হয়ে তোমার কাছে মিনতি করিনি?
১২ লোহা কি উত্তর দেশীয় সেই লোহা ও ব্রঞ্জ ভাঙতে পারবে?
১৩ 'তোমার রাজ্যাধীন সমস্ত স্থানে তুমি যত পাপকর্ম সাধন করেছ,
সেই পাপের কারণে—ক্ষতিপূরণ বলে নয়!—আমি তোমার ঐশ্বর্য ও ধনকোষ
লুটতরাজের হাতে তুলে দেব।
১৪ এমন দেশ যা তুমি জান না,
সেইখানে আমি তোমাকে তোমার শত্রুদের দাস করব,
কারণ আমার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল,
তা তোমাদের বিরুদ্ধে জ্বলতে থাকবে!'

[১৫] তুমি সবই জান!
প্রভু, আমাকে স্মরণ কর, আমার যত্ন নাও,
আমার পক্ষে আমার নির্যাতকদের যোগ্য প্রতিফল দাও।
তোমার ধৈর্যের ফলে আমাকে যেন ছিনিয়ে নেওয়া না হয়;
জেনে রাখ, আমি তোমার খাতিরেই দুর্নাম সহ্য করছি।
[১৬] তোমার বাণীগুলো পেলেই আমি তা গিলে ফেলতাম,
তোমার বাণীগুলো ছিল আমার পুলক, আমার মনের আনন্দ,
কেননা হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
আমি তোমার আপন নাম বহন করতাম।
[১৭] আমোদপ্রমোদ করার জন্য
আমি বিদ্রূপকারীদের সঙ্গে কখনও বসিনি,
বরং তোমার হাতের প্রেরণায় আমি একাকী বসতাম,
যেহেতু তুমি আমাকে ক্ষোভে পূর্ণ করেছিলে।
[১৮] আমার যন্ত্রণা কেন নিত্যস্থায়ী?
প্রতিকারের অতীত আমার এই ক্ষত কেন নিরাময় হতে অস্বীকার করে?
সত্যি, তুমি আমার কাছে এমন কুটিল স্রোতের মত,
যার জল নির্ভরযোগ্য নয়!

[১৯] প্রভু তখন এই বলে উত্তর দিলেন,
'তুমি ফিরে এলে আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব,
যেন তুমি আমার সাক্ষাতে দাঁড়াতে পার;
তুমি হালকার চেয়ে বহুমূল্যই কথা ব্যক্ত করলে
তবে নিজেই হবে আমার মুখের মত।
ওরা তোমার কাছে ফিরে আসবে,
কিন্তু তোমাকে ওদের কাছে ফিরে যেতে হবে না;
[২০] আর এই জনগণের বেলায় আমি তোমাকে করব যেন ব্রঞ্জের দৃঢ়তম প্রাচীরের মত;
তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,
কিন্তু তোমার উপরে জয়ী হতে পারবে না,
কারণ তোমাকে ত্রাণ করতে ও উদ্ধার করতে
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি—প্রভুর উক্তি।
[২১] আমি দুর্জনদের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করব,
হিংসাপন্থীদের কবল থেকে তোমাকে মুক্ত করব।'

একাকী নবী যেরেমিয়া

১৬ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'তুমি এই স্থানে বিবাহ করো না, ছেলেমেয়েদের জন্ম দিয়ো না, [৩] কারণ এই স্থানে যত ছেলেমেয়ে জন্ম নেয়, এবং এই দেশে যত

মাতাপিতা তাদের জন্ম দেয়, তাদের বিষয়ে প্রভু একথা বলছেন: ৪ তারা মারাত্মক রোগে মরবে,
তাদের জন্য কেউ বিলাপ করবে না, তাদের সমাধিও কেউ দেবে না, বরং হবে মাটির উপরে পড়ে
থাকা সারের মত। তারা খড়্গের আঘাতে ও ক্ষুধায় মারা পড়বে; তাদের মৃতদেহ আকাশের
পাখিদের ও বন্যজন্তুদের খাদ্য হবে।'

৫ কেননা প্রভু একথা বলছেন, 'তুমি শোকের ঘরে ঢুকো না, বিলাপ করতে বা তাদের সহানুভূতি
দেখাতে যেয়ো না, কারণ আমি এই জনগণ থেকে আমার শান্তি ফিরিয়ে নিয়েছি—প্রভুর উক্তি—
কৃপা ও স্নেহও ফিরিয়ে নিয়েছি। ৬ ছোট-বড় সকলে এদেশেই মরবে; তাদের সমাধি দেওয়া হবে
না, তাদের জন্য বিলাপগান থাকবে না; কেউ নিজের দেহে কাটাকাটি করবে না, মাথার চুল খেউরি
করবে না। ৭ কারও মৃত্যু হলে শোকার্তদের সঙ্গে সান্ত্বনা-রুটি ভাগ করা হবে না, তার পিতা বা
মাতার জন্য সান্ত্বনা-পাত্রে তাদের পান করানো হবে না।

৮ লোকদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ায় বসতে তুমি ভোজ-বাড়িতেও ঢুকো না, ৯ কারণ সেনাবাহিনীর
প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, দেখ, আমি এই স্থানে তোমাদের চোখের সামনে,
তোমাদের এই বর্তমান দিনগুলিতে ফুর্তির সুর ও আনন্দের সুর, বরের কণ্ঠ ও কনের কণ্ঠ স্তব্ধ করে
দেব।

১০ তুমি এই জনগণের কাছে এই সমস্ত কথা প্রচার করলে যখন তারা তোমাকে বলবে, কেন প্রভু
আমাদের বিরুদ্ধে তেমন মহা অমঙ্গল স্থির করেছেন? কী অপরাধ, কী কী পাপ আমরা আমাদের
পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে করেছি? ১১ তখন তুমি উত্তরে তাদের বলবে, এমনটি ঘটছে, কারণ
তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাকে ত্যাগ করেছে—প্রভুর উক্তি—তারা অন্য দেবতাদের অনুগামী
হয়ে তাদের সেবা করেছে, তাদের কাছে প্রণিপাত করেছে, এবং আমাকে ত্যাগ করেছে ও আমার
নির্দেশবাণী পালন করেনি। ১২ কিন্তু তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের চেয়েও কুব্যবহার করেছ;
বস্তুত তোমরা প্রত্যেকে আমাকে শুনতে অসম্মত হয়ে নিজ নিজ ধূর্ত হৃদয়ের জেদ অনুসারে চলছ।
১৩ তাই আমি এই দেশ থেকে এমন এক দেশেই তোমাদের তাড়িয়ে দেব, যা তোমাদের ও
তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছেও অজানা ছিল; এবং সেখানে তোমরা দিনরাত বিদেশী দেবতাদের
সেবা করবে, কারণ আমি তোমাদের প্রতি আর দয়া দেখাব না।'

বিক্ষিপ্তদের প্রত্যাগমন

১৪ 'অতএব দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন কেউ আর বলবে না, সেই
জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে এনেছেন; ১৫ বরং
তারা বলবে, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি উত্তর দেশ থেকেই ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে
এনেছেন, তাদের সেই সকল দেশ থেকেও বের করে এনেছেন, যেখানে তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত
করেছিলেন। আর আমি যে দেশভূমি তাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছিলাম, তাদের সেই দেশভূমিতে
তাদের ফিরিয়ে আনব।'

দোষীরা ধরা পড়বেই!

১৬ 'দেখ, আমি অনেক জেলেকে পাঠাব—প্রভুর উক্তি—; তারা মাছের মত তাদের ধরবে; পরে
আমি অনেক শিকারী পাঠাব, তারা শিকার করে প্রতিটি পর্বত থেকে, প্রতিটি উপপর্বত থেকে ও

শৈলের ফাটল থেকে তাদের ধাওয়া করবে; [১৭] কেননা তাদের সমস্ত পথের উপরে আমার দৃষ্টি
আছে, আমার কাছে লুক্কায়িত কিছুই নেই, তাদের শঠতাও আমার চোখ এড়াতে পারে না। [১৮] আমি
তাদের শঠতা ও তাদের পাপের দ্বিগুণ প্রতিফল দিয়ে শুরু করব, কেননা তারা ঘৃণ্য বস্তুগুলির লাশ
দ্বারা আমার আপন দেশ কলুষিত করেছে, ও তাদের জঘন্য বস্তুগুলোতে আমার উত্তরাধিকার
পরিপূর্ণ করেছে।'

সকল জাতি প্রভুর দিকে ফিরবে

[১৯] আমার বল ও আমার দুর্গ,
সঙ্কটকালে আমার আশ্রয়স্থল হে প্রভু,
পৃথিবীর চারপ্রান্ত থেকে
জাতিগুলি তোমার কাছে এসে বলবে:
'আমাদের পিতৃপুরুষেরা কেবল মিথ্যা ও অসারতাই
উত্তরাধিকার রূপে পেল,
যা কোন উপকারে আসে না।'
[২০] আদম নিজে যখন ঈশ্বর নয়,
তখন সে কি নিজের জন্য ঈশ্বর তৈরি করবে?
[২১] এজন্য দেখ, আমি তাদের দেখাব,
হ্যাঁ, এবার তাদের দেখাব আমার হাত ও পরাক্রম!
এতে তারা জানবে যে, আমার নাম প্রভু।

যুদার বিকৃত উপাসনা

১৭ 'যুদার পাপ লোহার লেখনী ও হীরার কাঁটা দিয়েই লেখা,
তা তাদের হৃদয়-ফলকে ও তাদের বেদিগুলোর চার শৃঙ্গে খোদাই করা;
[২] তাতে তাদের ছেলেরাও সবুজ গাছের কাছে
উচ্চ উপপর্বতের উপরে তাদের যজ্ঞবেদি
ও পবিত্র দণ্ডগুলি স্মরণ করে।
[৩] হে পর্বতের উপরে ও প্রকৃতিতে ভক্ত যে উপাসক,
আমি তোমার ঐশ্বর্য ও তোমার যত ধনকোষ
লুটের মালরূপে দিয়ে দেব;
তোমার সমস্ত অঞ্চল জুড়ে উচ্চস্থানগুলিতে সাধিত
তোমার পাপকর্মের কারণেই তেমনটি করব।
[৪] তোমাকে সবকিছুই ত্যাগ করতে হবে;
তুমি একাকী হয়ে সেই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে,
যা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম;
আমি এমন দেশে তোমাকে তোমার শত্রুদের দাস করব,
যে দেশ তুমি জান না,

কারণ তোমরা জ্বালিয়েছ আমার ক্রোধের আগুন,
আর তা জ্বলতে থাকবে চিরকাল।'

নানা উক্তি

৫ প্রভু একথা বলছেন :
'অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে মানুষে ভরসা রাখে,
যে নিজের বাহুতে ভর করে,
যে প্রভু থেকে নিজের হৃদয় সরিয়ে দেয়!
৬ সে যেন প্রান্তরে একটা ঝাউগাছের মত,
মঙ্গল এলে সে পায় না তার দর্শন ;
সে মরুভূমির দগ্ধ স্থানে বাস করবে,
এমন লবণ-ভূমিতেই, যেখানে কেউ বাস করতে পারে না।

৭ আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
৮ সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।
উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

৯ হৃদয় সবকিছুর চেয়ে প্রবঞ্চক, ও আরোগ্যের অতীত ;
কে হৃদয়কে বুঝতে পারে?
১০ আমি যে প্রভু, আমি হৃদয় তলিয়ে দেখি, মন যাচাই করি ;
আমি প্রতিটি মানুষকে তার আচরণ অনুসারে,
তার কর্মফল অনুসারে যোগ্য প্রতিদান দিই।

১১ যেমন তিতিরপাখির মত যা এমন ডিম তা দেয় যা নিজে পাড়েনি,
তেমনি সেই মানুষ যে ধন জমায়, কিন্তু অন্যায়ভাবে ;
তার আয়ুর মধ্যভাগে সেই ধন তাকে ছেড়ে যাবে,
আর শেষকালে সে মূর্খ হয়ে দাঁড়াবে।'

প্রার্থনা

১২ আদিকাল থেকে সর্বোচ্চ গৌরব-আসনই
আমাদের পবিত্রধামের স্থান!
১৩ হে প্রভু, হে ইস্রায়েলের প্রত্যাশা,
যারা তোমাকে ত্যাগ করে, তারা সকলেই লজ্জিত হবে ;

যারা আমা থেকে সরে যায়, ধুলায়ই তালিকাভুক্ত হবে তাদের নাম,
কারণ জীবনময় জলের উৎস যে প্রভু, তারা তাঁকে করেছে পরিত্যাগ।

[১৪] আমাকে নিরাময় কর, প্রভু, তবেই আমি নিরাময় হব,
আমাকে ত্রাণ কর, তবেই আমি পাব পরিত্রাণ,
কেননা তুমিই আমার প্রশংসাবাদের পাত্র!
[১৫] দেখ, ওরা আমাকে শুধু বলে:
'কোথায় প্রভুর বাণী? তা একবার সিদ্ধিলাভ করুক!'
[১৬] অমঙ্গলের দিনে আমি তোমার কাছে সাধাসাধি করিনি,
অশুভ দিনেরও আকাঙ্ক্ষা করিনি—তা তুমি তো জান।
আমার ওষ্ঠ থেকে যা নির্গত হল,
তা তোমারই শ্রীমুখের সামনে।
[১৭] হয়ো না আমার আশঙ্কার কারণ,
তুমিই যে অমঙ্গলের দিনে আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল!
[১৮] আমার বিপক্ষরাই লজ্জিত হোক, কিন্তু আমাকে যেন লজ্জা না পেতে হয়;
তারাই সন্ত্রাসিত হোক, কিন্তু সন্ত্রাস আমা থেকে দূরে থাকুক।
তাদের উপর নামিয়ে আন সেই অমঙ্গলের দিন,
তাদের ভেঙে ফেল, তাদের ভেঙে ফেল চিরকালের মত।

প্রকৃত সাব্বাৎ পালন

[১৯] প্রভু আমাকে একথা বললেন, 'যুদার রাজারা যে মহা নগরদ্বার দিয়ে ভিতরে আসে ও বাইরে যায়, তুমি জনসাধারণের সেই নগরদ্বারে ও যেরুসালেমের সকল তোরণদ্বারে গিয়ে দাঁড়াও; [২০] তাদের বল: হে যুদার রাজারা, তোমরাও, হে যুদার সকল লোক ও যেরুসালেম-অধিবাসী সকলে, যারা এই সকল নগরদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, তোমরা সকলে প্রভুর বাণী শোন। [২১] প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের নিজেদের প্রাণের খাতিরে সাবধান হও: সাব্বাৎ দিনে কোন বোঝা বহন করো না, যেরুসালেমের তোরণদ্বার দিয়ে তা ভিতরে এনো না। [২২] সাব্বাৎ দিনে তোমাদের নিজেদের ঘর থেকে কোন বোঝা বের করো না, কোন কাজও করো না; কিন্তু সাব্বাতের পবিত্রতা বজায় রাখ, যেমনটি আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আজ্ঞা করেছিলাম। [২৩] কিন্তু তারা শুনতে চাইল না, কান দিল না, বরং তাদের যেন শুনতে না হয়, সংশোধনের কথা যেন গ্রহণ করতে না হয়, এজন্য তারা মন কঠিন করল। [২৪] তোমরা যদি সত্যিই আমার কথা কান পেতে শোন—প্রভুর উক্তি—যদি সাব্বাৎ দিনে এই নগরীর তোরণদ্বার দিয়ে কোন বোঝা ভিতরে না আন, যদি সাব্বাতের পবিত্রতা বজায় রাখ, সেই দিনটিতে কোন কাজ না কর, [২৫] তবে দাউদের সিংহাসনে আসীন রাজারা ও তাদের অধিনায়কেরা রথে ও ঘোড়ায় চড়ে এই নগরীর তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে—তারা, তাদের অধিনায়কেরা, যুদার লোক ও যেরুসালেম-অধিবাসীরা, সকলেই প্রবেশ করবে, এবং এই নগরী হবে চিরস্থায়ী বাসস্থান। [২৬] তারা যুদার শহরগুলি থেকে, এবং যেরুসালেমের চারদিকের অঞ্চল, বেঞ্জামিন-এলাকা, সেফেলা, পার্বত্য অঞ্চল ও নেগেব থেকে আহুতিবলি, যজ্ঞবলি,

শস্য-নৈবেদ্য, ধূপ ও স্তুতির অর্ঘ্য প্রভুর গৃহে নিয়ে আসবে। [২৭] কিন্তু যদি তোমরা আমার কথায় কান না দাও, অর্থাৎ, যদি সাব্বাতের পবিত্রতা বজায় না রাখ, সাব্বাৎ দিনে বোঝা বয়ে যেরুসালেমের তোরণদ্বারে প্রবেশ কর, তবে আমি তার সকল তোরণদ্বারে আগুন ধরাব; তা যেরুসালেমের প্রাসাদগুলি গ্রাস করবে, আর কখনও নিভবে না।'

যেরেমিয়া ও সেই কুমোর

১৮ প্রভুর কাছ থেকে যে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ: [২] 'ওঠ, কুমোরের বাড়িতে নেমে যাও, সেখানে আমি তোমাকে আমার বাণী শোনাব।' [৩] তাই আমি কুমোরের বাড়িতে নেমে গেলাম, আর দেখ, সে কুমোরের চাকায় কাজ করছিল। [৪] কিন্তু সে মাটি দিয়ে যে পাত্র গড়ছিল, তা তার হাতে সূক্ষ্ম হল না, যেমনটি মাঝে মাঝে মাটির বেলায় ঘটে যখন কুমোর কাজ করে। তাই সে তা দিয়ে আর একটা পাত্র গড়তে লাগল, যেভাবে সে ভাল মনে করল।

[৫] তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৬] 'হে ইস্রায়েলকুল, তোমাদের সঙ্গে আমি কি এই কুমোরের মত ব্যবহার করতে পারি না?—প্রভুর উক্তি—দেখ, যেমন কুমোরের হাতে মাটি, তেমনি আমার হাতে তোমরা, হে ইস্রায়েলকুল। [৭] সময় সময় আমি কোন দেশ বা রাজ্যের বিষয়ে উৎপাটন, নিপাত ও বিনাশের কথা বলি, [৮] কিন্তু আমি যে দেশের বিরুদ্ধে কথা বলেছি, তারা যদি তাদের অপকর্ম থেকে ফেরে, তবে তাদের যে অমঙ্গল করব বলে মনে করেছিলাম, তা থেকে আমি ক্ষান্ত হই। [৯] অন্য সময় আমি কোন দেশ বা রাজ্যের বিষয়ে গেঁথে তোলার বা রোপণ করার কথা বলি; [১০] কিন্তু তারা যদি আমার প্রতি বাধ্য না হয়ে আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করে, তবে তাদের যে মঙ্গল করব বলে কথা দিয়েছিলাম, তা থেকে আমি ক্ষান্ত হই। [১১] সুতরাং এখন তুমি যুদার লোকদের ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে একটা অমঙ্গল প্রস্তুত করছি, তোমাদের বিরুদ্ধে একটা পরিকল্পনা করছি। তাই তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফের, নিজ নিজ পথ ও নিজ নিজ কাজ ভালোর দিকে সংস্কার কর।' [১২] কিন্তু তারা বলবে: 'এ বৃথা চেষ্টা, আমরা নিজেদেরই পরিকল্পনামত চলব, প্রত্যেকে যে যার ধূর্ত হৃদয়ের জেদ অনুসারেই কাজ করব।'

ইস্রায়েলের অনির্বচনীয় অপকর্ম

[১৩] এজন্য প্রভু একথা বলছেন:
'জাতিগুলির মধ্যে জিজ্ঞাসা কর:
এমন কথা কে শুনেছে?
ইস্রায়েল-কুমারী নিতান্ত রোমাঞ্চকর কাজ করে ফেলেছে।
[১৪] লেবাননের তুষার থেকে যে জল আসে,
মাঠের শৈল থেকে যে জল নির্গত হয়,
তা কি ত্যাগ করা যেতে পারে?
দূর থেকে যে শীতল জলস্রোত আসে,
তা কি পরিত্যাগ করা যেতে পারে?
[১৫] অথচ আমার জনগণ আমাকে ভুলে গেছে,

তারা অলীক বস্তুর উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়,
ফলে তারা তাদের নিজেদের পথে,
অতীতকালের সেই রাস্তায় হোঁচট খেয়েছে;
তারা হয়েছে বিপথের ও অসমতল রাস্তার পথিক।
[১৬] এভাবে তাদের দেশ এমন উৎসন্নস্থানে পরিণত হল,
যা আতঙ্কের চিৎকার ধ্বনিত করবে চিরকাল।
যে কেউ তার কাছ দিয়ে যাবে,
সে একেবারে বিস্মিত হয়ে মাথা নাড়বে।
[১৭] পুব বাতাস যেমন করে,
তেমনি আমি শত্রুদের চোখের সামনে তাদের বিক্ষিপ্ত করব;
তাদের সর্বনাশের দিনে
তাদের পিঠ দেখাব, শ্রীমুখ নয়!'

যেরেমিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত

[১৮] তখন তারা বলল, 'চল, আমরা যেরেমিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটি, কেননা যাজকদের অভাবে নির্দেশবাণী, প্রজ্ঞাবানদের অভাবে সুমন্ত্রণা ও নবীদের অভাবে দৈববাণী লোপ পাবে না। চল, আমরা ওর দুর্নাম রটিয়ে ওকে প্রহার করি, ওর কোন কথায় মনোযোগ না দিই।'

[১৯] প্রভু, আমার প্রতি মনোযোগ দাও,
শোন আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কণ্ঠস্বর।
[২০] উপকারের বদলে কি অপকার করা হবে?
তারা তো আমার চারদিকে গর্ত খুঁড়ছে!
মনে রেখ, তাদের উপর থেকে তোমার ক্রোধ দূর করার জন্য
আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে
তাদের পক্ষে কথা বলতাম।
[২১] তাই তুমি তাদের সন্তানদের দুর্ভিক্ষের হাতে তুলে দাও,
তাদের খড়্গের হাতে ফেলে দাও;
তাদের স্ত্রীলোকেরা সন্তানবিহীন ও বিধবা হোক,
তাদের পুরুষেরা মড়কে আঘাতগ্রস্ত হোক,
তাদের যুবকেরা সংগ্রামে খড়্গের আঘাতে নিপাতিত হোক।
[২২] তুমি তাদের উপরে দস্যুর দল অকস্মাৎ ডেকে আনলে
তাদের ঘরগুলো থেকে শোনা যাক হাহাকারের সুর,
কেননা তারা আমাকে ধরবার জন্য খুঁড়েছে গহ্বর,
আমার পায়ের সামনে পেতেছে গোপন ফাঁদ।
[২৩] কিন্তু, প্রভু, প্রাণনাশের জন্য
আমার বিরুদ্ধে তাদের আঁটা যত সঙ্কল্প তুমি জান;

তাদের শঠতা অদণ্ডিত রেখো না,
তোমার সম্মুখ থেকে মুছে ফেলো না তাদের পাপ;
তারা তোমার সামনে হোঁচট খাক,
তোমার ক্রোধের সময়ে তাদের প্রতি উচিত ব্যবহার কর!

ভাঙা মাটির ঘট ও পাশ্হুরের সঙ্গে তর্ক

১৯ প্রভু যেরেমিয়াকে একথা বললেন, 'তুমি গিয়ে কুমোরের একটা মাটির ঘট কিনে নাও।
লোকদের কয়েকজন প্রবীণকে ও যাজকদের কয়েকজন প্রবীণকে সঙ্গে নিয়ে ২ বেন্-হিন্নোম
উপত্যকার দিকে, কুচি-দ্বারের প্রবেশস্থানের কাছে যাও। আমি তোমাকে যে কথা বলব, তা সেখানে
প্রচার কর। ৩ তুমি বলবে, হে যুদা-রাজারা ও যেরুসালেম-অধিবাসী সকল, প্রভুর বাণী শোন।
সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, আমি এই স্থানের উপর এমন
অমঙ্গল ডেকে আনছি যে, যে কেউ তার কথা শুনবে, সেই শব্দে তার দুই কান বেজে উঠবে; ৪
কারণ তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এবং এই স্থানটিকে অন্য উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করেছে, হ্যাঁ,
তারা এই স্থানে এমন দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়েছে, তারা, তাদের পিতৃপুরুষেরা ও যুদার
রাজারাও যাদের জানত না। তারা এই স্থান নির্দোষীদের রক্তপাতে পরিপূর্ণ করেছে; ৫ কেননা
বায়াল-দেবের উদ্দেশে আহুতিবলি রূপে নিজেদের ছেলেদের আগুনে পোড়াবার জন্য বায়াল-দেবের
উদ্দেশে উচ্চস্থান নির্মাণ করেছে। তেমন আজ্ঞা আমি দিইনি, উচ্চারণও করিনি, আমার মনেও তা
কখনও স্থান পায়নি।

৬ এজন্য, দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন এই স্থান আর তোফেৎ বা
বেন্-হিন্নোম উপত্যকা নামে নয়, মহাসংহার-উপত্যকা বলেই অভিহিত হবে। ৭ আমি এই স্থানেই
যুদার ও যেরুসালেমের যত চক্রান্ত বিফল করব; শত্রুদের সামনে খড়্গের আঘাতে ও তাদের
প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হাতে তাদের নিপাত করব; আমি তাদের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের
ও বন্যজন্তুদের খাদ্যরূপে দেব। ৮ আমি এই নগরী এমন উৎসন্নস্থান করব, যেখানে আতঙ্কের
চিৎকার ধ্বনিত হবে; যে কেউ তার কাছ দিয়ে যাবে, সে তার সমস্ত ক্ষতস্থান দেখে আতঙ্কে
চিৎকার করবে। ৯ আমি এমনটি করব যে, তারা তাদের নিজেদের ছেলেদের মাংস ও তাদের
নিজেদের মেয়েদের মাংস খেতে বাধ্য হবে: আর যখন তাদের শত্রুদের ও তাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট
লোকদের দ্বারা তারা অবরুদ্ধ ও দুঃখক্লিষ্ট হবে, তখন প্রত্যেকে একে অপরকে গ্রাস করবে।

১০ তারপর তুমি তোমার সেই সঙ্গী পুরুষদের চোখের সামনে ঘটটা ভেঙে ফেলবে, ১১ এবং
তাদের এই কথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: যেমন কুমোরের একটা ঘট ভেঙে
ফেললে তা আর জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনি আমি এই জাতিকে ও এই নগরী ভেঙে ফেলব।
তখন তোফেতেও কবর দেওয়া হবে, কারণ কবর দেওয়ার মত আর জায়গা কুলোবে না। ১২ আমি
এই স্থানের প্রতি ও এখানকার অধিবাসীদের প্রতি তেমনটি করব—প্রভুর উক্তি—এই নগরী আমি
তোফেতের মত করব! ১৩ যেরুসালেমের বাড়ি-ঘর ও যুদার রাজাদের প্রাসাদগুলো, অর্থাৎ যে সকল
বাড়ির ছাদে তারা আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও অন্য যত দেব-দেবীর
উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালত, সেই সকল বাড়ি তোফেতের মত অশুচি স্থান হবে।'

[১৪] প্রভু যেরেমিয়াকে এই ভবিষ্যদ্বাণী দিতে যেখানে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সেই তোফেৎ থেকে
ফিরে এসে প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে গোটা জনগণকে বললেন: [১৫] 'সেনাবাহিনীর প্রভু,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, এই নগরীর জন্য যা স্থির করেছি, সেই সমস্ত অমঙ্গল
তার উপরে ও তার সকল গ্রামের উপরে ডেকে আনব, কারণ তারা মন কঠিন করে আমার বাণী
শুনতে অস্বীকার করেছে।'
২০ যেরেমিয়া যখন এই সমস্ত বাণী দিচ্ছিলেন, তখন ইম্মেরের সন্তান পাশ্হুর—সে ছিল যাজক ও
প্রভুর গৃহের প্রহরী-দলের অধিনায়ক—তা শুনতে পেল। [২] পাশ্হুর নবী যেরেমিয়াকে বেত্রাঘাত
করাল, এবং প্রভুর গৃহে, উপরের বেঞ্জামিন-দ্বারের কাছে, যে কারাবাস ছিল, সেখানে তাঁকে মাথা
নিচে ও পা উঁচু অবস্থায় রুদ্ধ করল। [৩] পরদিন পাশ্হুর যেরেমিয়াকে পীড়নযন্ত্র থেকে মুক্ত করলে
তিনি তাকে বললেন, 'প্রভু তোমার নাম পাশ্হুর আর রাখছেন না, কিন্তু "চারদিকে সন্ত্রাস"
রাখছেন; [৪] কেননা প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমাকে ও তোমার প্রিয়জন সকলকে
সন্ত্রাসের হাতে তুলে দেব; তারা তাদের শত্রুদের খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, আর তোমার চোখ
এইসব কিছু দেখবে! আমি সমস্ত যুদাকে বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেব, আর সে তাদের বন্দি
অবস্থায় বাবিলনে নিয়ে গিয়ে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারবে। [৫] আমি এই নগরীর সমস্ত ঐশ্বর্য, তার
যত ভাণ্ডার, সমস্ত বহুমূল্য বস্তু ও যুদার রাজাদের সমস্ত ধনকোষ তার শত্রুদের হাতে তুলে দেব,
আর তারা সেইসব কিছু লুটপাট করে তা বাবিলনে তুলে নিয়ে যাবে। [৬] তুমি, হে পাশ্হুর, তুমি ও
তোমার বাড়ির সকলেই বন্দিদশায় পড়বে; তুমি বাবিলনে যাবে: সেখানে মরবে আর সেইখানে
তোমার কবর দেওয়া হবে—তুমি ও তোমার সকল প্রিয়জন, যাদের কাছে মিথ্যার নামেই
ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছ।'

যেরেমিয়ার স্বীকারোক্তি

[৭] তুমি আমাকে ভুলিয়েছ, প্রভু; তাতে আমি ভুলেছি;
তুমি আমার উপর বল প্রয়োগ করেছ, তাতে বিজয়ী হয়েছ;
সারাদিন ধরে আমি হয়ে উঠেছি উপহাসের পাত্র;
সকলেই আমাকে ঠাট্টা করে।
[৮] যতবার আমাকে বাণী প্রচার করতে হয়,
ততবার আমি চিৎকার করতে বাধ্য,
আমাকে চিৎকার করে বলতে হয়, 'উৎপীড়ন, অত্যাচার!'
তাই প্রভুর বাণী আমার পক্ষে হয়ে উঠেছে দুর্নাম ও উপহাসের কারণ সারাদিন ধরে।
[৯] আমি মনে মনে ভাবছিলাম:
'তাঁর কথা আর চিন্তা করব না,
তাঁর নামে আর কিছু বলব না!'
কিন্তু আমার হৃদয়ে যেন জ্বলন্ত একটা আগুন ছিল,
যা আমার হাড়ের মধ্যেই রুদ্ধ।
তা সংযত রাখার চেষ্টায় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,

না, পারছি না।
[১০] আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আমার বিষয়ে অনেকের কানাকানি :
'চারদিকে সন্ত্রাস !
ওর নামে অভিযোগ আন ; আমরাও ওর নামে অভিযোগ আনব।'
আমার সকল বন্ধু আমার পতনের অপেক্ষায় ওত পেতে ছিল :
'কি জানি, ও নিজেকে ভোলাতে দেবে,
তবে আমরা বিজয়ী হব, আমাদের প্রতিশোধ নিতে পারব !'
[১১] কিন্তু প্রভু বীরযোদ্ধার মত আমার পাশে পাশে থাকেন,
তাই আমার নির্যাতকেরা হোঁচট খাবে, জয়ী হতে পারবে না ;
অক্ষম হওয়ার ফলে ভীষণ লজ্জায় পড়বে,
ওদের অপমান হবে চিরন্তন, কেউই তা মুছতে পারবে না।
[১২] হে সেনাবাহিনীর প্রভু, তুমি তো ধার্মিককে যাচাই করে থাক,
তুমি তো মানুষের অন্তর ও প্রাণ পরীক্ষা করে থাক ;
আমি যেন দেখতে পাই তাদের উপর তোমার প্রতিশোধ !
কারণ আমি তোমারই হাতে তুলে দিয়েছি আমার পক্ষ সমর্থনের ভার।
[১৩] প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, কর প্রভুর প্রশংসাগান,
কারণ তিনি অপকর্মাদের হাত থেকে
উদ্ধার করেছেন নিঃস্বের প্রাণ।
[১৪] অভিশপ্ত হোক সেই দিন, যে দিন আমি জন্মেছি !
যে দিন আমার মা আমাকে প্রসব করলেন,
সেই দিন আশিস-বঞ্চিত হোক !
[১৫] অভিশপ্ত হোক সেই মানুষ,
যে মানুষ 'তোমার এক পুত্রসন্তান হল' এই সংবাদ দিয়ে
আমার পিতাকে পরমানন্দে পূর্ণ করেছে।
[১৬] সেই মানুষ হোক সেই শহরগুলির মত,
যা প্রভু কোন দয়া না দেখিয়ে উচ্ছেদ করেছেন ;
সে প্রভাতে কান্না, ও মধ্যাহ্নে রণধ্বনি শুনুক !
[১৭] কারণ সে আমাকে মাতৃগর্ভে মেরে ফেলেনি ;
তবে আমার জননী হতেন আমার সমাধি,
আর তিনি গর্ভবতী হয়ে থাকতেন চিরকাল ধরে !
[১৮] কষ্ট ও দুঃখ দেখবার জন্য,
মৃত্যু পর্যন্তই লজ্জায় আমার দিনগুলি কাটাবার জন্য
আমি কেনই বা মাতৃগর্ভ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম ?

সেদেকিয়ার কাছে যেরেমিয়ার উত্তর

২১ এই বাণী প্রভুর কাছ থেকে যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, যখন সেদেকিয়া রাজা
মাল্কিয়ার সন্তান পাশ্হুরকে ও মাসেইয়ার সন্তান জেফানিয়া যাজককে যেরেমিয়ার কাছে একথা
বলতে পাঠালেন, ২ 'আমাদের হয়ে তুমি প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান কর, কেননা বাবিলন-রাজ
নেবুকাদ্রেজার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে; হয় তো প্রভু তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজের মধ্যে
আমাদের জন্য একটা সাধন করবেন যাতে ওই রাজা আমাদের ছেড়ে দূরে চলে যেতে বাধ্য হন।' ৩
যেরেমিয়া তাদের বললেন, 'তোমরা সেদেকিয়াকে একথা বল: ৪ প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা
বলছেন: দেখ, তোমাদের হাতে যত যুদ্ধাস্ত্র রয়েছে, যা দিয়ে তোমরা বাবিলন-রাজের বিরুদ্ধে ও
প্রাচীরের বাইরে তোমাদের অবরোধকারী কাল্দীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ, আমি সেই সকল যুদ্ধাস্ত্রের
মুখ তোমাদেরই বিরুদ্ধে ফেরাব, এবং এই নগরীর মধ্যে সেগুলো জড় করব। ৫ আমি নিজে
প্রসারিত হাতে ও শক্তিশালী বাহুতে ক্রোধে, রোষে ও মহাকোপে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। ৬
আমি এই নগরবাসী মানুষ ও পশু সকলকে সংহার করব; তারা মহামারীতে মারা পড়বে। ৭
তারপর—প্রভুর উক্তি—আমি যুদা-রাজ সেদেকিয়াকে, তার পরিষদদের ও জনগণকে, এমনকি,
এই নগরীর যে সকল লোক মড়ক, খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ থেকে রেহাই পাবে, তাদের বাবিলন-রাজ
নেবুকাদ্রেজারের হাতে, তাদের শত্রুদের হাতে ও তাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হাতে তুলে
দেব; আর সেই রাজা খড়্গের আঘাতে তাদের আঘাত করবে, তাদের প্রতি মমতা দেখাবে না, ক্ষমা
বা করুণাও দেখাবে না।'

৮ তুমি এই লোকদের বলবে: 'প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমাদের সামনে জীবনের পথ
ও মৃত্যুর পথ রাখছি। ৯ যে কেউ এই নগরীতে থাকবে, সে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মারা
পড়বে; কিন্তু যে কেউ নগরী ছেড়ে তোমাদের অবরোধকারী সেই কাল্দীয়দের হাতে নিজেকে তুলে
দেবে, সে বাঁচবে, এবং এতে খুশি হবে যে, সে কমপক্ষে প্রাণ বাঁচিয়েছে। ১০ কেননা আমি এই
নগরীর অমঙ্গলেরই জন্য তার প্রতি মুখ ফেরাচ্ছি, তার মঙ্গলের জন্য নয়—প্রভুর উক্তি। নগরীটা
বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর সে তা আগুনে পুড়িয়ে দেবে।'

রাজকুলের কাছে যেরেমিয়ার বাণী

১১ যুদার রাজকুলকে তুমি বলবে:
'তোমরা প্রভুর বাণী শোন!
১২ হে দাউদ-কুল, প্রভু একথা বলছেন:
প্রতিদিন সকালে ন্যায়বিচার সম্পাদন কর,
অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার কর,
নইলে তোমাদের কাজকর্মের ধূর্ততার কারণে
আমার ক্রোধ আগুনের মত ছড়িয়ে পড়বে,
তা জ্বলে উঠবে আর কেউ তা নিভাতে পারবে না।
১৩ হে উপত্যকা-নিবাসিনী,
হে সমভূমির শৈলবাসিনী,

দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে—প্রভুর উক্তি।
তোমরা বলছ: আমাদের বিরুদ্ধে কে নেমে আসতে পারবে?
কে আমাদের নিবাসে প্রবেশ করতে পারবে?
১৪ আমি তোমাদের কাজের ফল অনুসারে
তোমাদের যোগ্য শাস্তি দেব—প্রভুর উক্তি;
আমি তার বনে আগুন ধরাব,
আর সেই আগুন তার চারদিকে সবই গ্রাস করবে।'

২২ প্রভু একথা বলছেন: 'তুমি যুদার রাজপ্রাসাদে গিয়ে সেখানে এই বাণী ঘোষণা কর। ২ তুমি
বলবে: হে যুদা-রাজ, তুমি যে দাউদের সিংহাসনে সমাসীন, তুমি, তোমার পরিষদেরা ও তোমার
এই জনগণ যারা এই সকল দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, প্রভুর বাণী শোন। ৩ প্রভু একথা বলছেন:
তোমরা ন্যায়বিচার ও ধর্মময়তা অনুশীলন কর, অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার
কর; প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে শোষণ করো না, উৎপীড়ন করো না; এ স্থানে নির্দোষীর রক্তপাত
করো না। ৪ তোমরা যদি এই কথা সযত্নে পালন কর, তবে দাউদের সিংহাসনে আসীন রাজারা রথে
ও অশ্বে চড়ে তাদের পরিষদদের ও প্রজাদের সঙ্গে এই প্রাসাদের দ্বার দিয়ে আবার প্রবেশ করবে।
৫ কিন্তু তোমরা এই সকল বাণীতে কান না দিলে, তবে, আমি আমার নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ
করছি যে—প্রভুর উক্তি—এই প্রাসাদ ধ্বংসস্থান হবে।

৬ কেননা যুদার রাজকুল সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন:
আমার কাছে তুমি ছিলে গিলেয়াদের মত,
লেবাননের পর্বতচূড়ার মত,
কিন্তু আমি তোমাকে মরুপ্রান্তর করব,
করব নিবাসী-বঞ্চিত নগরী!
৭ আমি তোমার বিরুদ্ধে ধ্বংসনকারীদের প্রস্তুত করব,
—প্রত্যেকের হাতে থাকবে নিজ নিজ অস্ত্র!
তারা তোমার সেরা এরসগাছগুলো কেটে আগুনে ফেলে দেবে।

৮ বহু দেশের মানুষ এই নগরীর মধ্য দিয়ে যাবে, এবং তারা একে অপরকে বলবে: কেনই বা
প্রভু এই মহানগরীর প্রতি এমন ব্যবহার করেছেন? ৯ উত্তর হবে এ: কারণ তারা তাদের পরমেশ্বর
প্রভুর সন্ধি পরিত্যাগ করেছে, অন্য দেবতাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করেছে, ও তাদের সেবা করেছে।'

১০ মৃতজনের জন্য তোমরা চোখের জল ফেলো না,
তার জন্য বিলাপগান ধরো না,
যে চলে যাচ্ছে, তারই জন্য বরং অঝোরে চোখের জল ফেল,
কারণ সে আর ফিরবে না,
নিজের জন্মদেশ আর দেখবে না।

১১ কেননা যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যে শাল্লুম নিজ পিতা যোসিয়ার পদে রাজা হয়েছে কিন্তু এই

স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, তার বিষয়ে প্রভু একথা বলছেন: 'এই স্থানে সে আর ফিরবে না, [১২]
কিন্তু তাকে যেখানে বন্দি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে সেখানে মরবে এবং এই দেশ আর
দেখতে পাবে না।'

যেহোইয়াকিমের বিরুদ্ধে বাণী

[১৩] ধিক্ তাকে, যে অধর্ম অবলম্বন করে নিজের বাড়ি,
ও অন্যায়-বিচারে নির্ভর করে তার উপরতলা গেঁথে তোলে,
যে নিজের প্রতিবেশীকে বিনা বেতনে কাজ করায়,
তার পাওনা দিতে অস্বীকার করে,
[১৪] যে বলে: 'আমি নিজের জন্য বিরাট এক বাড়ি গেঁথে তুলব,
প্রশস্ত উপরতলা সহ তা গেঁথে তুলব;'
এবং জানালা বসায়,
এরসগাছ দিয়ে দেওয়াল মুড়ে দেয়,
ও সিঁদুরে-লাল রঙ দিয়ে ঘরটা রঙ করে।
[১৫] তুমি এরসগাছের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা করছ বলেই কি রাজত্ব করবে?
তোমার পিতা কি খাওয়া-দাওয়া করত না?
কিন্তু সে ন্যায়বিচার ও ধর্মময়তা অনুশীলন করত,
তাই তার মঙ্গল হল।
[১৬] সে দুঃখী ও নিঃস্বের অধিকার রক্ষা করত,
এজন্যই তার মঙ্গল হল;
এ-ই আমাকে জানা!—প্রভুর উক্তি।
[১৭] কিন্তু তোমার চোখ ও তোমার হৃদয় কেবল তোমার স্বার্থের দিকেই নিবদ্ধ,
নির্দোষীর রক্তপাত ও অত্যাচার-উৎপীড়নেই ব্যস্ত।
[১৮] এজন্য যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম সম্বন্ধে
প্রভু একথা বলছেন:
'তার বিষয়ে লোকেরা "হায়, ভাই আমার! হায়, বোন আমার!"
বলে বিলাপ করবে না;
"হায় প্রভু! হায় তাঁর মহিমা!" বলেও বিলাপ করবে না।
[১৯] না! তার সমাধি হবে গাধার সমাধির মত;
লোকে তাকে টেনে যেরুসালেমের দ্বারের বাইরে ফেলে দেবে।'

যেহোইয়াকিনের বিরুদ্ধে বাণী

[২০] তুমি লেবাননের পর্বতমালায় গিয়ে উঠে চিৎকার কর,
বাশান পর্বতে উচ্চকণ্ঠ শোনাও;
আবারিম থেকে চিৎকার কর,
কারণ তোমার সকল প্রেমিকের বিনাশ হল।

২১ তোমার সমৃদ্ধির দিনে আমি তোমার কাছে কথা বলেছিলাম,
কিন্তু তুমি নাকি বলেছিলে: 'না, আমি শুনব না!'
তোমার তরুণ বয়স থেকে তেমনই হল তোমার আচরণ:
তুমি আমার প্রতি কখনও বাধ্য হওনি।
২২ বাতাস তোমার সকল রাখালকে গ্রাস করবে,
তোমার প্রেমিকেরা সকলে বন্দিদশায় চলে যাবে।
তখন তোমার সমস্ত অপকর্মের কারণে
তোমাকে লজ্জিতা ও বিষণ্ণা হতে হবে।
২৩ হে লেবানন-নিবাসিনী, এরসগাছের মধ্যেই যার নীড়!
প্রসবযন্ত্রণার দিনে, আহা, তোমার কেমন ব্যথা হবে,
—প্রসবিনীর যন্ত্রণারই মত!

২৪ 'আমার জীবনের দিব্যি—প্রভুর উক্তি—যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ কনিয়া যদিও আমার ডান হাতের সীল-আঙটি হত, তবুও আমি আমার হাত থেকে তা ফেলে দিতাম। ২৫ যারা তোমার প্রাণনাশে সচেষ্ট, যাদের কারণে তুমি ভয়ে অভিভূত, আমি তোমাকে সেই বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজারের হাতে ও কাল্দীয়দের হাতে তুলে দেব। ২৬ তোমাকে ও তোমাকে যে প্রসব করেছে তোমার সেই মাকে তুলে অন্য দেশে ছুড়ে মারব; এবং সেই যে দেশে তোমাদের জন্ম হয়নি, সেই দেশেই তোমাদের মৃত্যু হবে। ২৭ কিন্তু যে দেশে ফিরে আসতে তাদের প্রাণ আকাঙ্ক্ষিত, সেখানে তারা ফিরে আসতে পারবে না।

২৮ এই কনিয়া কি তুচ্ছ ভগ্ন একটা পাত্র? এ কি এমন পাত্র যা কেউই পছন্দ করে না? তবে এ ও এর বংশ কেন বহিষ্কৃত হয়ে তাদের অজানা এক দেশে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে?'

২৯ হে দেশ, দেশ, দেশ! প্রভুর বাণী শোন! ৩০ প্রভু একথা বলছেন: 'এই লোক সম্বন্ধে লেখ: নিঃসন্তান, জীবনকালে অকৃতকার্য পুরুষ; কারণ এর বংশধরদের কেউই দাউদের সিংহাসনে আসীন হতে ও যুদার উপরে কর্তৃত্ব করতে সফল হবে না।'

মসীহমূলক ভবিষ্যদ্বাণী—ভাবী রাজা

২৩ 'ধিক্ সেই পালকদের, যারা আমার পালের মেষগুলিকে বিনষ্ট ও বিক্ষিপ্ত করে।'—প্রভুর উক্তি।
২ এজন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যে পালকেরা আমার জনগণকে চরাতে নিযুক্ত, তাদের সম্বন্ধে একথা বলছেন: 'তোমরা আমার মেষদের বিক্ষিপ্ত করেছ, তাদের তাড়িয়ে দিয়েছ, তাদের জন্য চিন্তা করনি; দেখ, আমি তোমাদের ও তোমাদের দুর্ব্যবহারের জন্য চিন্তা করব!—প্রভুর উক্তি। ৩ আমি যে সকল দেশে আমার পাল তাড়িয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে তার অবশিষ্টাংশকে নিজেই জড় করব, তাদের চারণভূমিতে ফিরিয়ে আনব; তারা উর্বর হবে ও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ৪ আমি তাদের জন্য এমন পালকদের উদ্ভব ঘটাব যারা তাদের চরাবে, যেন তাদের আর ভীত বা নিরাশ না হতে হয়; তাদের একটাও হারানো থাকবে না।' প্রভুর উক্তি।

৫ 'দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—
যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব;

তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন,
দেশজুড়ে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন।
৬ তাঁর দিনগুলিতে যুদা পরিত্রাণ পাবে
ও ইস্রায়েল ভরসাভরে বসবাস করবে;
তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন: "প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।"

৭ অতএব, দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন কেউ আর বলবে না: সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে এনেছেন; ৮ বরং তারা বলবে, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি উত্তর দেশ থেকেই ইস্রায়েলকুলের বংশধরদের বের করে এনেছেন, তাদের সেই সকল দেশ থেকেও বের করে এনেছেন, যেখানে তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলেন। আর তারা তাদের আপন দেশভূমিতে বসবাস করবে।'

নবীদের সংক্রান্ত বাণী

৯ নবীদের বিষয়।
আমার বুকে হৃদয় ফেটে যাচ্ছে,
আমার সমস্ত হাড় কেঁপে উঠছে;
প্রভুর কারণে ও তাঁর পবিত্র বাণীর কারণে
আমি মত্ত মানুষের মত,
আঙুররসে পরাভূত মানুষের মত।
১০ 'কেননা দেশ ব্যভিচারী মানুষে ভরা;
অভিশাপের কারণে সমগ্র দেশ শোক করছে;
প্রান্তরের চারণভূমি শুষ্ক হয়ে গেছে।
অপকর্মই তেমন লোকদের লক্ষ্য,
অন্যায়ই ওদের বল।
১১ নবী ও যাজক, উভয়েই ধূর্ত,
আমার নিজের গৃহেই আমি ওদের দুষ্কর্ম দেখেছি—প্রভুর উক্তি।
১২ তাই ওদের পক্ষে ওদের চলার পথ হবে পিচ্ছিল পথের মত,
অন্ধকারে তাড়িত হয়ে সেই অন্ধকারেই হবে ওদের পতন,
কারণ ওদের প্রতিফল-বর্ষে আমি ওদের উপরে অমঙ্গল ডেকে আনব।'
—প্রভুর উক্তি।

১৩ 'আমি সামারিয়ার নবীদের মধ্যে অযৌক্তিক বেশ কিছু দেখেছি।
তারা বায়াল-দেবের নামে ভবিষ্যদ্বাণী দিচ্ছিল,
এবং আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে পথভ্রষ্ট করছিল।
১৪ কিন্তু আমি যেরুসালেমের নবীদের মধ্যে ভীষণ খারাপ কিছু দেখেছি:
তারা ব্যভিচার করে ও মিথ্যায় অবলম্বন করে,
অপকর্মাদের এমন সহায়তা দেয় যে,

কেউ নিজের কুপথ থেকে ফেরে না;
আমার কাছে তারা সকলে সদোমের মত,
এবং সেখানকার অধিবাসীরা গমোরার মত।'
[১৫] তাই সেনাবাহিনীর প্রভু তেমন নবীদের বিষয়ে একথা বলছেন:
'দেখ, আমি তাদের নাগদানা খাওয়াব,
তাদের বিষাক্ত জল পান করাব,
কারণ যেরুসালেমের নবীদের মধ্য থেকে
ধূর্ততা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।'
[১৬] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
'সেই নবীরা তোমাদের কাছে যে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, তা তোমরা শুনো না;
তারা তোমাদের ভোলায়,
তাদের মনের যে মিথ্যাদর্শন, তারা তা-ই বলে,
প্রভুর মুখ থেকে যা নির্গত, তা নয়।
[১৭] যারা আমাকে অবজ্ঞা করে, তাদের ওরা শুধু বলে থাকে:
প্রভু একথা বলেছেন: তোমাদের শান্তি হবে!
এবং যারা নিজেদের জেদি হৃদয়ের অনুগামী, তাদের ওরা শুধু বলে থাকে:
তোমাদের উপর কোন অমঙ্গল এসে পড়বে না।

[১৮] কিন্তু কে প্রভুর মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর বাণী দেখতে ও শুনতে পেরেছে? কে তাঁর বাণী শুনে তার প্রতি বাধ্য হয়েছে?

[১৯] দেখ, প্রভুর ঝড়ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড ক্রোধে বইবে;
ঘূর্ণিবাতাস ও ঝড়ঝঞ্ঝা
দুর্জনদের মাথায় নেমে পড়বে।
[২০] প্রভুর ক্রোধ প্রশমিত হবে না,
যতদিন না তিনি নিজের মনের সঙ্কল্প সিদ্ধ ও সফল করেন।
অন্তিম দিনগুলিতে তোমরা তা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারবে।
[২১] আমি তো এই নবীদের পাঠাইনি,
অথচ তারা দৌড়োচ্ছে।
আমি তো তাদের কাছে কথা বলিনি,
অথচ তারা ভবিষ্যদ্বাণী দিচ্ছে।
[২২] তারা যদি আমার মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হয়ে থাকে,
তবে আমার জনগণের কাছে আমারই বাণী শুনিয়ে দিক,
তাদের কুপথ থেকে ও তাদের দুর্ব্যবহার থেকে তাদের ফিরিয়ে নিক।'
[২৩] 'আমি কি শুধু কাছেই ঈশ্বর?—প্রভুর উক্তি—
আমি কি দূরেও ঈশ্বর নই?

[২৪] কেউ কি এমন গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে যে,
আমি তাকে দেখতে পাব না?—প্রভুর উক্তি।
স্বর্গ ও মর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?'—প্রভুর উক্তি।

[২৫] 'যে নবীরা আমার নামে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, আমি তো শুনেছি তারা কী বলে; তারা বলে: স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্ন দেখেছি! [২৬] মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী দেয় ও নিজেদের মনের ছলনারই নবী, নবীদের মধ্যে এমন নবীরা আর কতকাল থাকবে? [২৭] তাদের প্রচেষ্টা এ: তাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন বায়াল-দেবের খাতিরে আমার নাম ভুলে গেছিল, তেমনি তারা একে অপরের কাছে নিজেদের স্বপ্নের বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমার জনগণকে আমার নাম ভুলে যেতে বাধ্য করছে। [২৮] যে নবী স্বপ্ন দেখেছে, সে স্বপ্ন বলেই তার বর্ণনা দিক; এবং যে আমার বাণী পেয়েছে, সে সত্য রক্ষা করে আমার সেই বাণী ব্যক্ত করুক।

গমের সঙ্গে খড়ের কি সম্পর্ক?—প্রভুর উক্তি—
[২৯] আমার বাণী কি আগুনের মত নয়?
—প্রভুর উক্তি—
তা কি এমন হাতুড়ির মত নয়, যা শৈল চূর্ণবিচূর্ণ করে?

[৩০] এজন্য দেখ, আমি সেই সকল নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি,—প্রভুর উক্তি—যারা একে অপরের কাছ থেকে আমার বাণী চুরি করে নেয়। [৩১] দেখ, আমি সেই সকল নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি,—প্রভুর উক্তি—যারা কেবল জিহ্বা নাড়ায়, অথচ বলে "প্রভুর উক্তি!" [৩২] দেখ, আমি সেই মিথ্যা স্বপ্নের নবীদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি,—প্রভুর উক্তি—যারা নিজেদের সেই স্বপ্ন বর্ণনা করে ও মিথ্যাকথা ও দাম্ভিকতা দ্বারা আমার জনগণকে ভ্রান্ত করে। আমি তাদের পাঠাইনি, তাদের কোন আজ্ঞাও দিইনি; তারা এই জনগণের কিছুমাত্র উপকারে আসবে না।' প্রভুর উক্তি।

[৩৩] আর যখন এই জনগণ বা কোন নবী বা যাজক তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'প্রভুর ভারবাণী কি?' তখন তুমি তাদের বলবে: তোমরাই প্রভুর ভার! আর আমি তোমাদের দূর করে দেব। প্রভুর উক্তি। [৩৪] আর যে কোন নবী, যাজক, বা জনসাধারণের মধ্যে যে কোন একজন বলবে, 'প্রভুর ভারবাণী!' আমি তাকে ও তার কুলকে শাস্তি দেব। [৩৫] নিজেদের মধ্যে, একে অপরকে, তোমাদের যা বলতে হবে, তা এ: 'প্রভু কি উত্তর দিয়েছেন?' এবং 'প্রভু কি বলেছেন?' [৩৬] কিন্তু তোমরা 'প্রভুর ভারবাণী' একথা আর উল্লেখ করো না, কারণ প্রত্যেকজনের নিজ নিজ বাণীই তার পক্ষে ভার বলে পরিগণিত হবে, কেননা তোমরা জীবনময় পরমেশ্বরের, আমাদের আপন পরমেশ্বর, সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণী বিকৃত করেছ। [৩৭] তুমি নবীর সঙ্গে এভাবে কথা বলবে: 'প্রভু তোমাকে কি উত্তর দিয়েছেন?' কিংবা 'প্রভু কি বলেছেন?' [৩৮] কিন্তু 'প্রভুর ভারবাণী' একথা যদি তোমরা বল, তবে প্রভু একথা বলছেন: 'তোমরা বারবার বলছ "প্রভুর ভারবাণী", অথচ আমি তোমাদের কাছে লোক পাঠিয়ে বলেছি, "প্রভুর ভারবাণী" একথা বলো না; [৩৯] এজন্য দেখ, আমি একটা ভারের মত তোমাদের একেবারে তুলে, তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে নগরী দিয়েছি, সেই নগরী থেকে ও আমার শ্রীমুখ থেকে তোমাদের ছুড়ে ফেলে দেব। [৪০] আমি তোমাদের উপরে এমন চিরকালীন দুর্নাম ও চিরকালীন অপমান রাখব, যা কখনও বিস্মৃত হবে না।'

দুই ডালি ডুমুরফল

২৪ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজার যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ যেকোনিয়াকে, যুদার নেতাদের,
শিল্পকার ও কর্মকারদের যেরুসালেম থেকে দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে যাওয়ার পর প্রভু
আমাকে একটা দর্শন দেখালেন; আর দেখ, প্রভুর মন্দিরের সামনে রয়েছে দুই ডালি ডুমুরফল। ২
এক ডালিতে ছিল আশুপক্ব ডুমুরফলের মত খুবই ভাল ফল, আর এক ডালিতে ছিল মন্দ ফল,
এতই মন্দ যে তা খাওয়া যায় না।

৩ প্রভু আমাকে বললেন, 'যেরেমিয়া, কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'আমি ডুমুরফল
দেখতে পাচ্ছি; ভাল ফল খুবই ভাল; এবং মন্দ ফল খুবই মন্দ, এতই মন্দ যে তা খাওয়া যায় না।'
৪ তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৫ 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর একথা
বলছেন: এই ভাল ফল যেমন সুদৃষ্টির পাত্র, তেমনি আমি যুদার যে নির্বাসিতদের এখান থেকে
কাল্দীয়দের দেশে পাঠিয়েছি, তাদের মঙ্গলের জন্য তাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখব। ৬ হ্যাঁ, তাদের
মঙ্গলের জন্য আমি তাদের উপর দৃষ্টি রাখব, এই দেশে তাদের ফিরিয়ে আনব, তাদের গেঁথে
তুলব, ভেঙে দেব না; তাদের রোপণ করব, উৎপাটন করব না। ৭ আমিই যে প্রভু, তা জানবার
যোগ্য হৃদয় তাদের দেব; তারা হবে আমার আপন জনগণ ও আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর,
কারণ তারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে। ৮ আর সেই যে মন্দ ফল এতই মন্দ যে
তা খাওয়া যায় না, তার প্রতি যেমন ব্যবহার—প্রভু একথা বলছেন—আমি যুদার রাজা
সেদেকিয়ার প্রতি, তার নেতাদের ও যেরুসালেমের অবশিষ্টাংশের প্রতি, অর্থাৎ এই দেশে যারা
রেহাই পেয়েছে ও মিশরে যারা বাস করছে, তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার করব। ৯ অমঙ্গলের
উদ্দেশ্যে আমি তাদের করব পৃথিবীর সকল রাজ্যের কাছে আতঙ্কের বস্তু; যে সমস্ত জায়গায় তাদের
তাড়িয়ে দেব, আমি সেখানে তাদের করব দুর্নাম, রূপকথা, বিদ্রূপ ও অভিশাপের পাত্র। ১০ আর
তাদের কাছে ও তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশভূমি দিয়েছি, তারা সেখান থেকে একেবারে
উচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করব।'

প্রভুর শাস্তির মাধ্যম বাবিলন

২৫ যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের চতুর্থ বর্ষে, অর্থাৎ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজারের
প্রথম বর্ষে, যুদার গোটা জনগণের জন্য এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। ২ যেরেমিয়া
নবী যুদার গোটা জনগণের ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের কাছে তা প্রচার করে বললেন: ৩
'আমোনের সন্তান যুদা-রাজ যোসিয়ার ত্রয়োদশ বর্ষ থেকে আজ পর্যন্ত, অর্থাৎ এই তেইশ বছর-কাল
ধরে প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং আমি তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তোমাদের
কাছে কথা বলেছি, কিন্তু তোমরা শুনলে না। ৪ প্রভু তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তাঁর সকল দাস সেই
নবীদের তোমাদের কাছে প্রেরণ করতে থাকলেন, কিন্তু তোমরা শুনলে না, শুনবার জন্যও কান
দিলে না; ৫ বাণী ছিল এ: তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ও নিজ নিজ আচরণের ধূর্ততা
থেকে ফের, তবে প্রভু প্রাচীনকাল থেকে চিরকালের মত তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে
দেশভূমি দিয়েছেন, তোমরা সেখানে বাস করতে পারবে। ৬ অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য ও
তাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করার জন্য তাদের অনুগামী হয়ো না, তোমাদের হাতে তৈরী বস্তু দিয়ে

আমাকে ক্ষুব্ধ করো না; তবে আমি তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটাব না। ৭ কিন্তু তোমরা আমার কথা
শুনলে না—প্রভুর উক্তি—এবং তোমাদের হাতে তৈরী বস্তু দিয়ে আমাকে ক্ষুব্ধ করে তোমাদের
নিজেদের অমঙ্গল ঘটিয়েছ। ৮ তাই সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: যেহেতু তোমরা আমার কথা
শুনলে না, ৯ সেজন্য দেখ, আমি উত্তরদিকের সকল গোত্রকে ও আমার দাস বাবিলন-রাজ
নেবুকাদ্রেজারকেও আনাব,—প্রভুর উক্তি—তাদের আমি এদেশের বিরুদ্ধে, তার অধিবাসীদের
বিরুদ্ধে ও তার চতুর্দিকের সমস্ত দেশগুলোর বিরুদ্ধে আনব, এদের বিনাশ-মানতের বস্তু করব,
আবার এদের এমন উৎসন্নস্থান করব, যেখানে আতঙ্কের চিৎকার ধ্বনিত হবে, আর এদের
ধ্বংসস্তূপের জায়গায় পরিণত করব। ১০ এদের মধ্য থেকে ফুর্তির সুর ও আনন্দের সুর, বরের কণ্ঠ
ও কনের কণ্ঠ, জাঁতার শব্দ ও প্রদীপের আলো নিঃশেষ করে দেব। ১১ গোটা অঞ্চলটা ধ্বংসস্তূপের
জায়গা ও উৎসন্নস্থান হবে, এবং এই দেশগুলো সত্তর বছর ধরে বাবিলন-রাজের বশীভূত হবে।

১২ সত্তর বছর-কাল পূর্ণ হলে আমি বাবিলন-রাজকে ও সেই দেশকে তাদের অপরাধের যোগ্য
শাস্তি দেব—প্রভুর উক্তি—হ্যাঁ, সেই কাল্দীয়দের দেশকে শাস্তি দেব ও তা চিরস্থায়ী উৎসন্নস্থান
করব। ১৩ আর সেই দেশের বিরুদ্ধে আমি যা কিছু বলেছি, এই পুস্তকে যা কিছু লেখা আছে,
যেরেমিয়া সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছে, ওই দেশের প্রতি আমার সেই সমস্ত বাণীর
সিদ্ধি ঘটাব। ১৪ কেননা বহু দেশ ও মহান রাজারা তাদের বশীভূত করবে, এভাবে আমি তাদের
কাজ অনুযায়ী ও তাদের হাতের কাজকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল তাদের দেব।'

জাতিগুলোর বিরুদ্ধে দৈববাণী

১৫ প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, আমাকে একথা বললেন: 'তুমি আমার ক্রোধের এই আঙুররসের
পানপাত্র নাও, এবং যে সকল দেশের কাছে আমি তোমাকে পাঠাই, তাদের তুমি তা পান করাও, ১৬
তা পান করে তারা যেন মত্ত হয় এবং তাদের মধ্যে যে খড়্গ আমি পাঠাব, তার সামনে দিশেহারা
হয়ে পড়ে।' ১৭ তাই আমি প্রভুর হাত থেকে সেই পানপাত্র নিলাম, এবং প্রভু যে সকল দেশের কাছে
আমাকে পাঠালেন, তাদের তা পান করালাম; ১৮ সেই দেশগুলো এই এই: যেরুসালেম ও যুদার
শহরগুলি এবং তার রাজারা ও নেতারা—যেন তারা ধ্বংসস্তূপ, অভিশাপ ও এমন উৎসন্নস্থানের
হাতে সমর্পিত হয়, যেখানে আতঙ্কের চিৎকার ধ্বনিত হয়—আর তেমনটি আজও ঘটছে—; ১৯
মিশর-রাজ ফারাও, তার পরিষদেরা, তার অধিনায়কেরা ও তার সমস্ত প্রজা; ২০ যত জাতের জাতি,
উজ দেশের সমস্ত রাজা, ও ফিলিস্তিনিদের দেশের সমস্ত রাজা, আস্কালোন, গাজা, এক্রোন ও
আসদোদের অবশিষ্টাংশ; ২১ এদোম, মোয়াব, ও আম্মোনীয়েরা, ২২ তুরসের সমস্ত রাজা, সিদোনের
সমস্ত রাজা ও সমুদ্রের ওপারে যে দ্বীপ, সেই দ্বীপের রাজারা, ২৩ দেদান, টেমা, বুজ, ও কেশকোণ
মুণ্ডিত সমস্ত লোক, ২৪ প্রান্তরবাসী আরবদের সমস্ত রাজা, ২৫ জিম্রির সমস্ত রাজা, এলামের সমস্ত
রাজা ও মেদিয়ার সমস্ত রাজা, ২৬ উত্তরদিকের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সমস্ত রাজা, নির্বিশেষে এই
সকলে; পৃথিবীর বুকে যত রাজ্য রয়েছে, পৃথিবীর সেই সমস্ত রাজ্য; আর এদের সকলের শেষে
শেশাখের রাজা পান করবে।

২৭ 'তুমি তাদের একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন:
তোমরা পান কর, মত্ত হও, বমি কর; এবং তোমাদের মধ্যে যে খড়্গ পাঠিয়েছি, তার সামনে

পতিত হও, আর উঠো না। ২৮ তারা তোমার হাত থেকে পাত্রটা নিতে অস্বীকার করলে তুমি তাদের
বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের অবশ্যই পান করতে হবে! ২৯ দেখ, যে নগরী
আমার আপন নাম বহন করে, আমি যখন প্রথম সেই নগরী দণ্ডিত করি, তখন তোমরা কি অদণ্ডিত
থাকতে দাবি করবে? না, তোমরা অদণ্ডিত থাকবে না, কারণ আমি পৃথিবীর সকল অধিবাসীদের
উপরে খড়্গ ডেকে আনব। সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।

৩০ তুমি এই সমস্ত কিছুর ভবিষ্যদ্বাণী দেবে; তাদের বলবে:

প্রভু ঊর্ধ্বলোক থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন,
তাঁর পবিত্র বাসস্থান থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন;
তিনি চারণভূমির বিরুদ্ধে তীব্র গর্জনধ্বনি তুলছেন,
মাড়াইকুণ্ডে আঙুর মাড়াই করে যারা,
তাদের মত তিনি হর্ষধ্বনি তুলছেন দেশের সকল অধিবাসীর বিরুদ্ধে।
৩১ পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তেমন শব্দ ছড়িয়ে পড়বে,
কারণ প্রভু দেশগুলোকে বিচারমঞ্চে উপস্থিত করছেন;
তিনি সমস্ত মানবজাতির বিচার করতে যাচ্ছেন,
দুর্জনদের খড়্গের হাতে তুলে দিচ্ছেন। প্রভুর উক্তি।
৩২ সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, অমঙ্গল এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে,
পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস উঠছে।

৩৩ সেদিন প্রভুর আঘাতগ্রস্ত যত মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে
পড়বে; তাদের জন্য কোন বিলাপগান হবে না, তাদের কেউ জড় করবে না, তাদের কবরও কেউ
দেবে না, কিন্তু তারা পড়ে থাকবে মাটির উপরে সারের মত।

৩৪ মেষপালকেরা, হাহাকার কর, চিৎকার কর!
পালের মনিবেরা, ধুলায় গড়াগড়ি দাও!
কারণ তোমাদের জবাইয়ের দিনগুলি এসে গেছে,
আর তোমরা একটা সেরা পাত্রের মত ভেঙে যাবে।
৩৫ পালকদের জন্য আশ্রয় থাকবে না,
পালের মনিবদের জন্যও রেহাই থাকবে না।
৩৬ শোন পালকদের চিৎকার!
শোন পালের মনিবদের হাহাকার,
কারণ প্রভু তাদের চারণভূমি বিনষ্ট করছেন;
৩৭ প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধের কারণে
শান্ত চারণমাঠ এখন নিস্তব্ধ।
৩৮ যুবসিংহ নিজের আস্তানা ছেড়ে আসছে;
উৎপীড়ক খড়্গের রোষের কারণে

ও তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের কারণে
তাদের দেশ এখন একটা ধ্বংসস্থান!'

যেরেমিয়াকে গ্রেপ্তার ও বিচার

২৬ যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের রাজত্বকালের আরম্ভে প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী
যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। ২ প্রভু একথা বললেন: 'প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়াও, এবং
যুদার সকল শহরের যে অধিবাসীরা প্রভুর গৃহে প্রণিপাত করতে আসে, আমি যে সকল বাণী বলতে
তোমাকে আজ্ঞা করেছি, তা তাদের শোনাও; একটা কথাও চেপে রেখো না। ৩ কি জানি, তারা
তোমার কথা শুনে প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফিরবে; তাহলে তাদের আচরণের ধূর্ততার
কারণে আমি তাদের যে অমঙ্গল করব বলে মনে করছিলাম, তা থেকে ক্ষান্ত হব। ৪ তাই তুমি
তাদের একথা বলবে: প্রভু একথা বলছেন, তোমরা যদি আমাকে না শোন, তোমাদের সামনে যে
নির্দেশগুলি আমি রেখেছি, যদি সেই নির্দেশপথে না চল, ৫ তোমাদের কাছে যাদের আমি নিজেই
তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে পাঠিয়ে আসছি, কিন্তু যাদের কথায় তোমরা কান দাওনি, আমার দাস সেই
নবীদের বাণী যদি মনোযোগ দিয়ে না শোন, ৬ তবে আমি এই গৃহকে শীলোর মত করব, এবং এই
নগরীকে করব পৃথিবীর সমস্ত দেশের কাছে অভিশাপের শামিল।'

৭ যখন যেরেমিয়া প্রভুর গৃহে এই সমস্ত কথা বলছিলেন, তখন যাজকেরা, নবীরা ও গোটা জনগণ
তা শুনতে পেল; ৮ তাই যেরেমিয়া, সমস্ত লোকের কাছে প্রভু যা কিছু বলতে তাঁকে আজ্ঞা
করেছিলেন, তা বলা শেষ করলে পর যাজকেরা, নবীরা ও গোটা জনগণ তাঁকে গ্রেপ্তার করল; তারা
বলল, 'তোমাকে মরতে হবে! ৯ তুমি কেন প্রভুর নামে এই ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছ যে, এই গৃহ শীলোর
মত হবে, এবং এই নগরী ধ্বংসিত ও নিবাসী-বিহীন হবে?' আর সমস্ত জনতা প্রভুর গৃহে
যেরেমিয়ার বিরুদ্ধে ভিড় করে সমবেত হল।

১০ ব্যাপারটা শুনে যুদার সমাজনেতারা রাজপ্রাসাদ থেকে প্রভুর গৃহে উঠে এলেন, এবং প্রভুর
গৃহের 'নতুন' দ্বারের প্রবেশস্থানে আসন নিলেন। ১১ তখন যাজকেরা ও নবীরা সমাজনেতাদের ও
গোটা জনগণকে বলল, 'লোকটা প্রাণদণ্ডের যোগ্য, কারণ এই নগরীর বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দিল,
যেমনটি তোমরা নিজেদের কানে শুনেছ।' ১২ কিন্তু যেরেমিয়া সকল সমাজনেতাকে ও গোটা
জনগণকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা যা শুনেছ, এই গৃহের ও এই নগরীর বিরুদ্ধে তেমন
ভবিষ্যদ্বাণী দিতে স্বয়ং প্রভুই আমাকে প্রেরণ করেছেন। ১৩ সুতরাং তোমরা এখন তোমাদের আচরণ
ও কাজকর্ম সংস্কার কর ও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, তবে প্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে
যে অমঙ্গলের কথা বলেছেন, তা ফিরিয়ে নেবেন। ১৪ আর আমি, এই যে, আমি তো তোমাদেরই
হাতে! আমাকে নিয়ে তোমরা যা ভাল ও ন্যায্য মনে কর, তাই কর। ১৫ তবু একথা নিশ্চিত হয়ে
জেনে রাখ যে, যদি আমাকে বধ কর, তোমরা তোমাদের নিজেদের উপরে, এই নগরীর উপরে ও
তার অধিবাসীদের উপরে নির্দোষীর রক্তপাতের অপরাধ ডেকে আনবে, কারণ তোমাদের কানে এই
সমস্ত কথা শোনাতে প্রভু সত্যিই আমাকে প্রেরণ করেছেন।' ১৬ সমাজনেতারা ও গোটা জনগণ তখন
যাজকদের ও নবীদের বলল: 'এই ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য নন, কেননা তিনি আমাদের পরমেশ্বর
প্রভুর নামে আমাদের কাছে কথা বলেছেন।'

[১৭] তখন দেশের প্রবীণবর্গের মধ্যে কয়েকজন উঠে গোটা জনগণকে বললেন, [১৮] 'যুদা-রাজ
হেজেকিয়ার সময়ে মোরাস্তীয় মিখা নবী ভবিষ্যদ্বাণী দিতেন; তিনি যুদার গোটা জনগণকে
বলেছিলেন,

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
সিয়োন লাঙল দ্বারা চাষ করা মাটির মত হবে,
যেরুসালেম ধ্বংসস্তূপের ঢিপি হবে,
এবং গৃহের পর্বত হবে ঝোপে ভরা উচ্চস্থান!

[১৯] বল দেখি, যুদা-রাজ হেজেকিয়া ও গোটা যুদা এজন্য কি তাঁকে বধ করেছিলেন? তাঁরা বরং কি
প্রভুকে ভয় করে প্রভুর শ্রীমুখ প্রশমিত করলেন না, যার ফলে প্রভু তাঁদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের
কথা বলেছিলেন, তা থেকে ক্ষান্ত হলেন? তবে আমরা এখন কি নিজেদের প্রাণের উপরে এত ভারী
অমঙ্গল আনব?'

[২০] উপরন্তু আর একজন লোক ছিলেন, যিনি প্রভুর নামে বাণী দিতেন; তিনি
কিরিয়াৎ-যেয়ারিম-নিবাসী শেমাইয়ার সন্তান উরিয়; তিনি যেরেমিয়ার সমস্ত বাণীর মত এই নগরীর
ও এই দেশের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন। [২১] আর যখন যেহোইয়াকিম রাজা, তাঁর সমস্ত বীরযোদ্ধা
ও সমস্ত জনপ্রধান সেই লোকের কথা শুনতে পেলেন, তখন রাজা তাঁকে বধ করতে চেষ্টা করলেন,
কিন্তু উরিয় তা শুনতে পেয়ে ভয়ে মিশরে পালিয়ে গেলেন। [২২] তথাপি যেহোইয়াকিম রাজা
আকবোরের সন্তান এল্নাথানকে ও তার সঙ্গে অন্য কয়েকজন লোককে মিশরে পাঠালেন। [২৩] তারা
উরিয়কে মিশর থেকে বের করে যেহোইয়াকিম রাজার কাছে আনল; রাজা তাঁকে খড়্গের আঘাতে
বধ করে তাঁর মৃতদেহ জনসাধারণের কবরস্থানে ফেলে দিলেন।

[২৪] যাই হোক, শাফানের সন্তান আহিকামের হাত যেরেমিয়ার পক্ষে দাঁড়াল, তাই প্রাণদণ্ডের জন্য
তাঁকে জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হল না।

হয় বশ্যতা স্বীকার, না হয় দুর্বিপাক

২৭ যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ সেদেকিয়ার রাজত্বকালের আরম্ভে প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী
যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। [২] প্রভু আমাকে একথা বলছেন: 'তুমি কয়েকটা চামড়ার ফিতা
ও জোয়াল যুগিয়ে তা নিজের ঘাড়ে রাখ। [৩] পরে যে দূতেরা যেরুসালেমে যুদা-রাজ সেদেকিয়ার
কাছে এসেছে, তাদের মধ্য দিয়ে এদোমের রাজার কাছে, মোয়াবের রাজার কাছে, আম্মোনীয়দের
রাজার কাছে, তুরসের রাজার কাছে ও সিদোনের রাজার কাছে এই সব কিছু পাঠাও, [৪] এবং যার
যার প্রভুর জন্য তাদের এই বাণী দাও: সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন,
তোমরা নিজ নিজ প্রভুকে একথা বলবে: [৫] আমিই মহাপ্রতাপে ও প্রসারিত বাহুতে পৃথিবীকে ও
পৃথিবী-বাসী মানুষ ও পশুদের গড়েছি, এবং যাকে খুশি তাকেই সেই সমস্ত দিয়ে থাকি! [৬] সম্প্রতি
আমি এই সকল দেশ আমার দাস বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের হাতে তুলে দিয়েছি; এবং তার
সেবা করতে বন্যজন্তুদেরও তার হাতে তুলে দিয়েছি। [৭] সকল দেশ তার বশ্যতা স্বীকার করবে, তার
সন্তানের ও তার পৌত্রের বশ্যতা স্বীকার করবে, যতদিন না তার দেশের জন্যও সময় আসে। তখন
বহু দেশ ও প্রতাপশালী রাজারা তাকে বশীভূত করবে। [৮] যে দেশ ও যে রাজ্য সেই বাবিলন-রাজ

নেবুকাদ্নেজারের বশ্যতা স্বীকার করবে না ও বাবিলন-রাজের জোয়ালের নিচে ঘাড় পাতবে না,
তাদের আমি খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা দণ্ডিত করব—প্রভুর উক্তি—যতদিন না তার হাত
দ্বারা সেই দেশ ধ্বংস করি। ৯ তাই তোমাদের যত নবী, মন্ত্রজালিক, স্বপ্নদর্শক, গণক ও মায়াবী
তোমাদের বলে: তোমরা বাবিলন-রাজের বশীভূত হবেই না! তাদের কথায় তোমরা কান দিয়ো
না; ১০ কারণ তারা তোমাদের মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী শোনায়, যার ফলে স্বদেশ থেকে তোমাদের
দেশছাড়া করা হবে, আমি তোমাদের বিক্ষিপ্ত করব, আর তোমাদের সর্বনাশ ঘটবে। ১১ কিন্তু যে
জাতি বাবিলন-রাজের জোয়ালের নিচে ঘাড় পাতবে ও তার বশীভূত হয়ে থাকবে—প্রভুর উক্তি—
আমি সেই জাতিকে স্বদেশে শান্ত অবস্থায় থাকতে দেব; তারা সেখানে চাষ করবে, সেখানে বসবাস
করবে।'

১২ যুদা-রাজ সেদেকিয়ার কাছে আমি ঠিক এইভাবে কথা বললাম: 'আপনারা আপনাদের ঘাড়
বাবিলন-রাজের জোয়ালের নিচে পেতে তাঁর ও তাঁর প্রজাদের বশীভূত হোন, তবে প্রাণ বাঁচাবেন।
১৩ যে দেশ বাবিলন-রাজের বশীভূত হয়ে থাকবে না, তার বিরুদ্ধে প্রভু যা কিছু বলেছেন, সেই
অনুসারে আপনি ও আপনার প্রজারা কেন খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মরতে চান? ১৪ যে নবীরা
আপনাদের বলে: আপনারা বাবিলন-রাজের বশীভূত হবেন না, তাদের সেই বাণীতে কান দেবেন
না, কারণ তারা আপনাদের মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী শোনায়। ১৫ কেননা আমি তো তাদের পাঠাইনি—
প্রভুর উক্তি—অথচ তারা আমার নামে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী দেয়; তাই আমি তোমাদের বিক্ষিপ্ত
করতে বাধ্য হব, আর এর ফলে তোমাদের ও যারা তোমাদের কাছে তেমন ভবিষ্যদ্বাণী শোনায়,
তাদেরও বিনাশ হবে।'

১৬ আমি যাজকদের ও গোটা জনগণকে বললাম, 'প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের যে নবীরা
তোমাদের কাছে এমন ভবিষ্যদ্বাণী শোনায়, যা অনুসারে প্রভুর গৃহের পাত্রগুলি বাবিলন থেকে অল্প
দিনের মধ্যেই ফিরিয়ে আনা হবে, তোমরা তাদের বাণীতে কান দিয়ো না, কেননা তারা তোমাদের
কাছে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী শোনায়। ১৭ তোমরা তাদের কথায় কান দিয়ো না; বাবিলন-রাজের বশ্যতা
স্বীকার কর, তবে বাঁচবে; এই নগরী কেন উৎসন্নস্থান হবে? ১৮ তারা যদি প্রকৃত নবী হয়, ও তাদের
সঙ্গে প্রভুর বাণী সত্যিই থাকে, তবে প্রভুর গৃহে, যুদার রাজপ্রাসাদে ও যেরুসালেমে যে সকল পাত্র
বাকি রয়েছে, তা যেন বাবিলনে না যায়, এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভুর কাছে মিনতি করুক।' ১৯ কারণ
দুই স্তম্ভ, সমুদ্রপাত্র ও পীঠগুলি, এবং যে সমস্ত পাত্র এই নগরীতে বাকি রয়েছে, ২০ অর্থাৎ
বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ যেকোনিয়াকে এবং যুদার ও
যেরুসালেমের সকল জনপ্রধানকে দেশছাড়া করে যেরুসালেম থেকে বাবিলনে নিয়ে যাবার সময়ে
যে সকল পাত্র নিয়ে যাননি, সেই সবকিছু সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন; ২১ হ্যাঁ, প্রভুর গৃহে, যুদার
রাজপ্রাসাদে ও যেরুসালেমে বাকি পাত্রগুলি সম্বন্ধে সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
একথা বলছেন: ২২ 'সেইসব কিছু বাবিলনে আনা হবে, এবং যে পর্যন্ত আমি তত্ত্বানুসন্ধান করতে না
যাব, সেপর্যন্ত সেইখানে থাকবে—প্রভুর উক্তি—পরে আমি সেগুলিকে এই স্থানে ফিরিয়ে আনব।'

হানানিয়ার সঙ্গে তর্ক

২৮ সেই বর্ষে, যুদা-রাজ সেদেকিয়ার রাজত্বকালের আরম্ভে, চতুর্থ বর্ষের পঞ্চম মাসে,

গিবেয়োন-নিবাসী আজ্জুরের সন্তান নবী হানানিয়া প্রভুর গৃহে যাজকদের ও গোটা জনগণের সামনে
আমাকে একথা বলল: ২ ‘সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, আমি
বাবিলন-রাজের জোয়াল ভেঙে ফেলব! ৩ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার এখান থেকে প্রভুর গৃহের যে
সমস্ত পাত্র বাবিলনে নিয়ে গেছে, তা আমি দু’বছরের মধ্যে এখানে ফিরিয়ে আনব। ৪ আমি
যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ যেকোনিয়াকে ও যুদা থেকে নির্বাসিত হয়ে যারা বাবিলনে
গিয়েছিল, তাদেরও এখানে ফিরিয়ে আনব—প্রভুর উক্তি—কারণ বাবিলন-রাজের জোয়াল ভেঙে
ফেলব।’

৫ নবী যেরেমিয়া যাজকদের সামনে, এবং প্রভুর গৃহে উপস্থিত লোকদের সামনে নবী হানানিয়াকে
উত্তর দিলেন। ৬ নবী যেরেমিয়া বললেন, ‘তাই হোক! প্রভু এমনটি করুন! প্রভুর গৃহের পাত্রগুলি
ও নির্বাসিত সকলকে বাবিলন থেকে এখানে ফিরিয়ে আনবার ব্যাপারে তুমি যে ভবিষ্যদ্বাণী দিলে,
প্রভু তোমার সেই সকল বাণী সিদ্ধ করুন। ৭ কিন্তু আমি তোমাকে ও এখানে উপস্থিত সকলকে যে
স্পষ্ট বাণী বলতে যাচ্ছি, তুমি তা ভাল মত শোন। ৮ আমার ও তোমার আগে সেকালের যত নবীরা
ছিল, তারা বহু দেশ ও মহা মহা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অমঙ্গল ও মহামারী বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী
দিয়েছিল। ৯ কিন্তু যে নবী শান্তির ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, তার বাণী সত্য হলেই সে সত্যিকারে প্রভু থেকে
প্রেরিত নবী বলে স্বীকৃতি পাবে।’

১০ তখন নবী হানানিয়া নবী যেরেমিয়ার ঘাড় থেকে সেই জোয়ালটা নিয়ে ভেঙে ফেলল। ১১ এবং
হানানিয়া গোটা জনগণের সামনে বলল, ‘প্রভু একথা বলছেন: এভাবেই আমি দু’বছরের মধ্যে
বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের জোয়াল ভেঙে সমগ্র জাতির ঘাড় থেকে তা দূর করে দেব।’ তাতে
নবী যেরেমিয়া চলে গেলেন।

১২ হানানিয়া নবী যেরেমিয়ার ঘাড় থেকে জোয়ালটা নিয়ে ভেঙে ফেলার পর প্রভুর বাণী
যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১৩ ‘হানানিয়াকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, তুমি
কাঠের জোয়াল ভেঙে ফেললে বটে, কিন্তু তার পরিবর্তে আমি লোহারই একটা জোয়াল তৈরি
করব। ১৪ কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: আমি এই সকল দেশের
ঘাড়ে লোহার জোয়াল চেপে দিলাম, যেন তারা বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের অধীন হয়।’ ১৫ তখন
নবী যেরেমিয়া নবী হানানিয়াকে বললেন, ‘হানানিয়া, শোন! প্রভু তোমাকে প্রেরণ করেননি, অথচ
তুমি এই লোকদের মিথ্যাকথায় বিশ্বাস করাচ্ছ। ১৬ তাই প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমাকে
পৃথিবীর বুক থেকে দূর করে দেব; এই বছরেই তোমার মৃত্যু হবে, কারণ তুমি প্রভুর বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ প্রচার করেছ।’ ১৭ সেই বছরের সপ্তম মাসে নবী হানানিয়ার মৃত্যু হয়।

নির্বাসিতদের কাছে পত্র

২৯ এগুলো হল সেই পত্রের কথা, যা নবী যেরেমিয়া যেরুসালেম থেকে পাঠালেন নির্বাসিত বাকি
প্রবীণদের কাছে, যাজকদের, নবীদের ও গোটা জনগণের কাছে, যাদের নেবুকাদ্নেজার যেরুসালেম
থেকে দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে গেছিলেন। ২ যেকোনিয়া রাজা, মাতারানী, উচ্চপদস্থ
রাজকর্মচারী, যুদা ও যেরুসালেমের সমাজনেতারা, শিল্পকার ও কর্মকারেরা যেরুসালেম থেকে চলে
যাওয়ার পরেই তিনি পত্রটা পাঠালেন। ৩ পত্রটা শাফানের সন্তান এলেয়াসা ও হিল্কিয়ার সন্তান

গেমারিয়ার হাতে পাঠানো হয়; এই দু'জনকে যুদা-রাজ সেদেকিয়া দ্বারা বাবিলন-রাজ
নেবুকাদ্রেজারের কাছে বাবিলনে পাঠানো হয়েছিল। পত্রের কথা এই:

৪ 'সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: যেরুসালেম থেকে দেশছাড়া করে
যাদের আমি বাবিলনে এনেছি, সেই সকল নির্বাসিত লোকের প্রতি আদেশ এ: ৫ তোমরা ঘর বেঁধে
সেখানে বাস কর; খেত-খামার করে তার ফল ভোগ কর; ৬ বিবাহ করে সন্তানসন্ততির জন্ম দাও;
ছেলেদের জন্য স্ত্রী বেছে নাও ও মেয়েদের বিবাহ দাও, যেন তারাও সন্তানসন্ততি উৎপন্ন করে।
সেখানে বংশবৃদ্ধি কর, তোমাদের জনসংখ্যা যেন হ্রাস না পায়। ৭ আমি যে শহরে তোমাদের
নির্বাসিত অবস্থায় এনেছি, তার সমৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাক; তার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর,
যেহেতু তার সমৃদ্ধির উপরেই তোমাদের নিজেদের সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

৮ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমাদের মধ্যে যত নবী ও
মন্ত্রজালিক এখনও রয়েছে, তারা যেন তোমাদের না ভোলায়; তারা যে স্বপ্ন দেখে, তাতে তোমরা
কান দিয়ো না; ৯ কারণ তারা তোমাদের কাছে আমার নামে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী দেয়; আমি তাদের
পাঠাইনি—প্রভুর উক্তি।

১০ তাই প্রভু একথা বলছেন: বাবিলনকে মঞ্জুর করা সেই সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ার পর আমি
তোমাদের দেখতে আসব এবং তোমাদের পক্ষে আমার মঙ্গলবাণী সিদ্ধ করব, হ্যাঁ, তোমাদের
আবার এইখানে ফিরিয়ে আনব। ১১ কারণ আমি তো জানি তোমাদের জন্য কী কী পরিকল্পনা
করেছি—প্রভুর উক্তি—, শান্তিরই পরিকল্পনা, অমঙ্গলের পরিকল্পনা নয়, যেন তোমাদের দিতে
পারি একটা ভবিষ্যৎ, একটা আশা। ১২ তোমরা আমাকে ডাকবে, আমার কাছে এসে প্রার্থনা করবে,
আর তখনই আমি তোমাদের সাড়া দেব; ১৩ তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে
পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে; ১৪ আমি তোমাদের নিজের উদ্দেশ পেতে
দেব—প্রভুর উক্তি—তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব, এবং যে সকল দেশের মধ্যে ও যে সকল
জায়গায় তোমাদের বিক্ষিপ্ত করেছি, সেই সকল জায়গা থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব—প্রভুর
উক্তি—এবং যেখান থেকে তোমাদের নির্বাসিত করেছি, সেইখানে তোমাদের ফিরিয়ে আনব।'

১৫ নিশ্চয় তোমরা বলবে: 'প্রভু বাবিলনে আমাদের জন্য নবীর উদ্ভব ঘটিয়েছেন,' ১৬ কিন্তু,
দাউদের সিংহাসনে আসীন রাজার বিষয়ে ও এই নগরবাসী গোটা জনগণের বিষয়ে, তোমাদের যে
ভাইয়েরা তোমাদের সঙ্গে নির্বাসন-দেশে যায়নি, সেই সকলের বিষয়ে প্রভুর বাণী এ: ১৭
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'দেখ, আমি তাদের উপরে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ
করতে যাচ্ছি, এবং তাদের পচা ডুমুরফলের মত করব—এতই মন্দ যে তা খাওয়া যায় না। ১৮ আমি
খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করব, এবং পৃথিবীর সকল রাজ্যের কাছে
তাদের আশঙ্কার বস্তু করব; এবং এমনটি করব যে, যে সকল জাতির মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছি,
সেই সকল জাতির কাছে তারা অভিশাপ ও বিস্ময়ের বস্তু হবে, ও এমন উৎসন্নস্থানে পরিণত হবে,
যেখানে আতঙ্কের চিৎকার ধ্বনিত; ১৯ কারণ—প্রভুর উক্তি—আমি তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তাদের
কাছে আমার আপন দাস সেই নবীদের প্রেরণ করলেও তারা আমার বাণীতে কান দিল না; না!
তারা শুনতে চাইল না।' প্রভুর উক্তি।

২০ সুতরাং, তোমরা যত নির্বাসিত লোক, যাদের আমি যেরুসালেম থেকে বাবিলনে পাঠিয়েছি,

তোমরা সকলে প্রভুর বাণী শোন: ২১ 'কোলাইয়ার সন্তান আহাব ও মাসেইয়ার সন্তান সেদেকিয়া,
যারা আমার নামে তোমাদের কাছে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী শোনায়, তাদের বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রভু,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, তাদের আমি বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের হাতে
তুলে দেব, আর সে তোমাদের চোখের সামনে তাদের মৃত্যু ঘটাবে। ২২ আর বাবিলনে যুদার যত
নির্বাসিত লোক আছে, তাদের মধ্যে ওই দুই লোকের দশা ভিত্তি করে এই অভিশাপের কথা প্রচলিত
হবে, "বাবিলন-রাজ যে সেদেকিয়াকে ও আহাবকে আগুনে ঝলসে দিয়েছিলেন, তাদের মত প্রভু
তোমার প্রতিও করুন!" ২৩ কেননা তারা ইস্রায়েলের মধ্যে ঘৃণ্য কাজ সাধন করেছে, প্রতিবেশীর
স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে, এবং আমি তাদের কোন আজ্ঞা না দিলেও তারা আমার নামে কথা
বলেছে। আমিই জানি, আমিই সাক্ষী। প্রভুর উক্তি।'

২৪ তুমি নেহেলামীয় শেমাইয়াকে একথা বলবে: ২৫ 'সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
একথা বলছেন: তুমি যেরুসালেমের সকল লোকের কাছে ও মাসেইয়ার সন্তান জেফানিয়া যাজক ও
সকল যাজকের কাছে নিজেরই উদ্যোগে এই পত্রগুলি পাঠিয়েছ, যথা: ২৬ প্রভু যেহোইয়াদা যাজকের
বদলে তোমাকে যাজকপদে নিযুক্ত করেছেন, যেন তুমি প্রভুর গৃহের অধ্যক্ষ হও যাতে করে যে
কোন লোক ক্ষিপ্ত হয়ে নিজেকে নবী বলে দেখাচ্ছে, তাকে তুমি হাঁড়িকাঠে ও বেড়িতে আটকাও। ২৭
আচ্ছা, আনাথোতীয় যে যেরেমিয়া তোমাদের কাছে নিজেকে নবী বলে দেখায়, তাকে তুমি কেন
বশীভূত কর না? ২৮ বাস্তবিকই সে বাবিলনে আমাদের কাছে একথা বলে পাঠিয়েছে যে, দেরি হবে!
তোমরা ঘর বেঁধে বাস কর, খেত-খামার করে তার ফল ভোগ কর!'

২৯ জেফানিয়া যাজক যেরেমিয়া নবীর সাক্ষাতে পত্রটা পাঠ করার পর ৩০ প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার
কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৩১ 'তুমি সকল নির্বাসিত লোকের কাছে একথা বলে পাঠাও: প্রভু
নেহেলামীয় শেমাইয়ার বিষয়ে একথা বলেন: আমি শেমাইয়াকে না পাঠালেও যেহেতু সে তোমাদের
কাছে নবীরূপে কথা বলেছে ও মিথ্যার উপরেই তোমাদের ভরসা রাখিয়েছে, ৩২ সেজন্য প্রভু একথা
বলছেন, দেখ, আমি নেহেলামীয় শেমাইয়াকে ও তার বংশকে শাস্তি দেব; তার কোন পুত্রসন্তান এই
জাতির মধ্যে বাস করবে না; আর আমি আমার আপন জনগণের যে মঙ্গল করব, তাও সে দেখতে
পাবে না—প্রভুর উক্তি—যেহেতু সে প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করেছে।'

ইস্রায়েলের ভাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠা

৩০ প্রভুর কাছ থেকে যে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ: ২ 'প্রভু, ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর, একথা বলছেন: আমি তোমার কাছে যে সকল কথা বলেছি, তা একটা পুঁথিতে লিখে
রাখ, ৩ কেননা দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি আমার আপন জনগণ
ইস্রায়েলের ও যুদার দশা ফেরাব; আর আমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দিয়েছি, সেই দেশে
তাদের ফিরিয়ে আনব আর তারা তা অধিকার করবে।' ৪ ইস্রায়েল ও যুদা সম্বন্ধে প্রভু যে সকল কথা
বললেন, তা এই:

৫ প্রভু একথা বলছেন:
'ভয়ের চিৎকার শোনা হচ্ছে,
সন্ত্রাসেরই চিৎকার, শান্তির নয়।

৬ তোমরা এবার জিজ্ঞাসা করে দেখ,
পুরুষ কি প্রসব করতে পারে?
তবে আমি কেন এত পুরুষ দেখছি,
যারা প্রসবিনীর মত কোমরে হাত দেয়?
কেন সকলের মুখ বিষাদে ম্লান হচ্ছে? হায়!
৭ কেননা সেই দিনটি মহান,
তার মত দিন আর নেই!
দিনটি হবে যাকোবের সঙ্কটকাল,
কিন্তু তেমন দিন থেকে সে পরিত্রাণকৃত হয়েই বের হবে।

৮ সেইদিন—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি তার ঘাড় থেকে জোয়ালটা খুলে ভেঙে দেব, তার যত বেড়ি ছিন্ন করব; তারা বিদেশীদের দাস আর হবে না। ৯ তারা বরং তাদের পরমেশ্বর প্রভুরই ও তাদের সেই রাজা দাউদেরই দাস হবে, যাঁর উদ্ভব আমি তাদের জন্য ঘটাব।

১০ তাই তুমি, হে আমার দাস যাকোব, ভয় করো না।
প্রভুর উক্তি।
ইস্রায়েল, হতাশ হয়ো না;
কেননা দেখ, আমি দূরদেশ থেকে তোমাকে ত্রাণ করব,
বন্দিদশার দেশ থেকে তোমার বংশের পরিত্রাণ সাধন করব।
যাকোব ফিরে এসে শান্তি ভোগ করবে,
সে নির্ভয়ে বাস করবে, তাকে ভয় দেখাবে এমন কেউ থাকবে না।
১১ কেননা তোমার পরিত্রাণ সাধন করার জন্য
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি—প্রভুর উক্তি।
আমি যাদের মধ্যে তোমাকে বিক্ষিপ্ত করেছি,
সেই সকল দেশ নিঃশেষে সংহার করব;
কিন্তু তোমাকে নিঃশেষে সংহার করব না;
অর্থাৎ মাত্রা বজায় রেখে তোমাকে শাস্তি দেব,
তবু তোমাকে সম্পূর্ণরূপে অদণ্ডিত রাখব না।'

১২ প্রভু একথা বলছেন:
'তোমার সর্বনাশ প্রতিকারের অতীত,
তোমার ঘা নিরাময়ের অতীত।
১৩ তোমাকে যত্ন করার মত কেউ নেই,
তোমার ঘায়ের জন্য ঔষধ নেই, পটিও নেই।
১৪ তোমার প্রেমিকেরা সকলে তোমাকে ভুলে গেছে,
তারা তোমাকে আর খোঁজ করে না;
কারণ আমি তোমাকে

শত্রুর আঘাতেরই মত আঘাত করেছি,
কঠোর শাস্তিতেই তোমাকে আঘাত করেছি,
কেননা তোমার শঠতা সত্যিই বড়,
তোমার পাপরাশিও অসংখ্য।
১৫ তোমার সর্বনাশের জন্য কেন চিৎকার করছ?
তোমার ঘা তো প্রতিকারের অতীত!
তোমার মহা শঠতা ও তোমার পাপরাশির কারণেই
আমি তোমার প্রতি এইভাবে ব্যবহার করেছি।
১৬ কিন্তু যারা তোমাকে গ্রাস করে, তাদের সকলকে গ্রাস করা হবে;
তোমার অত্যাচারীরা সকলেই বন্দিদশায় চলে যাবে;
তোমাকে লুট করেছে যারা, তাদের লুট করা হবে,
আর তোমাকে অপহরণ করেছে যারা, তাদের অপহরণ করা হবে।
১৭ কারণ আমি তোমার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেব,
তোমার সমস্ত ঘা নিরাময় করব। প্রভুর উক্তি।
কেননা, হে সিয়োন, তারা তোমাকে সেই পরিত্যক্তা বলে ডাকে,
কেউ যার যত্ন করে না।'

১৮ প্রভু একথা বলছেন:
'দেখ, আমি যাকোবের তাঁবুগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবই করব;
তার আবাসের প্রতি করুণা দেখাব।
নগরী নিজের ধ্বংসস্তূপের উপরে পুনর্নির্মিত হবে,
রাজপুরীও পুনর্নির্মিত হবে তার প্রকৃত স্থানে।
১৯ সেখান থেকে ধ্বনিত হবে স্তবগান ও উৎসবমুখর লোকদের সুর;
আমি তাদের বংশবৃদ্ধি করব, তারা হ্রাস পাবে না;
আমি তাদের সম্মানের পাত্র করব, তারা আর অবনমিত হবে না;
২০ তাদের সন্তানেরা আগের মতই হবে,
তাদের জনমণ্ডলী আমার সামনে হবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত;
কিন্তু তাদের বিরোধীদের আমি শাস্তি দেব।
২১ তাদের নেতা তাদেরই মধ্যে একজন হবেন;
তাদেরই মধ্য থেকে উৎপন্ন এক ব্যক্তি হবেন তাদের শাসনকর্তা।
আমি তাঁকে কাছে আনব, আর তিনি আমার কাছে আসবেন;
কেননা সে কে যে আমার কাছে আসবার জন্য
নিজের প্রাণের ঝুঁকি নেবে?
—প্রভুর উক্তি—
২২ তোমরা হবে আমার আপন জনগণ
আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।

[২৩] দেখ, প্রভুর ঝড়ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড ক্রোধে বইবে!
—প্রচণ্ডই এক ঝঞ্ঝা, যা দুর্জনদের মাথায় নেমে পড়বে!
[২৪] প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ প্রশমিত হবে না,
যতদিন না তিনি নিজের মনের সঙ্কল্প সিদ্ধ ও সফল করেন!
অন্তিম দিনগুলিতেই তোমরা তা বুঝতে পারবে।'

৩১ [১] প্রভু একথা বলছেন:
'সেসময়ে আমি হব ইস্রায়েলের সকল গোত্রের আপন পরমেশ্বর,
আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।'
[২] প্রভু একথা বলছেন:
'যে জনগণ খড়্গ থেকে রেহাই পেয়েছে,
তারা প্রান্তরেই অনুগ্রহ পেয়েছে;
ইস্রায়েল এবার তার বিশ্রামস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'
[৩] দূর থেকে প্রভু আমাকে দেখা দিয়েছেন:
'চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই
আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি।
[৪] আমি তোমাকে পুনর্নির্মাণ করব আর তুমি, ইস্রায়েল-কুমারী, পুনর্নির্মিত হবে।
তুমি আবার হবে তোমার খঞ্জনিতে বিভূষিতা,
উৎসবমুখর জনতার মাঝে নেচে নেচে এগিয়ে চলবে।
[৫] সামারিয়ার পর্বতমালায় তুমি আবার আঙুরগাছ পুঁতবে,
যারা পুঁতবে, তারা পুঁতবার পর ফল ভোগ করবে।
[৬] এমন দিন আসবে,
যে দিন এফ্রাইমের পর্বতে পর্বতে প্রহরীরা চিৎকার করে বলবে:
ওঠ, চল, আমরা সিয়োনে যাই,
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে যাই!'
[৭] কেননা প্রভু একথা বলছেন:
'যাকোবের জন্য তোমরা সানন্দে চিৎকার কর,
সর্বদেশের মধ্যে প্রধান যে দেশ তার উদ্দেশে উচ্চধ্বনি তোল,
ঘোষণা কর, প্রশংসাবাদ কর, চিৎকার করে বল:
প্রভু তাঁর আপন জনগণকে,
ইস্রায়েলের অবশিষ্ট অংশকে ত্রাণ করেছেন।'

[৮] দেখ, আমি উত্তর দেশ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনছি,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তাদের জড় করছি;
তাদের মধ্যে রয়েছে অন্ধ ও খোঁড়া, গর্ভবতী ও প্রসবিনী,
—বিপুল জনতা হয়ে তারা একসঙ্গে এখানে ফিরে আসবে।

৯ তারা ফিরে আসবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে,
তারা প্রার্থনা করতে করতেই আমি তাদের ফিরিয়ে আনব ;
আমি তাদের জলস্রোতের ধারে চালনা করব,
এমন সরল পথ দিয়ে তাদের চালনা করব,
যে পথে তারা হোঁচট খাবে না ;
কেননা ইস্রায়েলের পক্ষে আমি পিতা,
এফ্রাইম আমার প্রথমজাত পুত্র।

১০ জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন,
সুদূর উপকূলে তা প্রচার কর ; বল :
'যিনি ইস্রায়েলকে বিক্ষিপ্ত করলেন,
তিনি তাকে সংগ্রহ করেন,'
তিনি তাকে রক্ষা করেন, মেষপালক নিজের পাল রক্ষা করে যেমন।
১১ কারণ প্রভু যাকোবের মুক্তি সাধন করলেন,
তার চেয়ে শক্তিশালীর হাত থেকে তাকে উদ্ধার করলেন।
১২ তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে,
প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—
তারা গম, নতুন আঙুররস, তেল,
মেষ ও পশুপালের উপর উল্লাস করবে ;
তারা জলসিক্ত বাগানেরই মত হবে,
তাদের আর কখনও দুঃখ হবে না।
১৩ তখন যুবতী নেচে নেচে আনন্দ করবে,
যুবা-বৃদ্ধও মিলে আনন্দ করবে ;
আমি তাদের শোক পুলকেই পরিণত করব,
তাদের সান্ত্বনা দেব ; দুঃখের পর তাদের আনন্দিত করব।
১৪ যাজকদের প্রাণ ভরিয়ে তুলব পরমদানে,
আমার জনগণ পরিতৃপ্ত হবে আমার মঙ্গলদানে—প্রভুর উক্তি।

১৫ প্রভু একথা বলছেন :
'রামায় শোনা গেল এক সুর—বিলাপ ও তিক্ত কান্নার সুর।
রাখেল নিজ সন্তানদের জন্য কাঁদছে ;
কোন সান্ত্বনা মানছে না, কারণ তারা আর নেই !'
১৬ প্রভু একথা বলছেন :
'তোমার বিলাপ, তোমার চোখের জল সংযত রাখ,
কারণ তোমার শ্রমের জন্য একটা মজুরি আছেই—প্রভুর উক্তি—
তারা শত্রুদেশ থেকে ফিরে আসবে।

[১৭] তোমার ভবিষ্যতের একটা আশা আছেই—প্রভুর উক্তি—
তোমার সন্তানেরা তাদের আপন অঞ্চলে ফিরে আসবে।
[১৮] আমি তো শুনেইছি এফ্রাইমের খেদের এই কথা:
তুমি আমাকে শাস্তি দিয়েছ, আর আমি সেই শাস্তি ভোগ করেছি,
—দমিত নয় এমন একটা বাছুরের মত!
আমাকে ফিরিয়ে আন, তবে আমি ফিরে আসব,
তুমিই যে আমার পরমেশ্বর প্রভু।
[১৯] পথভ্রষ্ট হওয়ার পর আমি তো করেছি অনুতাপ,
আমার চেতনা হওয়ার পর আমি তো চাপড়িয়েছি বুক।
লজ্জা বোধ করেছি, আমি এখন নিতান্ত বিষণ্ন,
আমি যে আমার যৌবনকালের সেই দুর্নাম বহন করছি!
[২০] এফ্রাইম কি আমার প্রিয় সন্তান নয়?
সে কি আমার প্রীতিভাজন বালক নয়?
তাকে যত ভর্ৎসনা করেছি,
আমার কাছে তত উজ্জ্বল হল তার স্মরণ!
এজন্য আমার অন্তর তার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে,
তার প্রতি আমার স্নেহ গভীর।' প্রভুর উক্তি।

[২১] তুমি জায়গায় জায়গায় পথের চিহ্ন রাখ,
নির্দেশ-স্তম্ভ স্থাপন কর,
যে পথে চলেছ, সেই রাস্তায় মন নিবদ্ধ রাখ।
হে ইস্রায়েল-কুমারী, ফিরে এসো,
তোমার এই সকল শহরে ফিরে এসো।
[২২] হে বিদ্রোহিণী কন্যা,
আর কতকাল অস্থির হয়ে চলবে?
কেননা প্রভু পৃথিবীতে নবীন কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন:
নারীই নরকে ঘিরে রাখবে।

যুদার ভাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠা

[২৩] সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: 'আমি যখন তাদের বন্দিদের ফিরিয়ে আনব, তখন যুদা দেশে ও তার সকল শহরে আবার একথা বলা হবে: হে ধর্মময়তার নিবাস, হে পবিত্র পর্বত, প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করুন।

[২৪] যুদা ও তার সকল শহর, এবং কৃষকেরা ও যারা পালের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে, তারা সেখানে মিলে বাস করবে। [২৫] কারণ আমি শ্রান্ত প্রাণকে আপ্যায়িত করব ও অবসন্ন প্রাণকে পরিতৃপ্ত করব।'

[২৬] তখন আমি জেগে উঠে দৃষ্টিপাত করলাম; আমার ঘুম মধুর লাগল।

নতুন ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা

[২৭] প্রভু একথা বলছেন, 'দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন আমি মানুষ ও গবাদি পশুর বীজ
দ্বারা ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলকে উর্বর করব। [২৮] আর যেমন আমি উৎপাটন ও ভাঙন, নিপাত ও
বিনাশের জন্য তাদের উপর জাগ্রত দৃষ্টি রাখলাম, তেমনি গাঁথা ও রোপণের জন্যও তাদের উপর
জাগ্রত দৃষ্টি রাখব।' প্রভুর উক্তি। [২৯] 'সেই দিনগুলিতে কেউই আর বলবে না :

পিতারা অম্ল আঙুরফল খেলে
ছেলেদেরই দাঁত টকেছে।

[৩০] বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ শঠতার কারণে মৃত্যু ভোগ করবে ; যে কেউ অম্ল আঙুররস খাবে,
তারই দাঁত টকবে।'

নতুন সন্ধি স্থাপন

[৩১] 'দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক
নতুন সন্ধি স্থাপন করব। [৩২] মিশর দেশ থেকে তাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার জন্য যখন
আমি তাদের হাত ধরেছিলাম, তখন আমি তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলাম, এই সন্ধি সেই
অনুসারে নয় ; আমি তাদের প্রভু হলেও তারা আমার সেই সন্ধি লঙ্ঘন করল—প্রভুর উক্তি। [৩৩] এটি
হবে সেই সন্ধি যা আমি সেই দিনগুলির পরে ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব—প্রভুর উক্তি : আমি
তাদের অন্তঃস্থলে আমার নির্দেশগুলি রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব। তখন আমি হব
তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ। [৩৪] "তোমরা প্রভুকে জানতে শেখ!"
একথা ব'লে আপন প্রতিবেশীকে ও ভাইকে উপদেশ দেওয়া আর কারও প্রয়োজন হবে না, কারণ
তারা ছোট বড় সকলেই আমাকে জানবে—প্রভুর উক্তি—কেননা আমি তাদের শঠতা ক্ষমা করব,
তাদের পাপও আর স্মরণে আনব না।'

ইস্রায়েলের প্রতি প্রভুর অবিচ্ছেদ্য আসক্তি

[৩৫] যিনি দিনমানে আলোর জন্য সূর্য,
ও রাত্রিকালে আলোর জন্য চন্দ্র ও তারানক্ষত্র নিযুক্ত করেছেন,
যিনি সমুদ্র আলোড়িত করেন ও তার তরঙ্গমালার গর্জনধ্বনি তোলান,
সেনাবাহিনীর প্রভুই যাঁর নাম,
সেই প্রভু একথা বলছেন :
[৩৬] 'এই সকল বিধিনিয়ম যখন আমার সামনে থেকে নিঃশেষিত হবে,
—প্রভুর উক্তি—
তখনই ইস্রায়েল-বংশ আমার সামনে থেকে
জাতিরূপে নিঃশেষিত হবে চিরকাল ধরে।'
[৩৭] প্রভু একথা বলছেন :
'যদি ঊর্ধ্বে আকাশমণ্ডল পরিমাপ করা যায়,
নিম্নে পৃথিবীর ভিত যদি তলিয়ে দেখা যায়,

তবে আমিও তাদের সাধিত সমস্ত কাজের জন্য
ইস্রায়েলের গোটা বংশকে ত্যাগ করব।' প্রভুর উক্তি।

ভাবী পুনর্নির্মিতা যেরুসালেমের গৌরব

৩৮ 'দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন হানানেয়েল-দুর্গ থেকে কোণ-দ্বার পর্যন্ত
নগরী প্রভুর উদ্দেশে পুনর্নির্মিত হবে। ৩৯ সেখান থেকে মানদড়ি বরাবর সম্মুখপথে গারেব
উপপর্বতের উপর দিয়ে টানা হবে, ও ঘুরে গোয়াতে গিয়ে পৌঁছবে। ৪০ লাশ ও ছাইয়ে ভরা সমস্ত
উপত্যকা ও কেদ্রোন খাদনদী পর্যন্ত সকল মাঠ, পুবদিকে অশ্ব-দ্বারের কোণ পর্যন্ত, প্রভুর উদ্দেশে
পবিত্র বলে ঘোষণা করা হবে; তা কোন কালেও আর আলোড়িত বা বিধ্বস্ত হবে না।'

যুদার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক চিহ্ন

৩২ যুদা-রাজ সেদেকিয়ার দশম বর্ষে, অর্থাৎ নেবুকাদ্রেজারের অষ্টাদশ বর্ষে, প্রভুর কাছ থেকে যে
বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ।
২ সেসময়ে বাবিলন-রাজের সৈন্যসামন্ত যেরুসালেম অবরোধ করছিল, এবং যেরেমিয়া নবী যুদার
রাজপ্রাসাদে, কারাবাসের প্রাঙ্গণে, আবদ্ধ ছিলেন, ৩ যেহেতু যুদা-রাজ সেদেকিয়া এই বলে তাঁকে
আটকিয়ে রেখেছিলেন: 'তুমি কেন তেমন ভবিষ্যদ্বাণী দিচ্ছ? তথা: প্রভু একথা বলছেন: দেখ,
আমি এই নগরী বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেব, আর সে তা হস্তগত করবে; ৪ যুদা-রাজ
সেদেকিয়া কাল্দীয়দের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না; না, তাকে বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেওয়া
হবে, তার মুখোমুখি হয়ে তার সঙ্গে কথা বলবে ও নিজের চোখেই তাকে দেখবে; ৫ সে
সেদেকিয়াকে বাবিলনে নিয়ে যাবে, এবং আমি তাকে না দেখতে যাওয়া পর্যন্ত সে সেখানে
থাকবে—প্রভুর উক্তি। তোমরা কাল্দীয়দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে সফল হবে না।'
৬ যেরেমিয়া বললেন, 'প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৭ দেখ, তোমার জেঠা
মশায় শাল্লুমের সন্তান হানামেল তোমার কাছে এসে একথা বলবে: আনাথোতে আমার যে জমি
আছে, তা তুমি কিনে নাও, কারণ তা কিনবার জন্য মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার তোমারই।' ৮ পরে
প্রভুর কথামত আমার জেঠার সন্তান হানামেল কারাবাসের প্রাঙ্গণে আমার কাছে এসে বলল,
'দোহাই আপনার, বেঞ্জামিন-এলাকায় আনাথোতে আমার যে জমি আছে, তা আপনি কিনে নিন;
কারণ উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার ও মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার আপনার। তাই তা কিনে নিন।'
তখন আমি বুঝতে পারলাম, এ প্রভুর আদেশ; ৯ তাই জেঠা মশায়ের সন্তান আনাথোৎ-নিবাসী
হানামেলের কাছ থেকে জমিটা কিনলাম, ও তাকে তার মূল্য বুঝিয়ে দিলাম: সতের রুপোর
শেকেল। ১০ আর দলিলপত্র লিখে তাতে সীল মারলাম, এবং সাক্ষীদের ডেকে সেই রুপো নিক্তিতে
ওজন করে দিলাম।
১১ পরে নিয়মনীতি অনুসারে আমি সীল মারা দলিলপত্র ও তার খোলা অনুলিপি নিলাম, ১২ ও
আমার জ্ঞাতি হানামেলের সাক্ষাতে, এবং দলিলপত্রে স্বাক্ষরকারী সাক্ষীদের সাক্ষাতে, কারাবাসের
প্রাঙ্গণে উপস্থিত সমস্ত ইহুদীদের সাক্ষাতে দলিলপত্রটাকে মাহসিয়ার পৌত্র নেরিয়ার সন্তান
বারুকের হাতে তুলে দিলাম। ১৩ পরে বারুককে এই আজ্ঞা দিলাম: ১৪ 'সেনাবাহিনীর প্রভু,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তুমি এই সীল-মারা দলিল ও তার খোলা অনুলিপি দু'টোই

নিয়ে এক মাটির পাত্রে রাখ, তা যেন অনেক দিন থাকে। ১৫ কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর, একথা বলছেন: এদেশে বাড়ি, মাঠ ও আঙুরখেতের ক্রয়-বিক্রয় আবার চলবে!'
১৬ নেরিয়ার সন্তান বারুককে সেই দলিলপত্র দেওয়ার পর আমি প্রভুর কাছে এই বলে প্রার্থনা
করলাম: ১৭ 'আহা, প্রভু পরমেশ্বর! দেখ, তুমি তো তোমার মহাপরাক্রমে ও প্রসারিত বাহুতে
আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছ; তোমার অসাধ্য কিছু নেই! ১৮ তুমি সহস্র পুরুষের কাছে কৃপা
দেখিয়ে থাক ও পিতৃপুরুষদের অপরাধের দণ্ড তাদের পরবর্তী সন্তানদের কোল ভরে দিয়ে থাক;
তুমি মহান ও পরাক্রমশালী ঈশ্বর, সেনাবাহিনীর প্রভুই তোমার নাম। ১৯ তুমি চিন্তা-ভাবনায় মহান
ও কর্মসাধনে শক্তিমান; এবং তোমার চোখ, প্রত্যেকজনকে নিজ নিজ পথের ও নিজ নিজ
কাজকর্মের যোগ্য ফল দেবার জন্য, আদমসন্তানদের সমস্ত পথের প্রতি উন্মীলিত রয়েছে। ২০ তুমি
মিশর দেশে নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছিলে, যার অর্থ আজ পর্যন্তও ইস্রায়েল ও
অন্যান্য লোকদের মধ্যে বলবৎ রয়েছে; এবং নিজে নিজের সুনাম অর্জন করেছ, যেমনটি আজও
দেখা যাচ্ছে। ২১ তুমি নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ, শক্তিশালী হাত, প্রসারিত বাহু ও ভয়ঙ্কর মহাকর্ম
সাধনে তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলে। ২২ আর যে দেশ
দেবে ব'লে তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলে, এই দেশ তাদের দিয়েইছিলে—দুধ ও
মধু-প্রবাহী এক দেশ! ২৩ তারা প্রবেশ করে দেশ অধিকার করে নিয়েছিল, কিন্তু তোমার প্রতি বাধ্য
হল না, তোমার নির্দেশ-পথেও চলল না, আর তুমি যা পালন করতে আজ্ঞা করেছিলে, তারা তার
কিছুই পালন করল না; এজন্য তুমি তাদের উপরে এই সমস্ত অমঙ্গল ঘটিয়েছ। ২৪ দেখ, নগরী
হস্তগত করার জন্য সেই সমস্ত অবরোধ-যন্ত্র ঠিক জায়গায় বসানো হয়েছে; এবং খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও
মহামারীর মধ্য দিয়ে এবার নগরী আক্রমণকারী কাল্দীয়দের হাতে পড়ে যাচ্ছে; তুমি যা বলেছিলে,
তা সত্য হয়ে উঠেছে; এই যে, তুমি নিজেই তা দেখতে পাচ্ছ। ২৫ অথচ তুমি, হে প্রভু পরমেশ্বর,
তুমি নাকি আমাকে বলেছ: অর্থ দিয়ে সেই জমি কিনে নাও ও সাক্ষীদের ডাক; আর ইতিমধ্যে
নগরী কাল্দীয়দের হাতে দেওয়া হচ্ছে!'
২৬ তখন প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২৭ 'দেখ, আমিই প্রভু যত প্রাণীর
পরমেশ্বর; আমার পক্ষে কি অসাধ্য কিছু আছে? ২৮ তাই প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি
কাল্দীয়দের হাতে ও বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের হাতে এই নগরী তুলে দেব, আর সে তা
হস্তগত করবে। ২৯ নগরীকে আক্রমণকারী এই কাল্দীয়েরা প্রবেশ করে তাতে আগুন লাগাবে, এবং
আমাকে ক্ষুব্ধ করার জন্য যে সকল বাড়ির ছাদে লোকেরা বায়াল-দেবের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও
অন্য দেবতাদের উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালত, সেই সকল বাড়িও তারা আগুনে পুড়িয়ে দেবে। ৩০
কারণ আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, ইস্রায়েল সন্তানেরা ও যুদা সন্তানেরা ছেলেবেলা থেকে কেবল
তা-ই করে আসছে; বস্তুত তাদের কাজকর্ম দ্বারা ইস্রায়েল সন্তানেরা আমাকে কেবল ক্ষুব্ধই
করেছে—প্রভুর উক্তি। ৩১ কারণ নির্মাণের দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই নগরী আমার এমন ক্রোধ ও
রোষের কারণ হয়ে এসেছে যে, আমি এখন আমার সামনে থেকে তা দূর করে দেব; ৩২ কেননা
ইস্রায়েল সন্তানেরা ও যুদা সন্তানেরা—তারা, তাদের রাজারা, নেতারা, যাজকেরা, নবীরা, যুদার
লোকেরা ও যেরুসালেমের অধিবাসীরা, এরা সকলেই আমাকে ক্ষুব্ধ করে তোলার জন্য শুধু
অপকর্মই করেছে। ৩৩ আমার প্রতি তারা তো পিঠ ফিরিয়েছে, মুখ নয়! আর আমি তৎপর ও

যত্নশীল হয়ে উপদেশ দিলেও, তারা শুনতে চায়নি, সংশোধন গ্রহণ করে নেয়নি। ৩৪ বরং, যে গৃহ
আমার আপন নাম বহন করে, তা কলুষিত করার জন্য তার মধ্যে তাদের সেই সব ঘৃণ্য বস্তু দাঁড়
করিয়েছে; ৩৫ মোলক-দেবের উদ্দেশে তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের আগুনের মধ্য দিয়ে পার
করাবার জন্য বেন্-হিন্নোম উপত্যকায় বায়াল-দেবের উদ্দেশে উচ্চস্থান নির্মাণ করেছে—তা এমন
কিছু, যা আমি আজ্ঞা করিনি, এমনকি তেমন জঘন্য কর্ম জারি করার কল্পনাও কখনও করিনি—
এইসব কিছু তারা করেছে যেন যুদাকে পাপ করাতে পারে।'

৩৬ তাই তোমরা যে নগরী সম্বন্ধে বলে থাক, তা খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মধ্য দিয়ে
বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, এই নগরী সম্বন্ধে এখন প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
একথা বলছেন: ৩৭ 'দেখ, আমি আমার ক্রোধে, রোষে ও প্রচণ্ড আক্রোশে তাদের যে সকল দেশে
বিক্ষিপ্ত করেছি, সেই সকল দেশ থেকে তাদের জড় করব, তাদের এখানে ফিরিয়ে আনব ও তাদের
ভরসাভরেই বাস করতে দেব। ৩৮ তারা হবে আমার আপন জনগণ, আর আমি হব তাদের আপন
পরমেশ্বর। ৩৯ আর আমি তাদের মঙ্গলের জন্য ও তাদের পরে তাদের সন্তানদেরও মঙ্গলের জন্য
তাদের একনিষ্ঠ হৃদয় দেব, সদাচরণেও তাদের নিষ্ঠাবান করব, যেন তারা সবসময় আমাকে ভয়
করতে পারে। ৪০ আমি তাদের সঙ্গে এই চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করব যে, তাদের মঙ্গল করার জন্য
আমি আমার প্রচেষ্টায় কখনও ক্ষান্ত হব না; এবং তারা যেন আমাকে আর কখনও ত্যাগ না করে
সরে যায়, আমি তাদের হৃদয়ে আমার ভয় সঞ্চার করব। ৪১ তাদের নিয়ে ও তাদের মঙ্গল করায়
আমি পুলকিত হব, তাদের স্থায়ীভাবেই এদেশে রোপণ করব—আমার সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ
দিয়েই তাদের রোপণ করব।'

৪২ কেননা প্রভু একথা বলছেন: 'আমি যেমন এই জনগণের উপরে এই সমস্ত মহা অমঙ্গল
এনেছি, তেমনি তাদের কাছে যে সমস্ত মঙ্গল প্রতিশ্রুত হয়েছি, সেই সমস্তও আনব। ৪৩ আর এই যে
দেশ সম্বন্ধে তোমরা বলছ: "এ তো উৎসন্নস্থান, নরশূন্য ও পশুশূন্য এবং কাল্দীয়দের হাতে তুলে
দেওয়াই উৎসন্নস্থান," এদেশের মধ্যে আবার জমি কেনা যাবে। ৪৪ বেঞ্জামিন-এলাকায়,
যেরুসালেমের চারদিকের অঞ্চলে, যুদার সকল শহরে, পার্বত্য-অঞ্চলের শহরগুলিতে, সেফেলার
শহরগুলিতে ও নেগেবের শহরগুলিতে লোকেরা অর্থ দিয়ে জমি কিনবে, দলিলপত্রে লিখে দেবে,
সীল মারবে ও তার সাক্ষী রাখবে; কেননা আমি তাদের দশা ফেরাব।' প্রভুর উক্তি।

গৌরবময় পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি

৩৩ যেরেমিয়া তখনও কারাবাসের প্রাঙ্গণে আটকে ছিলেন, এমন সময় প্রভুর বাণী দ্বিতীয়বারের মত
তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'প্রভু, যিনি এটি নির্মাণ করেন, যিনি এটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত
করার জন্য তা গড়েন, প্রভুই যাঁর নাম, তিনি একথা বলেন: ৩ তুমি আমাকে ডাক, আর আমি
তোমাকে উত্তর দেব, এবং এমন মহান ও দুরূহ নানা বিষয় তোমাকে শোনাব, যা তুমি জান না; ৪
কেননা এই নগরীর যে সকল বাড়ি-ঘর ও যুদার রাজাদের যে সকল প্রাসাদ জাঙ্গাল ও যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা
উৎপাটিত হবে, তা সম্বন্ধে; ৫ এবং যাদের আমি আমার ক্রোধে ও আমার জ্বলন্ত কোপে আঘাত
করেছি, যাদের সমস্ত অপকর্মের কারণে আমি এই নগরী থেকে আমার শ্রীমুখ লুকিয়েছি, কাল্দীয়দের
বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করতে করতে সেই মানুষদের মৃতদেহে এই যে সকল বাড়ি-ঘর পরিপূর্ণ হবে,

এই সমস্ত কিছু সম্বন্ধেও ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর বাণী এ: ৬ দেখ, আমি এই নগরীর ক্ষত বেঁধে
এর চিকিৎসা করব; তাদের নিরাময় করব, ও তাদের কাছে প্রচুর শান্তি ও বিশ্বস্ততা মঞ্জুর করব। ৭
আমি যুদা ও ইস্রায়েলের দশা ফেরাব, এবং আগেকার মত আবার তাদের গেঁথে তুলব। ৮ তারা যে
সমস্ত শঠতা সাধন করে আমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তা থেকে আমি তাদের পরিশুদ্ধ করব, এবং
তারা যে সমস্ত শঠতাপূর্ণ কর্ম সাধন করে আমার বিরুদ্ধে পাপ ও বিদ্রোহও করেছে, সেই সমস্ত কিছু
আমি ক্ষমা করব। ৯ পৃথিবীর সকল জাতির সামনে এই নগরী আমার পক্ষে আনন্দ, প্রশংসা ও গর্বের
কারণ হয়ে উঠবে; যখন তারা জানতে পারবে এদের জন্য আমি কত না মঙ্গল সাধন করে থাকি,
তখন, আমি তাদের যে মঙ্গল ও শান্তি মঞ্জুর করব, তার জন্য তারা ভীত ও কম্পিত হবে।

১০ প্রভু একথা বলছেন: তোমরা যে স্থানকে উৎসন্নস্থান, নরশূন্য ও পশুশূন্য বলে থাক, হ্যাঁ, যুদার
যে শহরগুলি ও যেরুসালেমের যে পথগুলি উৎসন্ন, নরশূন্য, নিবাসীবর্জিত ও পশুশূন্য হয়েছে, ১১
এই স্থানেই ফুর্তির সুর ও আনন্দের সুর, ও বরের কণ্ঠ ও কনের কণ্ঠ আবার শোনা যাবে; তাদেরও
কণ্ঠস্বর শোনা যাবে, যারা বলে, "সেনাবাহিনীর প্রভুর প্রশংসা কর, তিনি যে মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা
চিরস্থায়ী," ও যারা প্রভুর গৃহে ধন্যবাদ-বলি আনে; কেননা আমি এদেশের দশা আগেকার মত
ফেরাব; প্রভুর উক্তি।

১২ সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: এই নরশূন্য ও পশুশূন্য উৎসন্নস্থানে এবং এর সমস্ত
শহরগুলোতে আবার রাখালদের স্থান থাকবে, আর তারা সেখানে তাদের পাল শুইয়ে রাখবে। ১৩
পার্বত্য অঞ্চলের সকল শহরে, সেফেলার সকল শহরে, নেগেবের সকল শহরে, বেঞ্জামিন-এলাকায়
ও যেরুসালেমের চারদিকের অঞ্চলে, এবং যুদার সকল শহরে মেষগুলি আবার তাদের হাতের নিচ
দিয়ে চলবে, সেগুলোকে যারা গণনা করে; প্রভুর উক্তি।

১৪ দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি সেই মঙ্গলের কথার সিদ্ধি ঘটাব, যা
আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুল সম্বন্ধে বলেছি। ১৫ সেই দিনগুলিতে ও সেই সময়ে আমি দাউদের
জন্য ধর্মময়তার এক অঙ্কুর পল্লবিত করব; তিনি দেশে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন। ১৬
সেই দিনগুলিতে যুদা পরিত্রাণ পাবে, ও যেরুসালেম ভরসাভরে বসবাস করবে; আর নগরী এই
নামে অভিহিতা হবে: প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।

১৭ কেননা প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েলকুলের সিংহাসনে বসবে, দাউদের এমন বংশধরের
অভাব হবে না; ১৮ আর নিত্যই আমার সম্মুখে আহুতি দিতে, শস্য-নৈবেদ্য পুড়িয়ে দিতে ও বলিদান
করতে লেবীয় যাজকদের বংশধরের অভাব হবে না।'

১৯ পরে প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২০ 'প্রভু একথা বলছেন: তোমরা
যদি দিনের সঙ্গে আমার সন্ধি ও রাতের সঙ্গে আমার সন্ধি এমনভাবেই ভঙ্গ করতে পার যে, ঠিক
সময়ে দিন বা রাত না হয়, ২১ তবে আমার দাস দাউদের সঙ্গে আমার যে সন্ধি—এবং আমার
উপাসক সেই লেবীয় যাজকদের সঙ্গে আমার যে সন্ধি—তাও ভঙ্গ করা হবে, এবং তার সিংহাসনে
বসবে, দাউদের এমন বংশধরের অভাব হবে। ২২ আকাশমণ্ডলের বাহিনী গণনা করা যেমন সম্ভব
নয়, ও সমুদ্রের বালুকণা পরিমাণ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আমি আমার আপন দাস দাউদের
বংশের ও আমার উপাসক লেবীয়দের বৃদ্ধি ঘটাব।'

২৩ আবার প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২৪ 'এই জনগণ কী বলছে, তা

কি তুমি টের পাওনি? তারা নাকি বলছে: প্রভু যে দুই কুলকে বেছে নিয়েছিলেন, তাদের এখন
অগ্রাহ্য করেছেন; এইভাবে তারা আমার জনগণকে হেয়জ্ঞান করে, তাদের চোখে তারা আর জাতি
বলে গণ্য হয় না!' [২৫] প্রভু একথা বলছেন: 'যদি দিন ও রাতের সঙ্গে আমার সন্ধি আর না থাকে,
যদি আমি আকাশের ও পৃথিবীর বিধিনিয়ম নিরূপণ না করে থাকি, [২৬] তাহলেই আমি যাকোবের ও
আমার আপন দাস দাউদের বংশকে অগ্রাহ্য করে আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের বংশের
শাসনকর্তা করার জন্য তার বংশ থেকে লোক নেব না। আমি সত্যিই তাদের দশা ফেরাব ও তাদের
প্রতি আমার স্নেহ দেখাব।'

সেদেকিয়ার ভাগ্য

৩৪ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজার, তাঁর সমস্ত সৈন্য ও তাঁর কর্তৃত্বাধীন পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য, এবং
সকল জাতি যে সময় যেরুসালেম ও তার সমস্ত শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, সেসময় প্রভুর কাছ
থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল: [২] 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা
বলছেন: যাও, যুদা-রাজ সেদেকিয়ার সঙ্গে আলাপ করে তাকে বল: প্রভু একথা বলছেন: দেখ,
আমি বাবিলন-রাজের হাতে এই নগরী তুলে দেব, আর সে তা আগুনে পুড়িয়ে দেবে। [৩] তুমিও তার
হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না, ধরা পড়বেই, তোমাকে তার হাতে তুলে দেওয়া হবে। তুমি নিজের
চোখেই তাকে দেখবে, ও সে মুখোমুখি হয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবে, পরে তোমাকে বাবিলনে
যেতে হবে। [৪] তবু, হে যুদা-রাজ সেদেকিয়া, প্রভুর বাণী শোন! প্রভু তোমার বিষয়ে একথা বলেন:
তুমি খড়্গের আঘাতে মরবে না! [৫] তুমি শান্তিতেই মরবে, এবং তোমার পিতৃপুরুষদের জন্য,
তোমার আগেকার রাজাদের জন্য যেমন সুগন্ধি মসলাদি পোড়ানো হয়েছিল, তেমনি তোমার জন্যও
সুগন্ধি মসলাদি পোড়ানো হবে, এবং "হায় প্রভু" বলে তোমার জন্য বিলাপ করা হবে। আমিই
একথা বললাম।' প্রভুর উক্তি।

[৬] যেরেমিয়া নবী যেরুসালেমে যুদা-রাজ সেদেকিয়াকে ওই সমস্ত কথা জানালেন; [৭] সেসময়
বাবিলন-রাজের সৈন্যদল যেরুসালেমের বিরুদ্ধে ও যুদার বাকি সকল শহরের বিরুদ্ধে, লাখিশের
বিরুদ্ধে ও আজেকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল; বাস্তবিক যুদার শহরগুলির মধ্যে প্রাচীরে ঘেরা কেবল
সেই লাখিশ ও আজেকাই বাকি রয়েছিল।

মুক্ত করা ক্রীতদাসদের কথা

[৮] সেদেকিয়া রাজা যেরুসালেমের গোটা জনগণের সঙ্গে ক্রীতদাসদের কাছে মুক্তি ঘোষণা করার
জন্য সন্ধি স্থির করার পর, প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল: [৯] এ
স্থির করা হয়েছিল যে, প্রত্যেকজন নিজ নিজ হিব্রু ক্রীতদাসকে কি হিব্রু ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে
ছেড়ে দেবে, কেউ তাদের অর্থাৎ নিজ ইহুদী ভাইকে ক্রীতদাস হতে বাধ্য করবে না। [১০] আরও,
সন্ধিতে আবদ্ধ সকল সমাজনেতা ও গোটা জনগণ এতে সম্মতি জানিয়েছিল যে, প্রত্যেকজন নিজ
নিজ ক্রীতদাস-দাসীকে মুক্ত করে ছেড়ে দেবে ও তাদের ক্রীতদাস হতে বাধ্য করবে না; তারা
সম্মতি জানিয়ে তাদের মুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছিল। [১১] কিন্তু পরে তারা মন ফিরিয়ে বসল, ফলে,
যাদের মুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছিল, সেই ক্রীতদাস-দাসীদের আবার আনিয়ে নিজেদের
ক্রীতদাস-দাসী অবস্থায় বশীভূত করল।

১২ তখন প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল: ১৩ ‘প্রভু, ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর, একথা বলছেন: মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের বের
করে আনবার দিনে আমি তাদের সঙ্গে এই বলে সন্ধি করেছিলাম: ১৪ “তোমার যে হিব্রু ভাই
তোমার কাছে নিজেকে বিক্রি করেছে, সপ্তম বছর শেষে তোমরা প্রত্যেকে তাকে মুক্ত করে দেবে;
সে ছয় বছর ধরে তোমার সেবা করে যাবে, পরে তুমি তাকে মুক্ত অবস্থায়ই তোমার কাছ থেকে
বিদায় দেবে।” কিন্তু তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাকে শুনতে চাইল না, আমার কথায় কান দিল
না। ১৫ তোমরা কিছু দিন আগে মন ফিরিয়েছিলে, আমার দৃষ্টিতে যা ন্যায়, তেমনই কাজ করেছিলে,
অর্থাৎ প্রত্যেকজন নিজ নিজ ভাইয়ের মুক্তি ঘোষণা করেছিলে, এবং যে গৃহ আমার আপন নাম বহন
করে, তার মধ্যে আমার সামনে সন্ধি স্থির করেছিলে। ১৬ কিন্তু এখন তোমরা মন ফিরিয়ে বসেছ,
আমার নাম অপবিত্র করেছ; যাদের মুক্ত করে তাদের মনের ইচ্ছা অনুসারে ছেড়ে দিয়েছিলে,
তাদের তোমরা প্রত্যেকে আবার নিজ নিজ ক্রীতদাস-দাসী করেছ এবং জোর করে তাদের
তোমাদের ক্রীতদাস-দাসী হতে বশীভূত করেছ।

১৭ এজন্য প্রভু একথা বলছেন: নিজ নিজ ভাই ও প্রতিবেশীর মুক্তি ঘোষণা করার ব্যাপারে
তোমরা আমার প্রতি বাধ্য হওনি। সুতরাং দেখ—প্রভুর উক্তি—তোমাদের মুক্তি আমি খড়্গ,
মহামারী ও দুর্ভিক্ষেরই হাতে ন্যস্ত করছি; পৃথিবীর সকল রাজ্যের কাছে তোমাদের আশঙ্কার বস্তু
করব। ১৮ আর যে লোকেরা আমার সন্ধি ভঙ্গ করেছে, যারা আমার সামনে সন্ধি করে তার কথা রক্ষা
করেনি, আমি তাদের সেই বাছুরের মত করব, তার মধ্য দিয়ে যাবার জন্য যা তারা দু’টুকরো
করে। ১৯ যুদার নেতারা, যেরুসালেমের নেতারা, কঞ্চুকীরা, যাজকেরা ও দেশের গোটা জনগণ,
যারা বাছুরের দু’টুকরোর মধ্য দিয়ে পেরিয়ে গেছে, ২০ তাদের আমি তাদের শত্রুদের হাতে ও
তাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হাতে তুলে দেব; তখন তাদের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের ও
বন্যজন্তুদের খাদ্য হবে। ২১ আর যুদা-রাজ সেদেকিয়াকে ও তার অধিনায়কদের আমি তাদের
শত্রুদের ও তাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হাতে, হ্যাঁ, বাবিলন-রাজের যে সৈন্যদল ইতিমধ্যে
তোমাদের কাছ থেকে চলে গেছে, তাদেরই হাতে তুলে দেব। ২২ দেখ, আমি আজ্ঞা দেব—প্রভুর
উক্তি—আমি তাদের এই নগরীতে ফিরিয়ে আনব; তারা এই নগরী অবরোধ করে হস্তগত করবে ও
আগুনে পুড়িয়ে দেবে; আর আমি যুদার সকল শহর উৎসন্ন ও নিবাসী-বিহীন করব।’

রেখাবীয়দের দৃষ্টান্ত

৩৫ যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের সময়ে প্রভুর কাছ থেকে যে বাণী যেরেমিয়ার কাছে
এসে উপস্থিত হল, তা এ: ২ ‘যাও, রেখাব-কুলের লোকদের কাছে গিয়ে তাদের কাছে কথা বল,
এবং প্রভুর গৃহের এক কক্ষে এনে তাদের পান করতে আঙুররস দাও।’ ৩ তখন আমি হাবাৎসিনিয়ার
পৌত্র যেরেমিয়ার সন্তান যায়াজানিয়াকে ও তার ভাইদের ও সকল সন্তানকে, অর্থাৎ রেখাবের গোটা
কুলকে সঙ্গে নিলাম। ৪ তাদের আমি প্রভুর গৃহে পরমেশ্বরের মানুষ ইগ্দালিয়ার সন্তান হানানের
সন্তানদের কক্ষে নিয়ে গেলাম; শাল্লুমের সন্তান মাসেইয়া নামে দ্বারপালের কক্ষের উপরে
অধ্যক্ষদের যে কক্ষ, সেই কক্ষ তার পাশে অবস্থিত। ৫ আমি আঙুররসে পূর্ণ নানা পাত্র ও কতগুলি
বাটি রেখাব-কুলের লোকদের সামনে রেখে তাদের বললাম: ‘এই আঙুররস পান কর!’ ৬ কিন্তু

তারা বলল, ‘আমরা আঙুররস পান করি না, কেননা আমাদের পিতৃপুরুষ রেখাবের সন্তান যোনাদাব
আমাদের এই আজ্ঞা দিয়েছেন: তোমরা ও তোমাদের সন্তানেরা কেউ কখনও আঙুররস পান করবে
না; ৭ ঘরও বাঁধবে না, বীজও বুনবে না ও আঙুরখেতও চাষ করবে না, কোন আঙুরখেতের
অধিকারীও হবে না, কিন্তু যাবজ্জীবন তাঁবুতে বাস করবে; যেন, তোমরা যেখানে প্রবাসী বলে বাস
করছ, সেই দেশভূমিতে দীর্ঘজীবী হও। ৮ আমাদের পিতৃপুরুষ রেখাবের সন্তান যোনাদাব আমাদের
যে সকল আজ্ঞা দিয়েছেন, সেইমত আমরা তাঁর বাণী পালন করে আসছি; তাই আমরা ও আমাদের
স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা যাবজ্জীবন আঙুররস পান করি না, ৯ আমাদের বাসের জন্য ঘর বাঁধি না, এবং
আঙুরখেত, শস্যখেত বা বীজের আমরা অধিকারী নই। ১০ আমরা তাঁবুতেই বাস করি, এবং
আমাদের পিতৃপুরুষ যোনাদাব আমাদের যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছেন, সেই সকল আজ্ঞা মেনে চলে
সেইমত কাজ করে আসছি। ১১ যখন বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার এই দেশের বিরুদ্ধে এলেন, তখন
আমরা নিজেদের মধ্যে বললাম, এসো, আমরা কাল্দীয় সৈন্যের ও আরামীয় সৈন্যের হাত থেকে
রেহাই পাবার জন্য যেরুসালেমে চলে যাই; এইভাবে আমরা যেরুসালেমে বাস করতে এলাম।’
১২ তখন প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১৩ ‘সেনাবাহিনীর প্রভু,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তুমি গিয়ে যুদার লোকদের ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের
বল: আমার বাণীতে বাধ্য হয়ে তোমরা কি এবার শিক্ষা নেবে না? প্রভুর উক্তি। ১৪ রেখাবের সন্তান
যোনাদাব তার সন্তানদের আঙুররস পান করতে নিষেধ করলে তার সেই বাণী রক্ষা করা হয়েছে;
বাস্তবিক তারা আজ পর্যন্তও আঙুররস পান করে না, কারণ তারা তাদের পিতৃপুরুষদের আজ্ঞার
প্রতি বাধ্য। কিন্তু আমি এত তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তোমাদের কাছে কথা বললেও তোমরা আমার
কথায় কান দিলে না। ১৫ আমি তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে আমার সকল দাস সেই নবীদের তোমাদের
কাছে প্রেরণ করেছি, প্রেরণ করে তোমাদের বলেছি: তোমরা তোমাদের কুপথ থেকে ফের,
তোমাদের আচার-ব্যবহার সংস্কার কর, ও অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য তাদের অনুগামী
হয়ো না; তবেই আমি তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশভূমি দিয়েছি, সেই
দেশভূমিতে তোমরা বাস করবে; কিন্তু তোমরা কান দিলে না, আমার প্রতি বাধ্য হলে না। ১৬
রেখাবের সন্তান যোনাদাব যা কিছু আজ্ঞা করেছিল, তার সন্তানেরা তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন
করল; কিন্তু এই জনগণ আমার প্রতি বাধ্য হল না। ১৭ এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, আমি যুদার বিরুদ্ধে ও যেরুসালেমের সকল অধিবাসীর বিরুদ্ধে
যে সমস্ত অমঙ্গলের কথা বলেছি, সেই সমস্ত অমঙ্গল তাদের উপরে বর্ষণ করব, কারণ আমি তাদের
কাছে কথা বলেছি, কিন্তু তারা শোনেনি, তাদের ডেকেছি, কিন্তু তারা উত্তর দেয়নি।’
১৮ পরে যেরেমিয়া রেখাব-কুলকে বললেন, ‘সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা
বলছেন: তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষ যোনাদাবের আজ্ঞার প্রতি বাধ্য হয়েছ, তার সমস্ত আজ্ঞা
পালন করেছ ও তার সমস্ত আজ্ঞা অনুসারে কাজ করেছ; ১৯ এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর, একথা বলছেন: আমার সামনে দাঁড়াবে, রেখাবের সন্তান যোনাদাবের জন্য এমন
লোকের অভাব কখনও হবে না।’

৬০৫-৬০৪ সালে লিখিত পুঁথি

৩৬ যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের চতুর্থ বর্ষে প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার
কাছে এসে উপস্থিত হল: ২ 'একটা পাকানো পুঁথি নাও, এবং আমি যে দিন তোমার কাছে কথা
বলতে শুরু করেছি, সেই দিন থেকে, যোসিয়ারই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইস্রায়েল, যুদা ও সকল
দেশের বিষয়ে তোমাকে যা কিছু বলেছি, সেই সকল বাণী সেই পুঁথিতে লেখ। ৩ কি জানি, আমি
যুদাকুলের উপরে যে সমস্ত অমঙ্গল ঘটাবার সঙ্কল্প করেছি, তারা সেই কথা শুনে প্রত্যেকে নিজ নিজ
কুপথ থেকে ফিরবে, আর আমি তখন তাদের শঠতা ও পাপ ক্ষমা করব।'

৪ যেরেমিয়া নেরিয়ার সন্তান বারুককে ডাকলেন, এবং যেরেমিয়ার মুখ থেকে শুনতে শুনতে
বারুক পুঁথিতে সেই সমস্ত বাণী লিখে নিলেন, যা প্রভু যেরেমিয়াকে বলেছিলেন। ৫ পরে যেরেমিয়া
বারুককে এই আজ্ঞা দিলেন, 'প্রভুর গৃহে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি সেখানে ঢুকতে পারি
না; ৬ তাই তুমিই যাও, এবং আমার মুখ থেকে শুনতে শুনতে তুমি এই পুঁথিতে যা কিছু লিখে
নিয়েছ, প্রভুর সেই সকল বাণী উপবাস-দিনে প্রভুর গৃহে সকলের সামনে স্পষ্ট করে পড়ে শোনাও;
এভাবে যুদার যে সকল মানুষ নিজ নিজ শহর থেকে এসেছে, তাদের সামনেও তা স্পষ্ট করে পড়ে
শোনাবে। ৭ কি জানি, প্রভুর সামনে কাকুতি-মিনতি জানিয়ে নিজেদের নত করে তারা প্রত্যেকে
নিজ নিজ কুপথ থেকে ফিরবে, কারণ প্রভু এই দেশের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্রোধ ও রোষের কথা ব্যক্ত
করেছেন।' ৮ নেরিয়ার সন্তান বারুক নবী যেরেমিয়ার আজ্ঞামত সেইসবই পালন করলেন, তিনি
সেই পুঁথিতে লেখা প্রভুর বাণী প্রভুর গৃহে পড়ে শোনালেন।

৯ যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের পঞ্চম বর্ষের নবম মাসে যেরুসালেমের সমস্ত
লোকের জন্য, এবং যুদার শহরগুলি থেকে যারা যেরুসালেমে এসেছিল, সেই সমস্ত লোকের জন্যও
প্রভুর সামনে উপবাস ঘোষণা করা হল। ১০ তাই বারুক প্রভুর গৃহে, উপরের প্রাঙ্গণে, প্রভুর গৃহের
'নতুন' দ্বারের প্রবেশস্থানে, শাস্ত্রী শাফানের সন্তান গেমারিয়ার কক্ষে সেই পাকানো পুঁথি নিয়ে গোটা
জনগণের কাছে যেরেমিয়ার কথা স্পষ্ট করে পড়ে শোনালেন। ১১ শাফানের পৌত্র গেমারিয়ার সন্তান
মিখা সেই পাকানো পুঁথিতে লেখা প্রভুর সমস্ত বাণী শুনে ১২ রাজপ্রাসাদে নেমে শাস্ত্রীর কক্ষে
গেলেন; আর দেখ, সেখানে সমাজনেতারা সকলে, অর্থাৎ শাস্ত্রী এলিসামা, শেমাইয়ার সন্তান
দেলাইয়া, আকবোরের সন্তান এল্নাথান, শাফানের সন্তান গেমারিয়া ও হানানিয়ার সন্তান সেদেকিয়া
ইত্যাদি সকল সমাজনেতা বৈঠকে বসে ছিলেন। ১৩ যখন বারুক লোকদের কাছে ওই পাকানো পুঁথি
স্পষ্ট করে পড়ে শুনিয়েছিলেন, তখন মিখা যে সকল কথা শুনেছিলেন, তা এখন তাঁদের জানালেন।
১৪ আর সমাজনেতারা সকলে একমত হয়ে ইথিওপীয়ের প্রপৌত্র শেলেমিয়ার পৌত্র নেথানিয়ার
সন্তান ইহুদিকে দিয়ে বারুককে এই কথা বলে পাঠালেন: 'তুমি লোকদের কাছে যে পাকানো পুঁথি
স্পষ্টভাবে পড়ে শুনিয়েছ, তা হাতে করে এসো।' তাই নেরিয়ার সন্তান বারুক পুঁথিখানি হাতে করে
তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। ১৫ তাঁরা বললেন, 'বস, আমাদের কাছে ওটা পড়ে শোনাও।'
বারুক তাঁদের কাছে তা পড়ে শোনালেন। ১৬ ওই সমস্ত কথা শুনে তাঁরা সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে একে
অপরের দিকে তাকাতাকি করে বারুককে বললেন, 'ব্যাপারটা আমাদের অবশ্যই রাজাকে জানাতে
হবে।' ১৭ পরে তাঁরা বারুককে এই বলে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, 'আমাদের বল, তুমি কেমন করে
এই সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করলে? যেরেমিয়া কি নিজের মুখে তা উচ্চারণ করছিল?' ১৮ বারুক উত্তরে

বললেন, ‘হ্যাঁ, তিনি নিজের মুখেই এই সমস্ত কথা উচ্চারণ করলেন, আর আমি কালি দিয়ে এই পাকানো পুঁথিতে তা লিখে নিলাম।’ ১৯ সমাজনেতারা বারুককে বললেন, ‘তুমি ও যেরেমিয়া যাও, লুকিয়ে থাক; কেউ যেন তোমাদের উদ্দেশ না পায়!’ ২০ পরে তাঁরা শাস্ত্রী এলিসামার কক্ষে পুঁথিখানি রেখে প্রাঙ্গণে রাজার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানালেন।

২১ তখন রাজা পুঁথিটা আনার জন্য ইহুদিকে পাঠালেন, আর ইহুদি শাস্ত্রী এলিসামার কক্ষ থেকে তা তুলে নিয়ে রাজার কাছে ও তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সমাজনেতাদের কাছে তা পড়ে শোনালেন। ২২ সেসময়ে রাজা প্রাসাদের শীতকালীন এলাকায় বসে ছিলেন—তখন তো নবম মাস চলছে—তাঁর সামনে জ্বলন্ত আগুনের আঙড়া ছিল। ২৩ তাই ইহুদি তিন চার পাতা পড়া শেষ করলে রাজা শাস্ত্রীর ছুরিকা দিয়ে পুঁথিটা কেটে সেই আঙড়া আগুনে ফেলে দিতেন; এইভাবে শেষে পুঁথিটা সম্পূর্ণরূপেই আঙড়া আগুনে ছাই হল। ২৪ পুঁথির সেই সমস্ত কথা শোনা সত্ত্বেও রাজা ও তাঁর পরিষদেরা কেউই উদ্বিগ্ন হলেন না, কেউই পোশাকও ছিঁড়ে ফেললেন না। ২৫ অথচ এল্নাথান, দেলাইয়া ও গেমারিয়া রাজাকে মিনতি করেছিলেন, যেন পুঁথিটা পুড়িয়ে দেওয়া না হয়; তবু তিনি তাঁদের কথা শুনলেন না। ২৬ এমনকি রাজা রাজপুত্র যেরাহমেল, আজ্রিয়েলের সন্তান সেরাইয়া ও আব্দেয়েলের সন্তান শেলেমিয়াকে শাস্ত্রী বারুক ও নবী যেরেমিয়াকে গ্রেপ্তার করতে আজ্ঞা দিলেন; কিন্তু প্রভু তাঁদের লুকিয়ে রেখেছিলেন।

২৭ যেরেমিয়া বলতে বলতে বারুক যে পুঁথিতে সে সকল বাণী লিখেছিলেন, তা রাজা পুড়িয়ে দেবার পর প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২৮ ‘আর একটা পাকানো পুঁথি নাও, এবং যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম যে পুঁথি পুড়িয়ে দিয়েছে, সেই প্রথম পুঁথির সমস্ত বাণী এই পুঁথিতে লেখ। ২৯ যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের বিরুদ্ধে তুমি একথা ঘোষণা করবে: প্রভু একথা বলছেন: তুমি এই পুঁথি এই বলে পুড়িয়ে দিয়েছ: কেন এর মধ্যে একথা লিখেছ যে, বাবিলন-রাজ অবশ্যই আসবেন, এই দেশ বিনাশ করবেন, এবং দেশ থেকে মানুষ পশু সবই নিশ্চিহ্ন করবেন? ৩০ এজন্য যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন: দাউদের সিংহাসনে থাকবার মত তার কোন বংশধর থাকবে না; এবং তার মৃতদেহ দিনের বেলায় রোদে ও রাতের বেলায় বরফে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকবে। ৩১ আর আমি তাকে, তার বংশকে ও তার পরিষদদের তাদের অপরাধের যোগ্য শাস্তি দেব; এবং তাদের উপরে, যেরুসালেমের উপরে ও যুদার লোকদের উপরে সেই সমস্ত অমঙ্গল ডেকে আনব, যা তাদের জন্য স্থির করেছি, যেহেতু তারা কান দিল না।’

৩২ তাই যেরেমিয়া আর একটা পাকানো পুঁথি নিয়ে নেরিয়ার সন্তান শাস্ত্রী বারুকের হাতে তা তুলে দিলেন; এবং যেরেমিয়া বলতে বলতে তিনি, যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম যে পুঁথি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার সমস্ত কথা নতুন করে লিখলেন; তাছাড়া সেই ধরনের আরও আরও অনেক কথা এই পুঁথিতে লেখা হল।

সেদেকিয়া যেরেমিয়ার কথায় কান দেন না

৩৭ যেহোইয়াকিমের সন্তান কনিয়ার পদে যোসিয়ার সন্তান সেদেকিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন; বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার তাঁকে যুদা দেশের রাজা করেছিলেন। ২ কিন্তু তিনি, তাঁর পরিষদেরা ও দেশের জনগণ যেরেমিয়া নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর বাণীতে কান দিলেন না।

[৩] সেদেকিয়া রাজা শেলেমিয়ার সন্তান ইহুকালকে ও মাসেইয়ার সন্তান জেফানিয়া যাজককে
যেরেমিয়া নবীর কাছে একথা বলতে পাঠালেন, 'আপনার দোহাই, আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে
আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন!' [৪] সেসময় যেরেমিয়া জনগণের মধ্যে যাতায়াত করতেন, কারণ তিনি
তখনও কারারুদ্ধ হননি।

অবরোধের সাময়িক বিরাম

[৫] কিন্তু ইতিমধ্যে ফারাওর সৈন্যদল মিশর থেকে বের হয়ে এসেছিল, এবং কাল্দীয়েরা, যারা
যেরুসালেম অবরোধ করছিল, সেই খবর শোনামাত্র যেরুসালেম থেকে চলে গেছিল। [৬] তখন প্রভুর
বাণী যেরেমিয়া নবীর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [৭] 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা
বলছেন: যুদা-রাজ আমার অভিমত অনুসন্ধান করতে লোক পাঠিয়েছে; তাকে একথা বল: দেখ,
ফারাওর যে সৈন্যদল তোমাদের সাহায্য করতে বের হয়ে এসেছে, তারা মিশরে, তাদের নিজেদের
দেশে, ফিরে যাবে। [৮] আর কাল্দীয়েরা আবার এসে নগরী আক্রমণ করবে, এবং তা হস্তগত করে
আগুনে পুড়িয়ে দেবে।'

[৯] প্রভু একথা বলছেন: 'তোমরা এই বলে নিজেদের ভুলিয়ো না যে, কাল্দীয়েরা আমাদের কাছ
থেকে একেবারে চলে যাচ্ছে; কেননা তারা চলে যাচ্ছে না। [১০] বাস্তবিক যে কাল্দীয়েরা তোমাদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তোমরা তাদের সমস্ত সৈন্যদলকে আঘাত করলেও ও তাদের মধ্যে কেবল
আহত অল্পজনই বাকি থাকলেও তারাই তাদের তাঁবু থেকে উঠে এই নগরী আগুনে পুড়িয়ে দেবে।'

যেরেমিয়াকে গ্রেপ্তার

[১১] কাল্দীয়দের সৈন্যদল যে সময়ে ফারাওর সৈন্যদলের ভয়ে যেরুসালেমের অবরোধ উঠিয়ে
নিয়েছিল, [১২] সেসময়ে যেরেমিয়া বেঞ্জামিন-এলাকায় তাঁর জ্ঞাতিভাইদের মধ্যে তাঁর প্রাপ্য অংশ
পাবার উদ্দেশ্যে সেখানে যাবার জন্য যেরুসালেম থেকে রওনা হলেন। [১৩] যখন তিনি
বেঞ্জামিন-দ্বারে এসে পৌঁছেন, তখন সেখানে প্রহরী দলের একজন প্রহরীপতি ছিল, তার নাম
ইরিয়া, সে হানানিয়ার পৌত্র, শেলেমিয়ার সন্তান; লোকটা যেরেমিয়া নবীকে এই বলে গ্রেপ্তার
করল, 'তুমি কাল্দীয়দের পক্ষে যোগ দিতে যাচ্ছ!' [১৪] যেরেমিয়া উত্তরে বললেন, 'এ মিথ্যাকথা,
আমি কাল্দীয়দের পক্ষে যোগ দিতে যাচ্ছি না।' কিন্তু ইরিয়া তাঁর কথা না শুনে যেরেমিয়াকে গ্রেপ্তার
করে অধিনায়কদের কাছে নিয়ে গেল। [১৫] অধিনায়কেরা যেরেমিয়ার উপর খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল,
তাঁকে মারল, এবং শাস্ত্রী যোনাথানের বাড়িতে কারারুদ্ধ অবস্থায় রাখল, কেননা তারা সেই বাড়ি
কারাগার করেছিল। [১৬] যেরেমিয়া মাটির নিচে সেই ধনুকাকৃতি খিলান-কারাগারে ঢুকে সেখানে
বহুদিন থাকলেন।

সেদেকিয়ার হুকুমে কারাবাসের প্রাঙ্গণে যেরেমিয়া

[১৭] পরে সেদেকিয়া রাজা লোক পাঠিয়ে তাঁকে আনালেন, এবং নিজের বাড়িতে—গোপনে—
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'প্রভুর কাছ থেকে কি কোন বাণী আছে?' যেরেমিয়া বললেন, 'হ্যাঁ,
আছে।' তিনি বলে চললেন, 'আপনাকে বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেওয়া হবে।' [১৮] যেরেমিয়া
সেদেকিয়া রাজাকে এও বললেন, 'আপনার বিরুদ্ধে, আপনার পরিষদদের বিরুদ্ধে, বা আপনার

জনগণের বিরুদ্ধে আমি কি অপরাধ করেছি যে, আপনারা আমাকে কারাগারে রেখেছেন? ১৯ আর
যারা আপনাদের কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণী দিত যে, বাবিলন-রাজ আপনাদের বা এই দেশ আক্রমণ
করবেন না, আপনাদের সেই নবীরা কোথায়? ২০ এখন, হে আমার প্রভু মহারাজ, বিনয় করি,
শুনুন: আমি শাস্ত্রী যোনাথানের বাড়িতে যেন না মরি, এজন্য আপনি সেখানে আমাকে আর
পাঠাবেন না; বিনয় করি, আমার এই মিনতি আপনার সাক্ষাতে গ্রাহ্য হোক।' ২১ সেদেকিয়া রাজার
আজ্ঞায় যেরেমিয়াকে কারাবাসের প্রাঙ্গণে রাখা হল, এবং নগরের সমস্ত রুটি ফুরিয়ে না যাওয়া
পর্যন্ত প্রতিদিন রুটিওয়ালাদের পাড়া থেকে একটা করে রুটি তাঁকে দেওয়া হল। এইভাবে
যেরেমিয়া কারাবাসের প্রাঙ্গণে থাকলেন।

কুয়োতে যেরেমিয়া
এবেদ-মেলেক তাঁকে বের করে আনে

৩৮ যেরেমিয়া গোটা জনগণের কাছে যে সমস্ত কথা বলছিলেন, মাত্তানের সন্তান শেফাটিয়া,
পাশ্হুরের সন্তান গেদালিয়া, শেলেমিয়ার সন্তান ইহুকাল ও মাল্কিয়ার সন্তান পাশ্হুর সেই সমস্ত কথা
শুনল; তিনি বলছিলেন, ২ 'প্রভু একথা বলছেন: যে কেউ এই নগরীতে থাকবে, সে খড়্গে, দুর্ভিক্ষে
ও মহামারীতে মারা পড়বে; কিন্তু যে কেউ কাল্দীয়দের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করবে, সে বাঁচবে:
এতে খুশি হবে যে, সে কমপক্ষে প্রাণ বাঁচিয়েছে, আর আসলে বাঁচবে। ৩ প্রভু একথা বলছেন: এই
নগরী অবশ্য বাবিলন-রাজের সৈন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, ও সে তা হস্তগত করবে।' ৪ তখন
সমাজনেতারা রাজাকে বললেন, 'এই লোকের প্রাণদণ্ড হোক, কেননা এ লোকদের কাছে তেমন
কথা বলে এই নগরীতে বাকি যোদ্ধাদের সাহস ও জনগণের সাহস নিঃশেষ করছে; কারণ লোকটা
জাতির মঙ্গল নয়, কেবল তার অমঙ্গল চাচ্ছে।' ৫ সেদেকিয়া রাজা বললেন, 'দেখ, সে তোমাদেরই
হাতে! কারণ তোমাদের বিরুদ্ধে রাজার কিছু করার সাধ্য নেই।' ৬ তখন তাঁরা যেরেমিয়াকে ধরে
রাজবংশীয় মাল্কিয়ার কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন; কুয়োটা কারাবাসের প্রাঙ্গণে অবস্থিত। লোকে
দড়িতে করে যেরেমিয়াকে নামিয়ে দিল; সেই কুয়োতে জল ছিল না, কিন্তু কাদা ছিল, তাই
যেরেমিয়া কাদায় ডেবে গেলেন।

৭ সেই সময়ে রাজপ্রাসাদে নিযুক্ত এবেদ-মেলেক নামে একজন ইথিওপীয় কঞ্চুকী শুনতে পেল যে,
যেরেমিয়াকে কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। রাজা বেঞ্জামিন-দ্বারে বসে ছিলেন, ৮ এমন সময়
এবেদ-মেলেক রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে রাজাকে বলল, ৯ 'হে আমার প্রভু মহারাজ, এই লোকেরা
যেরেমিয়া নবীর প্রতি এভাবে ব্যবহার করে খুবই দুর্ব্যবহার করেছে: কুয়োতেই তাঁকে ফেলে
দিয়েছে। তিনি তো সেই জায়গায় ক্ষুধায় মরবেন, কেননা নগরীতে আর রুটি নেই।' ১০ তখন রাজা
ইথিওপীয় এবেদ-মেলেককে এই হুকুম দিলেন, 'তুমি এখান থেকে ত্রিশজন পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে
যেরেমিয়া নবী মরবার আগে তাঁকে কুয়ো থেকে তুলে আন।' ১১ এবেদ-মেলেক সেই লোকদের সঙ্গে
নিয়ে রাজপ্রাসাদে গিয়ে ধনভাণ্ডারের পোশাক-আগার থেকে কতগুলি চেরাকাপড় ও পুরাতন
চেরানেকড়া নিয়ে তা দড়ি দিয়ে কুয়োতে যেরেমিয়ার কাছে নামিয়ে দিল। ১২ ইথিওপীয়
এবেদ-মেলেক যেরেমিয়াকে বলল, 'এই চেরাকাপড় ও চেরানেকড়া আপনার বগলে দড়ির উপরে
দিন।' যেরেমিয়া সেইমত করলেন। ১৩ তখন ওরা ওই দড়ি ধরে টেনে কুয়ো থেকে তাঁকে তুলল,

এবং যেরেমিয়া কারাবাসের প্রাঙ্গণে থাকলেন।

সেদেকিয়ার সঙ্গে যেরেমিয়ার শেষ আলাপ

১৪ সেদেকিয়া রাজা লোক পাঠিয়ে নবী যেরেমিয়াকে প্রভুর গৃহের তৃতীয় প্রবেশস্থানে নিজের কাছে
আনালেন; রাজা তাঁকে বললেন: 'আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, আমার কাছ থেকে
কিছুই গোপন রাখবেন না।' ১৫ যেরেমিয়া উত্তরে সেদেকিয়াকে বললেন, 'আমি তা বললে আপনি কি
আমাকে নিশ্চয়ই বধ করবেন না? আরও, আমি আপনাকে পরামর্শ দিলে আপনি তো আমার কথায়
কান দেবেন না।' ১৬ তখন সেদেকিয়া রাজা গোপনে যেরেমিয়ার কাছে এই বলে শপথ করলেন,
'আমাদের জীবনদাতা সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি আপনাকে বধ করব না; যারা আপনার
প্রাণনাশে সচেষ্ট আছে, সেই লোকদেরও হাতে আপনাকে তুলে দেব না।'

১৭ তখন যেরেমিয়া সেদেকিয়াকে বললেন, 'প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
একথা বলছেন: তুমি যদি বাইরে গিয়ে বাবিলন-রাজের সেনাপতিদের হাতে আত্মসমর্পণ কর, তবে
তোমার প্রাণ বাঁচবে, এই নগরীও আগুনে দেওয়া হবে না; তুমি বাঁচবে, তোমার পরিবারও বাঁচবে।
১৮ কিন্তু যদি বের হয়ে বাবিলন-রাজের সেনাপতিদের হাতে আত্মসমর্পণ না কর, তবে এই নগরী
কাল্দীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তারা তা আগুনে পুড়িয়ে দেবে, আর তুমিও তাদের হাত
থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।' ১৯ সেদেকিয়া রাজা যেরেমিয়াকে বললেন, 'যে ইহুদীরা কাল্দীয়দের পক্ষে
যোগ দিয়েছে, আমি তাদেরই ভয় পাই; কি জানি, আমাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর
তারা আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করবে।' ২০ যেরেমিয়া বললেন, 'না, আপনাকে তাদের হাতে তুলে
দেওয়া হবে না; বিনয় করি, আমি আপনাকে যা কিছু বলছি, সেই বিষয়ে আপনি প্রভুর বাণী মেনে
নিন, তবে আপনার মঙ্গল হবে, আপনি প্রাণে বাঁচবেন। ২১ কিন্তু আপনি যদি আত্মসমর্পণ করতে
অস্বীকার করেন, তবে প্রভু যা আমাকে দেখিয়েছেন, তা এ: ২২ এই যে, যুদার রাজপ্রাসাদে বাকি
সমস্ত স্ত্রীলোককে বাবিলন-রাজের সেনাপতিদের কাছে আনা হবে, এবং বলবে,

তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা
তোমাকে ভুলিয়েছে, চালাকি করেছে;
তোমার পা কাদামাটিতে ডুবে গেছে;
কিন্তু ওরা সকলে পিছটান দিয়ে চলে গেছে।

২৩ সকল স্ত্রীলোককে ও তোমার সকল সন্তানকে কাল্দীয়দের হাতে আনা হবে, তুমিও তাদের হাত
থেকে নিষ্কৃতি পাবে না, বরং তোমাকে বাবিলন-রাজের হাতে বন্দি অবস্থায় রাখা হবে, এবং এই
নগরী আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে।'

২৪ সেদেকিয়া যেরেমিয়াকে বললেন, 'কেউই যেন এই সমস্ত কথা না জানে, নইলে আপনার মৃত্যু
অবশ্যম্ভাবী। ২৫ আমি আপনার সঙ্গে কথাবার্তা করেছি, তা জানতে পেরে জননেতারা এসে যদি
আপনাকে বলে, রাজাকে যা কিছু বলেছ, তা আমাদের বল; আমাদের কাছ থেকে কিছু গোপন
রেখো না, নইলে আমরা তোমাকে বধ করব; রাজা তোমাকে কী কী বলেছেন, তা আমাদের
জানাও; ২৬ তবে আপনি তাদের একথা বলবেন: রাজার কাছে আমি এই মিনতি নিবেদন করেছি,
যেন তিনি আমাকে যোনাথানের বাড়িতে মরতে ফিরিয়ে না পাঠান।' ২৭ প্রকৃতপক্ষে সেই সকল

জননেতা এসে যেরেমিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন; আর তিনি রাজার আজ্ঞামত তাঁদের সেই সকল কথা বললেন, ফলে তাঁরা ক্ষান্ত হয়ে চলে গেলেন; বস্তুত সেই আলাপ জানাজানি হয়নি।

যেরুসালেমের পতন

২৮ যেরুসালেম হস্তগত হওয়ার দিন পর্যন্ত যেরেমিয়া কারাবাসের প্রাঙ্গণে থাকলেন। যেরুসালেম
এইভাবে হস্তগত হওয়ার পর
৩৯ যুদা-রাজ সেদেকিয়ার নবম বর্ষের দশম মাসে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার ও তাঁর সমস্ত সৈন্য
যেরুসালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে এসে তা অবরোধ করলেন। ২ সেদেকিয়ার একাদশ বর্ষের
চতুর্থ মাসের নবম দিনে নগরপ্রাচীরে একটা গর্ত করা হল; ৩ তখন বাবিলন-রাজের সকল
সেনাপতি, অর্থাৎ শিন-মাগিরীয় নের্গাল-শারেজের, প্রধান অধিনায়ক নেবোসার-শেখিম, ও উচ্চ
অধিনায়ক নের্গাল-শারেজের ইত্যাদি বাবিলন-রাজের সমস্ত অধিনায়কেরা প্রবেশ করে মধ্যম-দ্বারে
আসন নিলেন। ৪ তাঁদের দেখে যুদা-রাজ সেদেকিয়া ও সমস্ত যোদ্ধা পালিয়ে গেলেন; রাতের
বেলায় তাঁরা রাজ-উদ্যানের পথে সেই দুই প্রাচীরের মধ্যস্থিত নগরদ্বার দিয়ে নগরী ছেড়ে বাইরে
গেলেন; তাঁরা আরাবা যাবার পথ ধরে চলে গেলেন।

৫ কিন্তু কাল্দীয়দের সৈন্য তাঁদের পিছনে ধাওয়া করে যেরিখোর নিম্নভূমিতে সেদেকিয়া রাজার
নাগাল পেল; তাঁকে ধরে তারা হামাৎ প্রদেশে, রিব্লায়, বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের কাছে নিয়ে
গেল, আর সেখানে রাজা তাঁর দণ্ডাদেশ দিলেন। ৬ বাবিলন-রাজ রিব্লায় সেদেকিয়ার চোখের সামনে
তাঁর ছেলেদের হত্যা করলেন, বাবিলন-রাজ যুদার সমস্ত সমাজনেতাদেরও হত্যা করলেন; ৭ পরে
সেদেকিয়ার চোখ দু'টো উপড়ে ফেললেন, এবং শেকলাবদ্ধ করে তাঁকে বাবিলনে নিয়ে গেলেন।

৮ পরে কাল্দীয়েরা রাজপ্রাসাদ ও জনসাধারণের ঘর-বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিল, এবং
যেরুসালেমের সমস্ত প্রাচীর ভেঙে ফেলল। ৯ জনগণের বাকি যত লোক নগরীতে থেকে গেছিল, ও
যত লোক বাবিলনের পক্ষে যোগ দিয়েছিল, এবং জনগণের বাকি যত লোক, তাদের সকলকে
রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে গেল। ১০ রক্ষীদলের অধিনায়ক
নেবুজারাদান জনগণের গরিব লোকদের—যারা নিঃস্ব ছিল—যুদা দেশে ফেলে রাখল; সেদিন সে
তাদের যত্নে আঙুরখেত ও জমি রেখে গেল।

১১ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যেরেমিয়ার বিষয়ে রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদানকে এই
হুকুম দিয়েছিলেন: ১২ 'তাঁকে নাও, তাঁর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ, তাঁর কোন অনিষ্ট করো না, বরং
তিনি তোমাকে যেমন বলবেন, তাঁর প্রতি সেইমত ব্যবহার কর।' ১৩ তখন রক্ষীদলের অধিনায়ক
নেবুজারাদান, প্রধান অধ্যক্ষ নেবুসাজ্বান, ও উচ্চ অধিনায়ক নের্গাল-শারেজের এবং
বাবিলন-রাজের সকল প্রধান অধিনায়ক ১৪ লোক পাঠিয়ে কারাবাসের প্রাঙ্গণ থেকে যেরেমিয়াকে
নিয়ে এলেন, এবং তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার
হাতে তুলে দিলেন। তাই তিনি জনগণের মধ্যে থাকলেন।

এবেদ-মেলেক উদ্ধার পাবে

১৫ যে সময় যেরেমিয়া কারাবাসের প্রাঙ্গণে কারারুদ্ধ ছিলেন, সেসময় প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে
উপস্থিত হয়ে বলেছিল: ১৬ 'তুমি গিয়ে ইথিওপীয় এবেদ-মেলেককে বল, সেনাবাহিনীর প্রভু,

ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, মঙ্গলের জন্য নয়, অমঙ্গলের জন্যই আমি এই নগরীর উপরে আমার সমস্ত বাণীর সিদ্ধি ঘটাব; সেদিন তোমার চোখের সামনেই সেই সমস্ত বাণী সিদ্ধিলাভ করবে। ১৭ কিন্তু সেদিন আমি তোমাকে উদ্ধার করব—প্রভুর উক্তি—আর তুমি যাদের ভয় পাচ্ছে, সেই লোকদের হাতে তোমাকে তুলে দেওয়া হবে না। ১৮ হ্যাঁ, আমি তোমাকে রক্ষা করবই করব, খড়্গের আঘাতে তোমার পতন হবে না; তুমি এতে খুশি হবে যে, কমপক্ষে প্রাণ বাঁচিয়েছ, কেননা তুমি আমাতে ভরসা রেখেছ। প্রভুর উক্তি।'

গেদালিয়া ও তাঁর হত্যা

৪০ রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান যেরেমিয়াকে রামা থেকে মুক্ত অবস্থায় বিদায় দেওয়ার পর প্রভুর কাছ থেকে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। নেবুজারাদান যখন তাঁকে নিয়েছিল, তখন, যেরুসালেম ও যুদার যে সমস্ত লোককে দেশছাড়া করার জন্য বাবিলনে নেওয়া হচ্ছিল, তাদেরই মধ্যে যেরেমিয়া শেকলে আবদ্ধ ছিলেন। ২ রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান যেরেমিয়াকে নেওয়ার পর তাঁকে বলল, 'তোমার পরমেশ্বর প্রভু এই স্থানের বিষয়ে অমঙ্গলের ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন; ৩ প্রভু তা ঘটিয়েছেন, হ্যাঁ, যেমন বলেছিলেন, তেমনি করেছেন, যেহেতু তোমরা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছ ও তাঁর প্রতি বাধ্য হওনি। সেজন্যই তোমাদের প্রতি তেমনটি ঘটল। ৪ এখন দেখ, আজ আমি তোমার হাতের শেকল থেকে তোমাকে মুক্ত করলাম; তুমি যদি আমার সঙ্গে বাবিলনে যেতে ইচ্ছা কর, তবে এসো, আমি তোমার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখব; আর যদি আমার সঙ্গে বাবিলনে যেতে তোমার ইচ্ছা না হয়, তবে এখানে থাক। দেখ, গোটা দেশ তোমার সামনে রয়েছে: যেখানে খুশি, যেখানে যাওয়া ভাল মনে কর, তুমি সেখানে যাও। ৫ তবে, তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা না কর, তাহলে শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার কাছে ফিরে যাও, বাবিলন-রাজ তাঁকেই যুদার শহরগুলির প্রদেশপাল নিযুক্ত করেছেন; তুমি তাঁর সঙ্গে জনগণের মধ্যে থাক, কিংবা যেখানে খুশি সেখানে যাও।' রক্ষীদলের অধিনায়ক যাত্রার জন্য খাদ্য-সামগ্রী ও একটা উপহার দিয়ে তাঁকে বিদায় দিল। ৬ তখন যেরেমিয়া মিস্পাতে আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার কাছে গিয়ে, দেশে যত লোক থেকে গেছিল, তাদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে থাকলেন।

৭ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া সৈন্যদের সমস্ত অধিপতি ও তাদের লোকেরা যখন শুনতে পেল যে, বাবিলন-রাজ আহিকামের সন্তান গেদালিয়াকে প্রদেশপাল নিযুক্ত করেছেন, এবং যারা বাবিলনে নির্বাসিত হয়নি, সেই সমস্ত পুরুষ, স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে ও দেশের গরিবদের তাঁরই হাতে তুলে দিয়েছেন, ৮ তখন তারা মিস্পাতে গেদালিয়ার কাছে এল; অর্থাৎ নেথানিয়ার সন্তান ইসমায়েল এবং যোহানান ও যোনাথান নামে কারেয়াহ্‌র দুই সন্তান, তান্হুমেতের সন্তান সেরাইয়া, নেটোফাতীয় ওফাইয়ের সন্তানেরা ও মায়াখাথীয়ের সন্তান যেজানিয়া, এরা ও এদের লোকেরা এসে উপস্থিত হল। ৯ আর শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়া তাদের কাছে ও তাদের লোকদের কাছে এই বলে শপথ করলেন, 'তোমরা কাল্দীয়দের বশ্যতা স্বীকার করতে ভয় করো না, দেশে বসতি করে বাবিলন-রাজের অধীন হও, তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে। ১০ আর আমি, দেখ, যে কাল্দীয়েরা আমাদের এখানে আসবে, আমি তাদের সামনে তোমাদের হয়ে দাঁড়াবার জন্য এই মিস্পাতে বাস করব; কিন্তু তোমরা আঙুররস, গ্রীষ্মের ফল ও তেল সংগ্রহ করে তোমাদের ভাণ্ডারে রাখ, এবং যে

সকল শহর তোমরা হস্তগত করেছ, সেগুলোতে বসতি কর।'

১১ একই প্রকারে, মোয়াবে, আম্মোনীয়দের মধ্যে এদোমে ও অন্যান্য দেশে যে সকল ইহুদী ছিল,
তারা যখন শুনতে পেল যে, বাবিলন-রাজ কিছু লোককে যুদায় ফেলে রেখেছিলেন, এবং শাফানের
১২ পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়াকে তাদের উপরে নিযুক্ত করেছিলেন, তখন সেই ইহুদীরাও
সকলে যে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত জায়গা থেকে ফিরে যুদা দেশে, মিস্পাতে,
গেদালিয়ার কাছে এল। তারা প্রচুর পরিমাণ আঙুররস ও গ্রীষ্মের ফল সংগ্রহ করতে লাগল।

১৩ পরে কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া সৈন্যদের সমস্ত অধিপতি মিস্পাতে
১৪ গেদালিয়ার কাছে এসে তাঁকে বলল, 'আপনি কি জানেন, আম্মোনীয়দের রাজা বালিস আপনাকে
মেরে ফেলতে নেথানিয়ার সন্তান ইসমায়েলকে পাঠিয়েছেন?' কিন্তু আহিকামের সন্তান গেদালিয়া
১৫ তাদের বিশ্বাস করলেন না। তখন কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান মিস্পাতে গেদালিয়াকে গোপনে
বলল, 'অনুমতি দিন, আমি গিয়ে নেথানিয়ার সন্তান ইসমায়েলকে হত্যা করব, কেউ তা জানতে
পারবে না। সে কেন আপনাকে মেরে ফেলবে? করলে আপনার কাছে যে সকল ইহুদী জড় হয়েছে,
১৬ তারা বিক্ষিপ্ত হবে, এবং যুদার বাকি সকলের বিনাশ হবে।' কিন্তু আহিকামের সন্তান গেদালিয়া
কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানানকে বললেন, 'তেমন কাজ করো না, কেননা ইসমায়েল সম্বন্ধে তুমি যা
বলছ, তা মিথ্যা।'

৪১ সপ্তম মাসে এলিসামার পৌত্র নেথানিয়ার সন্তান রাজবংশীয় ইসমায়েল রাজার কয়েকজন
অধিনায়ক ও দশজন লোককে সঙ্গে নিয়ে মিস্পাতে আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার কাছে এল, আর
২ তারা মিস্পাতে সকলে মিলে খাওয়া-দাওয়া করতে করতে নেথানিয়ার সন্তান ইসমায়েল ও তার
ওই দশজন সঙ্গী উঠে বাবিলন-রাজের নিযুক্ত প্রদেশপালকে, শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান
সেই গেদালিয়াকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করল। ৩ আর মিস্পাতে গেদালিয়ার সঙ্গে যত ইহুদী ছিল
ও সেখানে যত কাল্দীয়কে পাওয়া গেল, তাদেরও, অর্থাৎ যোদ্ধা সকলকেও ইসমায়েল হত্যা করল।

৪ গেদালিয়ার হত্যাকাণ্ডের পরদিন—কেউই তখনও ব্যাপারটা জানত না—৫ সিখেম, শীলো ও
সামারিয়া থেকে লোক এল, সংখ্যায় তারা আশিজন; তাদের দাড়ি কাটা, ছেঁড়া কাপড় পরা ও দেহে
কাটাকাটির দাগ। প্রভুর গৃহে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে তাদের হাতে ছিল শস্য-নৈবেদ্য ও ধূপ। ৬
নেথানিয়ার সন্তান ইসমায়েল তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মিস্পা থেকে বেরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে
এগিয়ে আসছিল; একবার তাদের কাছে এসে পৌঁছে সে তাদের বলল, 'আহিকামের সন্তান
৭ গেদালিয়ার কাছে চল।' কিন্তু তারা নগরের মধ্যস্থানে এলে নেথানিয়ার সন্তান ইসমায়েল ও তার
সঙ্গীরা তাদের বধ করে সেখানকার কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল। ৮ কিন্তু তাদের মধ্যে দশজন ছিল,
যারা ইসমায়েলকে বলল, 'আমাদের হত্যা করবেন না, কেননা মাঠে মাঠে আমরা যথেষ্ট গম, যব,
তেল ও মধু গোপনে রেখেছি।' তাই সে রেহাই দিয়ে তাদের ভাইদের সঙ্গে তাদের বধ করল না।

৯ ওই লোকদের হত্যা করার পর ইসমায়েল যে কুয়োতে তাদের মৃতদেহ ফেলে দিয়েছিল, তা
ছিল সেই বড় কুয়ো যা আসা রাজা ইস্রায়েল-রাজ বায়াশার ভয়ে তৈরি করেছিলেন; নেথানিয়ার
সন্তান ইসমায়েল তা-ই মৃতদেহে ভরিয়ে দিল।

১০ পরে ইসমায়েল, মিস্পাতে যত লোক বাকি রয়েছিল, তাদের সকলকে বন্দি করে নিয়ে গেল:
যে রাজকুমারীরা ও জনগণের যে অংশ মিস্পাতে থেকে গেছিল—রক্ষীদলের অধিনায়ক

নেবুজারাদান আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার হাতে যাদের ন্যস্ত করেছিল—তাদের সকলকে
নেথানিয়ার সন্তান ইসমায়েল বন্দি করে নিয়ে আম্মোনীয়দের কাছে আশ্রয় পাবার জন্য রওনা হল।
১১ কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান ও তার সঙ্গী অধিপতিরা সকলে যখন শুনতে পেল যে, নেথানিয়ার
সন্তান ইসমায়েল এই সমস্ত দুষ্কর্ম করেছে, ১২ তখন তাদের লোকদের নিয়ে নেথানিয়ার সন্তান
ইসমায়েলকে আক্রমণ করতে বেরিয়ে গেল, এবং গিবেয়োনের বড় দিঘির কাছে তার নাগাল পেল।
১৩ ইসমায়েলের সঙ্গে যে সকল লোক ছিল, তারা কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানানকে ও তার সঙ্গী
অধিপতিদের দেখে আনন্দিত হল। ১৪ ইসমায়েল সেই সকল লোককে বন্দি করে মিস্পা থেকে নিয়ে
গেছিল, তারা ঘুরে কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানানের সঙ্গে যোগ দিতে ফিরে এল। ১৫ কিন্তু নেথানিয়ার
সন্তান ইসমায়েল ও তার দলের আটজন লোক যোহানানকে এড়িয়ে আম্মোনীয়দের কাছে পালিয়ে
গেল।
১৬ নেথানিয়ার সন্তান ইসমায়েল আহিকামের সন্তান গেদালিয়াকে হত্যা করার পর জনগণের যে
বাকি অংশ মিস্পা থেকে বন্দি করে নিয়ে গেছিল, কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান ও তার সঙ্গী
অধিপতিরা তাদের সকলকে জড় করল, অর্থাৎ যোদ্ধাদের, ছেলেমেয়েকে ও কঞ্চুকীদের সঙ্গে নিয়ে
গিবেয়া থেকে তাদের ফিরিয়ে আনল। ১৭ তারা মিশরে যাবার অভিপ্রায়ে বেথলেহেমের পাশে
অবস্থিত গেরুৎ-কিমহামে থামল, ১৮ অর্থাৎ কাল্দীয়দের কাছ থেকে বেশ দূরেই থাকল, কেননা তারা
তাদের ভয় পাচ্ছিল, যেহেতু নেথানিয়ার সন্তান ইসমায়েল বাবিলন-রাজের নিযুক্ত প্রদেশপাল
আহিকামের সন্তান গেদালিয়াকে হত্যা করেছিল।

মিশরে পলায়ন

৪২ পরে সেই সকল অধিনায়ক, বিশেষভাবে কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান ও হোসাইয়ার সন্তান
আজারিয়া, এবং জনগণের ছোট বড় সকলে এগিয়ে এসে ২ নবী যেরেমিয়াকে বলল, 'আমাদের এই
মিনতি আপনার গ্রাহ্য হোক! আপনি এই সমস্ত অবশিষ্ট লোকের হয়ে ও আমাদের হয়ে আপনার
পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, কারণ আপনি নিজেরই চোখে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা অনেকে
ছিলাম, এখন অল্পজনই অবশিষ্ট রয়েছি। ৩ তাই আপনার পরমেশ্বর প্রভু আমাদের জানিয়ে দিন,
আমাদের কোন্ পথ ধরতে হবে, আমাদের কী করতে হবে।' ৪ নবী যেরেমিয়া উত্তরে তাদের
বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। দেখ, তোমাদের কথামত আমি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা
করব, এবং প্রভু তোমাদের জন্য যে উত্তর দেন, তা আমি তোমাদের জানাব, কিছুই গোপন রাখব
না।' ৫ তারা যেরেমিয়াকে বলল, 'আপনার পরমেশ্বর প্রভু আমাদের জন্য আপনাকে যা কিছু
জানাবেন, আমরা যদি তা পালন না করি, তবে প্রভু নিজেই যেন আমাদের বিরুদ্ধে সত্যময় ও
বিশ্বাস্য সাক্ষীরূপে দাঁড়ান; ৬ আমাদের গ্রহণীয় হোক বা নাই হোক, আমরা যাঁর কাছে আপনাকে
প্রেরণ করছি, আমাদের সেই পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হব, যেন আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি
বাধ্য হলে আমাদের মঙ্গল হয়।'
৭ দশ দিন পরে এমনটি হল যে, প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল; ৮ তখন তিনি
কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানানকে ও তার সঙ্গে যত অধিনায়ক ছিল, তাদের ও জনগণের ছোট বড়
সকলকে ডেকে আনলেন; তাদের বললেন, ৯ 'নিজেদের মিনতি পেশ করতে তোমরা যাঁর কাছে

আমাকে প্রেরণ করেছিলে, সেই প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: ১০ তোমরা যদি এই
দেশে থাক, আমি তোমাদের গেঁথে তুলব, বিনাশ করব না; তোমাদের রোপণ করব, উৎপাটন
করব না; কেননা তোমাদের প্রতি যে অমঙ্গল ঘটিয়েছি, তার জন্য আমার দুঃখ হয়েছে। ১১ সেই
বাবিলন-রাজ যে তোমাদের অন্তরে তত ভয় জন্মায়, তাকে তোমরা ভয় করো না; না, তাকে ভয়
করো না—প্রভুর উক্তি—কারণ তোমাদের ত্রাণ করতে ও তার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করতে
আমিই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি! ১২ আমি তার অন্তরে তোমাদের প্রতি করুণা জাগাব, তাই সে
তোমাদের প্রতি করুণা দেখাবে ও তোমাদের দেশভূমিতে তোমাদের যেতে দেবে। ১৩ কিন্তু
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্যতা না দেখিয়ে তোমরা যদি বল, "না, আমরা এই দেশে
থাকবই না," ১৪ এবং বল, "না, আমরা মিশর দেশেই যাব, কারণ সেখানে যুদ্ধ-সংগ্রাম দেখব না,
তুরিধ্বনি শুনব না, খাদ্যের অভাবে ক্ষুধায় ভুগব না, সুতরাং সেইখানে বসতি করতে চাই," ১৫
তবে, হে যুদার অবশিষ্ট লোক, তোমরা প্রভুর বাণী শোন: সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর, একথা বলছেন: যদি সত্যিই মনে কর, তোমরা মিশরে যাবে ও সেখানে বসতি করতেই
যাবে, ১৬ তাহলে তোমাদের ভয়ের বস্তু সেই খড়্গ মিশর দেশেই তোমাদের নাগাল পাবে, এবং
তোমাদের আশঙ্কার বস্তু সেই দুর্ভিক্ষ তোমাদের উপরে এসে পড়বে, আর তোমরা সেখানে মরবে।
১৭ তখন যে সকল লোক মিশরে বসতি করতে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও
মহামারী দ্বারা মারা পড়বে; আমি তাদের উপরে যে অমঙ্গল প্রেরণ করব, তাদের মধ্যে কেউই তা
এড়াবে না, তা থেকে কেউই রেহাই পাবে না। ১৮ কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
একথা বলছেন: যেরুসালেম-অধিবাসীদের উপরে যেমন আমার ক্রোধ ও রোষ বর্ষিত হয়েছে,
তোমরা মিশরে গেলে তোমাদের উপরেও তেমনি আমার রোষ বর্ষিত হবে; হ্যাঁ, তোমরা অভিশাপ,
আতঙ্ক, নিন্দা ও দুর্নামের পাত্র হবে; এবং এই স্থান আর কখনও দেখতে পাবে না।

১৯ হে যুদার অবশিষ্ট লোক সকল, তোমাদের প্রতি প্রভু একথা বলছেন: মিশরে যেয়ো না। জেনে
নাও: আমি আজ তোমাদের স্পষ্ট সাবধান বাণী দিলাম! ২০ বস্তুত তোমরা তোমাদের নিজেদের
প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছ, কেননা তোমরা আমাকে তোমাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুর কাছে পাঠিয়েছিলে;
সেসময় আমাকে বলেছিলে, তুমি আমাদের হয়ে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর;
আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যা কিছু বলবেন, তা তুমি আমাদের জানাবে আর আমরা সেইমত করব।
২১ আর আজ আমি তোমাদের তা জানালাম; কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে সকল বিষয়ের জন্য
আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তার কোন বিষয়ে তোমরা তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাওনি। ২২
সুতরাং এখন নিশ্চিত হয়ে জান যে, বসতি করার জন্য তোমরা যেখানে যেতে ইচ্ছা করছ, সেখানে
খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা মারা পড়বে।'

৪৩ যেরেমিয়া যখন সকল লোকের কাছে তাদের পরমেশ্বর প্রভুর সকল বাণী—যে সকল বাণী
জানাবার জন্য তাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁকে তাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, সেই সকল বাণী
জানানো শেষ করলেন, ২ তখন হোসাইয়ার সন্তান আজারিয়া ও কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান, এবং
গর্বিত ও বিদ্রোহী সেই লোকেরা সকলে যেরেমিয়াকে বলল, 'তুমি মিথ্যাই বলছ; মিশরে বসতি
করতে যেয়ো না, একথা বলতে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে পাঠাননি; ৩ কিন্তু নেরিয়ার
সন্তান যে বারুক, সে-ই আমাদের বিরুদ্ধে তোমাকে উসকানি দিচ্ছে, কাল্দীয়দের হাতে আমাদের

তুলে দেবার জন্যই তা করছে, যেন তারা আমাদের বধ করে বা দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে যায়।'

৪ তাই কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান এবং সৈন্যদলের সকল অধিপতি ও সমস্ত লোক যুদা দেশে
থাকবার ব্যাপারে প্রভুর প্রতি বাধ্য হল না। ৫ ফলে কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান এবং সেই
অধিপতিরা যুদার সমস্ত অবশিষ্ট লোককে—অর্থাৎ সকল দেশের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর
সেখানকার থেকে যুদা দেশে বসবাস করার জন্য যারা ফিরে এসেছিল, ৬ সেই পুরুষ, স্ত্রী ও
ছেলেমেয়ে সকলকে, এবং রাজকুমারীদের, ও যে সকল লোককে রক্ষীদলের অধিনায়ক
নেবুজারাদান শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার সঙ্গে রেখে গেছিল, তাদের, এবং নবী
যেরেমিয়াকে ও নেরিয়ার সন্তান বারুককে নিয়ে রওনা হল; ৭ প্রভুর প্রতি অবাধ্য হয়ে তারা মিশর
দেশে প্রবেশ করে তাফানেসে গিয়ে পৌঁছল।

মিশরে প্রভুর বাণী

৮ তাফানেসে প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৯ 'হাতে বড় বড় কয়েকটা
পাথর নিয়ে তাফানেসে ফারাওর বাড়ির প্রবেশস্থানে যে ইটের ভাটা আছে, তার সুরকির নিচে,
ইহুদীদের সাক্ষাতেই, ওই পাথরগুলো পুঁতে রাখ; ১০ পরে তাদের বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, আমি আমার দাস বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারকে
আনতে পাঠাব, এবং এই যে সকল পাথর তুমি মাটির নিচে পুঁতে রেখেছ, এগুলোর উপরেই তার
সিংহাসন স্থাপন করব, আর সে এগুলোর উপরে তার নিজের রাজকীয় চাঁদোয়া মেলে দেবে। ১১ সে
এসে মিশর দেশ পরাভূত করবে:

মৃত্যুর পাত্র মৃত্যুর হাতে,
বন্দিদশার পাত্র বন্দিদশার হাতে,
খড়্গের পাত্র খড়্গের হাতে!

১২ সে মিশরের দেবালয়গুলিতে আগুন লাগাবে; সেই মন্দিরগুলি পুড়িয়ে দেবে ও সেগুলির
দেবতাদের দেশছাড়া করবে; এবং মেষপালক যেমন গায়ে চাদর জড়ায়, তেমনি সে এই মিশর দেশ
নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শান্তিতে চলে যাবে। ১৩ সেখানে, মিশর দেশে, সে সূর্যের মন্দিরের
স্মৃতিস্তম্ভগুলি চুরমার করবে ও মিশরের দেবালয়গুলি আগুনে পুড়িয়ে দেবে।'

৪৪ মিশর দেশে—মিগ্দোলে, তাফানেসে, নোফে ও পাথ্রোস প্রদেশে যে ইহুদীরা বাস করত,
তাদের বিষয়ে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। ২ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর, একথা বলছেন: 'যেরুসালেমের উপরে ও যুদার সকল নগরের উপরে আমি যে সমস্ত
অমঙ্গল ডেকে এনেছি, তা তোমরা দেখেছ। দেখ, আজ সেগুলি উৎসন্নস্থান, সেখানে কেউ বাস করে
না; ৩ এর কারণ হল সেই জনগণের শঠতা, যা আমাকে ক্ষুব্ধ করার জন্য তারা সাধন করত যখন
এমন দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাতে যেত, যারা তাদের, তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের
অচেনাই ছিল। ৪ অথচ আমি তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে আমার সকল দাস সেই নবীদের তোমাদের
কাছে প্রেরণ করেছিলাম, তারা যেন তোমাদের বলে: তেমন জঘন্য কাজ করো না! তা আমার
ঘৃণারই বস্তু! ৫ কিন্তু তারা শুনল না, কান দিল না; না, তারা তাদের শঠতা থেকে ফিরল না, অন্য

দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাতে ক্ষান্ত হল না। ৬ এজন্য আমার রোষ ও ক্রোধ উপচে পড়ল, যুদার
শহরে শহরে ও যেরুসালেমের পথে পথে জ্বলে উঠল, তাতে সেগুলো মরুপ্রান্তর ও উৎসন্নস্থান
হয়েছে, যেমনটি আজও সেইভাবে রয়েছে।
৭ অতএব এখন প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমরা
কেন তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে তেমন মহা অমঙ্গল ঘটাচ্ছ? তেমন কাজে তো তোমাদের আপন
স্ত্রী-পুরুষ-ছেলে-শিশু সকলকেই যুদার মধ্য থেকে এমনভাবে উচ্ছেদ করবে যে, তোমাদের কেউই
অবশিষ্ট থাকবে না। ৮ তোমরা এই যে মিশর দেশে বসতি করতে এসেছ, এখানে অন্য দেবতাদের
উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়ে কেন নিজেদেরই হাতে সাধিত কর্ম দ্বারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলছ? তোমরা
উচ্ছিন্ন হবে, এবং পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে অভিশাপ ও দুর্নামের বস্তু হবে। ৯ তোমাদের
পিতৃপুরুষদের অপকর্ম, যুদার রাজাদের ও রানীদের অপকর্ম, তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের
স্ত্রীদের অপকর্ম, যা যুদা দেশে ও যেরুসালেমের পথে পথে সাধিত হত, তোমরা সেই সমস্ত কি
ভুলে গেছ? ১০ এই লোকেরা আজ পর্যন্ত অনুতাপটুকুও দেখায়নি, ভয়ও পায়নি, আমার সেই
নির্দেশগুলি ও বিধিনিয়মের অনুসারেও আচরণ করেনি, যা আমি তোমাদের ও তোমাদের
পিতৃপুরুষদের সামনে রেখেছি।
১১ এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, তোমাদের অমঙ্গল
ঘটাতে ও গোটা যুদাকে উচ্ছেদ করতে আমি এবার তোমাদের প্রতি উন্মুখ হলাম। ১২ যুদার
অবশিষ্টাংশকে অর্থাৎ যারা মিশর দেশে বসতি করতে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমি তাদের
ধরব; তাদের সকলের বিনাশ হবে, মিশর দেশেই তাদের পতন হবে; খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারাই
তাদের বিনাশ হবে: ছোট-বড় সকলে খড়্গে ও দুর্ভিক্ষে মারা পড়বে, এবং অভিশাপ, আতঙ্ক, নিন্দা
ও দুর্নামের পাত্র হবে। ১৩ আমি যেমন খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা যেরুসালেমকে শাস্তি দিয়েছি,
যারা মিশর দেশে বাস করে, তাদেরও তেমনি শাস্তি দেব। ১৪ যুদার যে অবশিষ্ট লোকেরা এই
মিশরে বসতি করতে এসেছে এমন আশা নিয়ে যে, একদিন সেই যুদা দেশে ফিরবে যেখানে তারা
বাস করতে আকাঙ্ক্ষা করছে, তাদের মধ্যে কেউই রেহাই পাবে না, কেউই নিষ্কৃতি পাবে না;
স্বল্পজন রেহাই পাওয়া লোক ছাড়া আর কেউই সেখানে কখনও ফিরে যাবে না।'
১৫ তখন যে সকল পুরুষ জানত যে, তাদের স্ত্রী অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত, তারা এবং
উপস্থিত সকল স্ত্রীলোক—এক বিরাট ভিড়—এবং মিশর দেশে ও পাথ্রোস প্রদেশে বাসিন্দা গোটা
জনগণ যেরেমিয়াকে উত্তর দিয়ে বলল, ১৬ 'তুমি প্রভুর নামে আমাদের যে আদেশ জানিয়েছ,
সেবিষয়ে আমরা তোমাকে শুনব না; ১৭ এমনকি, আমরা নিজেদের মুখে যা প্রতিজ্ঞা করেছি, তা
পালন করবই করব: আমরা আকাশরানীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাব ও পানীয়-নৈবেদ্য ঢালব, যেমনটি
আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা, আমাদের রাজারা, ও আমাদের নেতারা যুদার শহরে শহরে ও
যেরুসালেমের পথে পথে আগেও করতাম। সেসময় আমাদের প্রচুর খাদ্য ছিল, সুখে দিন
কাটাতাম, কোন অমঙ্গল দেখতাম না; ১৮ কিন্তু যে সময় থেকে আমরা আকাশরানীর উদ্দেশে ধূপ
জ্বালানো ও পানীয়-নৈবেদ্য ঢালা ছেড়ে দিয়েছি, সেসময় থেকে আমাদের সবকিছুর অভাব হচ্ছে,
এবং আমরা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা বিলুপ্ত হচ্ছি।' ১৯ স্ত্রীলোকেরা আরও বলল, 'আমরা যখন
আকাশরানীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাই ও পানীয়-নৈবেদ্য ঢালি, তখন কি আমাদের স্বামীদের বিনা

অনুমতিতেই তাঁর প্রতিমূর্তিতে পিঠা তৈরি করি ও তাঁর উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালি?'

২০ তখন যেরেমিয়া গোটা জনগণকে, পুরুষ কি স্ত্রীলোক যত লোক সেইভাবে উত্তর দিয়েছিল,
তাদের সকলকে উদ্দেশ করে একথা বললেন: ২১ 'যুদার শহরে শহরে ও যেরুসালেমের পথে পথে
তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা, তোমাদের রাজারা ও তোমাদের নেতারা এবং দেশের
লোকেরা যে ধূপ জ্বালাতে, সেই ধূপের কথা কি প্রভু আর স্মরণ করছেন না? তা কি তাঁর মনে
পড়ছে না? ২২ প্রভু তোমাদের সেই অপকর্ম ও তোমাদের সাধিত সেই জঘন্য কাজ আর সহ্য করতে
পারলেন না বিধায়ই তোমাদের দেশ মরুপ্রান্তর, আতঙ্ক ও দুর্নামের বস্তু ও জনশূন্য হল, যেমনটি
আজ দেখা যাচ্ছে। ২৩ তোমরা ধূপ জ্বালিয়েছ, প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছ, প্রভুর প্রতি বাধ্য হওনি ও
তাঁর নির্দেশগুলি, বিধি ও নিয়মনীতি অনুসারে চলনি বিধায়ই তোমাদের প্রতি তেমন অমঙ্গল
ঘটেছে, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।'

২৪ যেরেমিয়া গোটা জনগণকে, বিশেষভাবে সমস্ত স্ত্রীলোককেই আরও বললেন, 'মিশর দেশে
রয়েছ হে সকল ইহুদী, প্রভুর বাণী শোন! ২৫ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা
বলছেন: তোমরা ও তোমাদের স্ত্রী মুখে যা বলেছ, হাতে তা সম্পন্ন করেছ; তোমরা বলেছ:
"আমরা আকাশরানীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার জন্য ও পানীয়-নৈবেদ্য ঢালবার জন্য যে মানত
করেছি, তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই পূরণ করব!" আচ্ছা, তোমাদের মানত রক্ষা কর, তোমাদের মানত
পূরণ কর। ২৬ তবু, মিশর দেশে রয়েছ হে সকল ইহুদী, প্রভুর বাণী শোন; প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, আমি আমার নিজের মহানামের দিব্যি দিয়ে শপথ করছি—প্রভু বলছেন—মিশর দেশে
রয়েছে এমন কোন ইহুদী আমার নাম আর কখনও মুখে আনবে না; "জীবনময় প্রভু পরমেশ্বরের
দিব্যি" একথা কেউই আর উচ্চারণ করবে না। ২৭ দেখ, আমি তাদের অমঙ্গলের জন্য জেগে থাকব,
মঙ্গলের জন্য নয়! গোটা যুদার যত লোক মিশর দেশে রয়েছে, তারা সকলে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও
মহামারী দ্বারা নিঃশেষে বিনষ্ট হবেই। ২৮ খড়্গ থেকে রেহাই পেয়ে মিশর দেশ থেকে যুদা দেশে
ফিরে আসবে, এমন লোকজন সংখ্যায় নগণ্যই হবে; এতে যুদার বাকি সমস্ত লোক, যারা মিশর
দেশে বসতি করার জন্য এখানে এসেছে, তারা জানতে পারবে যে, কার্ বাণী সিদ্ধিলাভ করে,
আমার কি তাদের! ২৯ তোমাদের জন্য এটি হবে চিহ্ন যে—প্রভুর উক্তি—আমি এইখানে তোমাদের
শাস্তি দেব, যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমাদের বিরুদ্ধে আমার বাণী নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করে—
তোমাদের অমঙ্গলের জন্য!

৩০ প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি যেমন যুদা-রাজ সেদেকিয়াকে তার প্রাণনাশে সচেষ্ট শত্রু
সেই বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের হাতে তুলে দিয়েছি, তেমনি মিশর-রাজ ফারাও-হফ্রাকেও তার
শত্রুদের হাতে, এবং যারা তার প্রাণনাশে সচেষ্ট, তাদেরও হাতে তুলে দেব।'

বারুকের উদ্ধার পূর্বঘোষিত

৪৫ যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের চতুর্থ বর্ষে যখন নেরিয়ার সন্তান বারুক যেরেমিয়ার
মুখ থেকে শুনতে শুনতে এই সমস্ত কথা এক পুঁথিতে লিখে নিলেন, তখন যেরেমিয়া নবী তাঁকে
একথা বললেন: ২ 'হে বারুক, প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার বিষয়ে একথা বলছেন: ৩ তুমি
নাকি বলেছ: হায়, ধিক্ আমাকে! কেননা প্রভু আমার ব্যথার উপরে দুঃখও যোগ দিয়েছেন; আমি

আর্তনাদ করতে করতে শ্রান্ত হয়েছি, বিশ্রামটুকু পাচ্ছি না। ৪ প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি যা
গেঁথেছি, তা ভেঙে ফেলি, আর যা রোপণ করেছি, তা উৎপাটন করি; আর এইভাবে সারা পৃথিবী
জুড়ে! ৫ তবে তুমি কি মহা মহা সঙ্কল্প বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করবে? তেমন চিন্তা আর পোষণ
করো না! কেননা দেখ, আমি গোটা মানবজাতির উপরে অমঙ্গল ডেকে আনব। প্রভুর উক্তি। কিন্তু
তোমাকে আমি এটুকু কমপক্ষে মঞ্জুর করব যে, তুমি যেইখানে যাবে না কেন, সেখানে নিজের প্রাণ
বাঁচাবে।'

জাতিগুলির বিরুদ্ধে দৈববাণী

৪৬ জাতিগুলি সম্বন্ধে প্রভুর যে বাণী যেরেমিয়া নবীর কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ।

মিশর

২ মিশর সম্বন্ধে। যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের চতুর্থ বর্ষে বাবিলন-রাজ
নেবুকাদ্রেজার মিশর-রাজ ফারাও-নেখোর যে সৈন্যসামন্তকে পরাজিত করলেন, ইউফ্রেটিস নদীর
তীরে কার্কেমিশে উপস্থিত সেই সৈন্যসামন্তের বিরুদ্ধে বাণী।

৩ তোমরা তোমাদের ঢাল—বড়গুলো ও ছোটগুলো—প্রস্তুত কর,
এবং যুদ্ধ করতে এগিয়ে যাও।
৪ অশ্বকে রথে লাগাও,
অশ্বে ওঠ, হে অশ্বারোহী সকল।
শিরস্ত্রাণ পরে নিয়ে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস কর,
বর্শা চক্‌চকে করে তোল,
বর্ম পরিধান কর!
৫ এ কেমন দৃশ্য! আমি কী দেখতে পাচ্ছি!
তাদের সৈন্যশ্রেণী ভেঙে পড়েছে,
তারা পিঠ ফেরাচ্ছে!
তাদের বীরযোদ্ধা সকল পরাজিত,
আশ্রয় নিতে পালিয়ে যাচ্ছে,
পিছন ফিরেও তাকায় না;
চারদিকে সন্ত্রাস!
প্রভুর উক্তি।
৬ দ্রুতগামীও রেহাই পাবে না,
বীরপুরুষও নিষ্কৃতি পাবে না।
উত্তরদিকে, ইউফ্রেটিস নদীতীরে,
তারা হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়ল।

৭ ওই কে, যে নীল নদীর মত উঠে আসছে,
ফুলন্ত জলরাশির খরস্রোতের মত উপচে পড়ছে?

[৮] সে তো মিশর, যে নীল নদীর মত উঠে আসছে,
যে ফুলন্ত জলরাশির খরস্রোতের মত উপচে পড়ছে;
সে বলে: 'আমি উথলে উঠব, পৃথিবী নিমজ্জিত করব,
বিনাশ করব তার যত শহর ও যত শহরবাসীকে।'
[৯] ঘোড়া সকল, ছুটে যাও,
রথ সকল, উন্মত্তের মত এগিয়ে যাও;
বেরিয়ে পড়, বীরপুরুষ সকল!
তোমরাও, ইথিওপিয়া ও পুটের মানুষ,
যারা ঢাল ধারণ কর;
তোমরাও, লুদের মানুষ, যারা ধনুক টান।
[১০] এদিনটি কিন্তু প্রভুরই, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বরেরই দিন!
এদিনটি তাঁর বিপক্ষদের প্রতিফল দেবার জন্য প্রতিশোধের দিন!
তাঁর খড়্গ তাদের রক্ত গ্রাস করবে,
রক্তপানে তৃপ্ত হবে, মত্তই হবে;
কেননা উত্তরদেশে ইউফ্রেটিস নদীর ধারে
সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে তা হবে ভোগ-যজ্ঞস্বরূপ!
[১১] হে মিশর-কুমারী কন্যা,
গিলেয়াদে ওঠে যাও, মলমও গ্রহণ কর;
বৃথাই তুমি বহু বহু ঔষধ যোগাড় করছ,
তোমার জন্য প্রতিকার নেই।
[১২] দেশগুলো তোমার অপমানের কথা শুনেছে,
তোমার আর্তনাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ;
কেননা বীর বীরে হোঁচট খেল,
তারা দু'জনে একসঙ্গে লুটিয়ে পড়ল।

[১৩] মিশর দেশ আক্রমণ করার জন্য বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের আগমন বিষয়ে প্রভু যেরেমিয়াকে যে কথা বললেন, তার বৃত্তান্ত।

[১৪] তোমরা মিশরে একথা প্রচার কর,
মিগ্দোলে তা ঘোষণা কর,
নোফে ও তাফানেসে তা ঘোষণা কর;
বল: 'ওঠ, তৈরী হও,
কেননা খড়্গ তোমার চারদিকে সবই গ্রাস করছে।'
[১৫] আপি কেন পালিয়ে গেল?
তোমার সেই পবিত্র বৃষ কেন দাঁড়াতে পারল না?
প্রভুই তাকে উল্টিয়ে দিলেন!

[১৬] অনেকে টলমল হয়ে
একে অপরের উপরে পড়ছে,
তারা বলে, 'ওঠ, আমরা এই বিনাশী খড়্গ থেকে ফিরে
স্বজাতির কাছে, আমাদের জন্মভূমিতেই যাই।'
[১৭] ডাক, হ্যাঁ, মিশর-রাজ সেই ফারাওকে ডাক!
তা শব্দমাত্র, গেলই আসল ক্ষণ!
[১৮] আমার জীবনের দিব্যি—সেই রাজার উক্তি,
সেনাবাহিনীর প্রভুই যাঁর নাম—
এমন একজন আসবে, যে পাহাড়পর্বতের মধ্যে তাবরের মত,
সমুদ্রতীরে কার্মেলের মত।
[১৯] হে মিশর-নিবাসিনী কন্যা,
নির্বাসনের জন্য পাত্র-সামগ্রী প্রস্তুত কর,
কেননা নোফ প্রান্তরেই পরিণত হবে,
হবে উৎসন্নস্থান, নিবাসী-বিহীন।
[২০] মিশর অতি সুন্দরী বকনা ছিল বটে,
কিন্তু উত্তরদিক থেকে দংশক আসছে, এই যে আসছে।
[২১] মিশরের মধ্যে তার ভাড়া করা যোদ্ধারাও
নধর বাছুরের মত;
কিন্তু তারাও পিঠ ফেরাল,
সবাই মিলে পালাল, দাঁড়াতে পারল না;
কেননা তাদের উপরে এসে পড়ল অমঙ্গলের দিন,
তাদের শাস্তির ক্ষণ।
[২২] তার চলে যাওয়ার শব্দ
এমন সাপের শব্দের মত যা যেতে যেতে ভারী শব্দ তোলে,
কারণ তারা সৈন্যদলের মতই এগিয়ে আসছে,
কুড়াল নিয়ে তারা তার বিরুদ্ধে আসছে
কাঠকাটিয়েদের মত।
[২৩] ওরা তার বন কেটে ফেলুক—প্রভুর উক্তি—
যদিও সেই বন অগম্য,
কারণ ওরা পঙ্গপালের চেয়েও বেশি,
সত্যি সংখ্যার অতীত।
[২৪] মিশর-কন্যা লজ্জাবোধ করছে,
সে উত্তরদেশীয় এক জাতির হাতে সমর্পিতা!

[২৫] সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: 'দেখ, আমি নোর আমোন দেবকে,

ফারাও ও মিশরকে এবং তার দেবতা ও রাজাদের, ফারাও ও তার উপরে ভরসা রাখে এমন
সকলকেই শাস্তি দেব। ২৬ যারা তাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট, তাদের হাতে, বাবিলন-রাজ
নেবুকাদ্নেজারের ও তার সেনাপতিদের হাতে তাদের তুলে দেব; কিন্তু পরে সেই দেশে আগেকার
মত নিবাসী থাকবে।' প্রভুর উক্তি।

২৭ 'কিন্তু তুমি, হে আমার দাস যাকোব, তুমি ভয় করো না;
ইস্রায়েল, হতাশ হয়ো না;
কেননা দেখ, আমি দূরবর্তী এক দেশ থেকে,
বন্দিদশার দেশ থেকে তোমার বংশের পরিত্রাণ সাধন করব;
যাকোব ফিরে এসে শান্তি ভোগ করবে,
সে নির্ভয়ে বাস করবে; তাকে ভয় দেখাবে এমন কেউই থাকবে না।
২৮ হে আমার দাস যাকোব, ভয় করো না,
—প্রভুর উক্তি—কেননা আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি!
আমি যাদের মধ্যে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছি,
সেই সকল দেশ নিঃশেষে সংহার করব;
কিন্তু তোমাকে নিঃশেষে সংহার করব না;
অর্থাৎ ন্যায় অনুসারে তোমাকে শাস্তি দেব,
তবু তোমাকে সম্পূর্ণরূপে অদণ্ডিত রাখব না।'

ফিলিস্তিনিরা

৪৭ ফারাও গাজা আক্রমণ করার আগে, ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে প্রভুর যে বাণী যেরেমিয়া নবীর কাছে
এসে উপস্থিত হল, এ তার বৃত্তান্ত।

২ প্রভু একথা বলছেন:
'দেখ, উত্তরদিক থেকে জলরাশি উথলে আসছে,
তা প্লাবিনী বন্যা হতে যাচ্ছে;
দেশ ও দেশের মধ্যে যত বস্তু,
শহর ও শহরনিবাসী সকলকে প্লাবিত করছে।
লোকেরা হাহাকার করছে,
দেশনিবাসীরা সকলে চিৎকার করছে।
৩ শত্রুর বলবান ঘোড়ার খটখটানিতে,
রথের ঘর্ঘরাণিতে, চাকার শব্দে
পিতারা হতাশ হয়ে
সন্তানদের দিকেও মুখ ফেরাবে না।
৪ কেননা সেই দিনটি এসে গেছে,
যেদিনে সকল ফিলিস্তিনি বিনষ্ট হবে,
যেদিন তুরস ও সিদোনও

ও তাদের সহকারীরা সকলে উচ্ছিন্ন হবে।
হ্যাঁ, প্রভু ফিলিস্তিনিদের বিনাশ করছেন,
কাপ্তোর দ্বীপের অবশিষ্ট সকলেরও বিনাশ ঘটাচ্ছেন।
৫ মৃত্যুশোকে গাজা চুল খেউরি করল,
আস্কালোনকে স্তব্ধ করা হল;
হে সমভূমির বাকি লোক সকল,
তোমরা আর কতকাল নিজ দেহ কাটাকাটি করে যাবে?
৬ হে প্রভুর খড়্গ,
আর কতকাল বিশ্রামহীন থাকবে?
খাপে ফিরে যাও,
বিশ্রাম কর, ক্ষান্ত হও।
৭ তা কেমন করে বিশ্রাম করতে পারে?
প্রভু তো তাকে আজ্ঞা দিয়েছেন
আস্কালোনের বিরুদ্ধে ও সমুদ্রতীরের বিরুদ্ধে!
সেইখানে তিনি তা নিযুক্ত করেছেন।'

মোয়াব

৪৮ মোয়াব সম্বন্ধে।
সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন:
হায় নেবো! ও তো উচ্ছিন্ন হল;
কিরিয়াথাইম লজ্জিতা ও পরের হাতে পতিতা হল;
রাজপুরী লজ্জিতা, তা হস্তগত হল!
২ মোয়াবের খ্যাতি আর নেই,
হেসবোনে লোকে তার অমঙ্গল আঁটছে:
'এসো, আমরা তা উচ্ছিন্ন করি, জাতি হতে দেব না।'
তোমাকেও, হে মাদ্মেন, তোমাকেও স্তব্ধ করা হবে,
খড়্গ তোমার পিছু পিছু ধাওয়া করবে।
৩ হোরোনাইম থেকে হাহাকারের সুর:
'ধ্বংস! মহা সর্বনাশ!
৪ মোয়াব এবার ভগ্ন,'
তার শিশুরা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনাচ্ছে।
৫ লুহিতের আরোহণ-পথে
লোকে কাঁদতে কাঁদতে উঠে যায়,
হোরোনাইমের অবরোহণ-পথে
শোনা যাচ্ছে পরাজয়ের চিৎকার।

৬ ‘পালিয়ে যাও, নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাও!
প্রান্তরে অবস্থিত সেই আরোয়েরের মত হও।’
৭ তুমি ভরসা রেখেছ
তোমার আপন দৃঢ়দুর্গে, তোমার আপন ধনে,
তাই তুমিও ধরা পড়বে,
আর কামোশ নির্বাসন-দেশে চলে যাবে,
তার সঙ্গে যাবে তার যাজক ও নেতা সকল।
৮ যত শহরের বিরুদ্ধেই আসবে সেই বিনাশক;
কোন শহর নিষ্কৃতি পাবে না।
উপত্যকা হবে বিনষ্ট, সমভূমি হবে উচ্ছিন্ন,
যেমনটি বলেছেন প্রভু।
৯ মোয়াবের জন্য মৃত্যু-স্তম্ভ দাঁড় করাও,
সে তো এখন ধ্বংসস্তূপমাত্র।
তার শহরগুলি প্রান্তর হবে,
কেননা আর নিবাসী কেউ থাকবে না।
১০ অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে শিথিল হাতেই করে প্রভুর কাজ,
অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে আপন খড়্গ রক্তবঞ্চিত করে!
১১ মোয়াব বাল্যকাল থেকে শান্ত ছিল,
নিজের গাদের উপরে আঙুররস যেমন, সে তেমনি করত বিশ্রাম,
এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে তা ঢালা হয়নি,
নির্বাসন-দেশেও কখনও যায়নি;
এজন্য তার মধ্যে থেকে গেছে তার রস,
বিকৃত হয়নি তার স্বাদ।

১২ এজন্য, দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি তার কাছে এমন লোক পাঠাব, যারা তাকে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালবে, তার পাত্রগুলো শূন্য করবে, ও তার কুপোগুলো ভেঙে ফেলবে। ১৩ ইস্রায়েলকুল যেমন তার ভরসা-ভূমি সেই বেথেলের বিষয়ে লজ্জাবোধ করেছে, মোয়াব তেমনি কামোশের বিষয়ে লজ্জাবোধ করবে।

১৪ তোমরা কেমন করে বলতে পার, আমরা বীরপুরুষ,
আমরা যুদ্ধের জন্য যোগ্য বীরযোদ্ধা?
১৫ মোয়াবের বিনাশক তার শহরগুলি আক্রমণ করতে উঠছে,
তার সেরা যুবকেরা জবাইস্থানে নেমে যাচ্ছে
—সেই রাজার উক্তি সেনাবাহিনীর প্রভু যাঁর নাম।
১৬ মোয়াবের সর্বনাশ আগতপ্রায়,
তার অমঙ্গল দ্রুত পদেই এগিয়ে আসছে।

[১৭] তোমরা, তার ঘনিষ্ঠজন যারা, তার জন্য বিলাপ কর,
তোমরা সকলেও, যারা জান তার নাম;
বল: 'এই প্রতাপদণ্ড, এই প্রিয় যষ্টি,
কেমন ভগ্ন হয়েছে!'
[১৮] হে দিবোন-নিবাসিনী কন্যা,
তোমার প্রতাপ থেকে নেমে এসো, দগ্ধ মাটিতে বস,
কেননা তোমার বিরুদ্ধে উঠে আসছে মোয়াবের সেই বিনাশক,
সে ভেঙে ফেলেছে তোমার দৃঢ়দুর্গ সকল।
[১৯] হে আরোয়ের-নিবাসিনী,
পথের ধারে দাঁড়িয়ে লক্ষ কর;
পলাতককে ও রেহাই পেয়েছে এমন মানুষকে জিজ্ঞাসা কর,
কীবা ঘটেছে?
[২০] মোয়াব লজ্জাবোধ করছে, সে যে ভেঙে পড়েছে;
তোমরা চিৎকার কর, হাহাকার কর;
আর্নোনে এই কথা প্রচার কর যে,
ধ্বংসিত হল সেই মোয়াব!

[২১] বিচারদণ্ড এসে গেছে: সমভূমির উপরে, হোলোন, যাহাস, মেফায়াৎ, [২২] দিবোন, নেবো, বেথ্-দিব্লাথাইম, [২৩] কিরিয়াথাইম, বেথ্-গামুল, বেথ্-মেয়োন, [২৪] কেরিয়োৎ ও বস্রার উপরে, মোয়াবের নিকটবর্তী দূরবর্তী সকল শহরের উপরেই বিচারদণ্ড এসে গেছে।

[২৫] মোয়াবের প্রতাপ ছিন্ন হল,
তার বাহু ভগ্ন হল—প্রভুর উক্তি।

[২৬] তোমরা তাকে মাতাল কর, কারণ সে প্রভুর বিরুদ্ধেই বড়াই করত, আর মোয়াব তার নিজের বমিতে গড়াগড়ি দেবে, সে নিজেও বিদ্রূপের পাত্র হবে। [২৭] ইস্রায়েল কি তোমার কাছে বিদ্রূপের পাত্র ছিল না? সে কি চোরদের মধ্যে ধরা পড়েছিল যে, তুমি তার বিষয়ে যতবার কথা বল, ততবার মাথা নেড়ে থাক?

[২৮] হে মোয়াব-নিবাসীরা,
শহরগুলি ত্যাগ কর, শৈলে গিয়ে বাস কর,
এমন কপোতের মত হও, যা বাসা বাঁধে
গভীর গর্তের দেওয়ালে।
[২৯] আমরা শুনেছি মোয়াবের অহঙ্কারের কথা,
শুনেছি, সে নিতান্ত অহঙ্কারী;
তার কেমন অভিমান! কেমন অহঙ্কার! কেমন দম্ভ!
তার হৃদয় কেমন দর্পিত!
[৩০] আমি তার আস্ফালন জানি—প্রভুর উক্তি—

তা কিছু নয়,
সে বড়াই করে বটে, কিন্তু সেই বড়াইও শূন্যতামাত্র।
[৩১] এজন্য আমি মোয়াবের বিষয়ে বিলাপ করব,
গোটা মোয়াবের জন্য হাহাকার করব;
কির-হেরেসের লোকদের জন্যও আর্তনাদ করব।
[৩২] হে সিব্‌মার আঙুরখেত,
আমি যাসেরের কান্নাকাটির চেয়ে
তোমারই বিষয়ে বেশি কান্নাকাটি করব;
তোমার শাখাগুলি সমুদ্রপারে যেত,
তা যাসের সমুদ্র পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত;
তোমার গ্রীষ্মের ফলের উপরে,
তোমার ফলসংগ্রহের উপরে বিনাশক এসে পড়েছে।
[৩৩] মোয়াবের ফলবাগান ও ভূমি থেকে
আনন্দ-ফুর্তি ফুরিয়ে গেল;
আঙুরকুণ্ড থেকে ফুরিয়ে গেছে আঙুররস,
আঙুর যে মাড়াই করে, সেও আর মাড়াই করে না,
আনন্দগান আর আনন্দগান নয়।

[৩৪] হেসবোন ও এলেয়ালের চিৎকার যাহাস পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত; জোয়ার থেকে হোরোনাইম পর্যন্ত, এগ্লাৎ-শেলিশিয়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয় চিৎকারের সুর, কেননা নিম্রিমের জলাশয় উৎসন্নস্থান হয়েছে। [৩৫] আমি মোয়াবের মধ্যে তাদের সকলকে বিলুপ্ত করব—প্রভুর উক্তি—যারা উচ্চস্থানগুলিতে উঠে যায় ও তার দেবের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়। [৩৬] এজন্য মোয়াবের জন্য আমার হৃদয় বাঁশির মত বাজছে, কির-হেরেসের লোকদের বিষয়ে আমার অন্তর বাঁশির মত বাজছে; তারা যা উপার্জন করেছে, তার কারণেই এখন নিঃশেষিত। [৩৭] প্রতিটি মাথা চুল-মুণ্ডিত, প্রতিটি দাড়ি কাটা; সকলের হাতে কাটাকাটির দাগ ও সকলের কোমরে চটের কাপড়। [৩৮] মোয়াবের সমস্ত ছাদে ও তার চকের সর্বস্থানে কেবল বিলাপ শোনা যাচ্ছে, কেননা আমি মোয়াবকে মূল্যহীন পাত্রের মত ভেঙে ফেললাম—প্রভুর উক্তি। [৩৯] সে কেমন ভগ্ন হয়ে পড়েছে! চিৎকার কর! মোয়াব কেমন লজ্জাকর ভাবেই না পিঠ ফিরিয়েছে! তার সকল প্রতিবেশীর কাছে মোয়াব হয়েছে বিদ্রূপ ও আতঙ্কের বস্তু।

[৪০] কেননা প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, সে ঈগলের মত উড়ে আসবে,
সে মোয়াবের উপরে পাখা মেলে দেবে।
[৪১] শহরগুলি এখন পরের হাতে পতিত,
দুর্গগুলিও দখলকৃত।
সেইদিন মোয়াবের বীরপুরুষদের হৃদয়
হবে প্রসবযন্ত্রণায় আক্রান্ত নারীর হৃদয়ের মত।

৪২ মোয়াব এবার বিলুপ্ত, সে আর জাতি নয়,
কেননা সে প্রভুর বিরুদ্ধে বড়াই করেছে।
৪৩ হে মোয়াব-নিবাসিনী, তোমার উপরে
সন্ত্রাস, গহ্বর, ফাঁদ এসে পড়বে—প্রভুর উক্তি।
৪৪ যে কেউ সন্ত্রাস এড়াবে,
সে গহ্বরে পড়বে;
যে কেউ গহ্বর থেকে উঠে আসবে,
সে ফাঁদে ধরা পড়বে,
কেননা আমি তার উপরে, মোয়াবেরই উপর
এসব কিছু প্রেরণ করব তাদের শাস্তি-বর্ষে—প্রভুর উক্তি।
৪৫ হেসবোনের ছায়ায়
শ্রান্ত হয়ে পলাতকেরা দাঁড়াল।
কিন্তু হেসবোন থেকে আগুন
ও সিহোনের মধ্য থেকে অগ্নিশিখা নির্গত হবে,
আর মোয়াবের ভ্রূ
ও কলহকারীদের মাথার খুলি গ্রাস করবে।
৪৬ হে মোয়াব, ধিক্ তোমাকে!
হে কামোশের প্রজা সকল, তোমরা বিনষ্ট!
কেননা তোমাদের ছেলেদের বন্দি করা হচ্ছে,
তোমাদের মেয়েদের বন্দিদশায় নেওয়া হচ্ছে।
৪৭ কিন্তু আমি অন্তিম দিনগুলিতে
মোয়াবের দশা ফেরাব।
প্রভুর উক্তি।'
এইখানে মোয়াবের বিচারদণ্ডের কথা সমাপ্ত।

আম্মোন

৪৯ আম্মোনীয়দের সম্বন্ধে।
প্রভু একথা বলছেন:
'ইস্রায়েলের কি পুত্রসন্তান নেই?
তার কি উত্তরাধিকারী কেউ নেই?
তবে মিল্কম কেন গাদ উত্তরাধিকাররূপে পেল,
ও তার প্রজারা ওর শহরগুলোতে বসতি করল?
২ এজন্য দেখ, এমন দিনগুলি আসছে
—প্রভুর উক্তি—
যখন আমি আম্মোনীয়দের রাব্বায়

শোনাব যুদ্ধের সিংহনাদ ;
তখন তা ধ্বংসস্তূপের ঢিপি হবে,
তার উপনগরগুলো আগুনে দগ্ধ হবে ;
যারা একসময় ইস্রায়েলকে অধিকারচ্যুত করেছিল,
ইস্রায়েল তাদের অধিকারচ্যুত করবে ;
—বলছেন প্রভু।
[৩] হে হেসবোন, চিৎকার কর, কেননা আই এখন ধ্বংসিতা ;
হে রাব্বা-কন্যারা, হাহাকার কর,
চটের কাপড় পর, বিলাপগান ধর,
প্রাচীরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি কর,
কেননা মিল্কম নির্বাসন-দেশে চলে যাবে,
আর তার সঙ্গে যাবে তার যাজক ও নেতা সকল।
[৪] হে বিদ্রোহিণী কন্যা,
কেন তোমার উপত্যকাগুলি নিয়ে গর্ব কর?
তুমি তো তোমার নিজের ধনে ভরসা রেখে বলে ওঠ :
কেইবা আমাকে আক্রমণ করবে?
[৫] দেখ, আমি তোমার চারদিক থেকে
তোমার উপরে সন্ত্রাস নিয়ে আসব,
—সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি।
তোমরা প্রত্যেকে যে যার পথে বিতাড়িত হবে,
কেউই পলাতকদের সংগ্রহ করবে না।
[৬] কিন্তু পরে আমি
আম্মোনীয়দের দশা ফেরাব।'
—প্রভুর উক্তি।

এদোম

[৭] এদোম সম্বন্ধে।
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
'তেমানে কি আর প্রজ্ঞা নেই?
প্রজ্ঞাবানদের সুমন্ত্রণা কি নিশ্চিহ্ন হয়েছে?
তাদের প্রজ্ঞা কি মিলিয়ে গেছে?
[৮] হে দেদান-নিবাসী সকল,
পালিয়ে যাও, রওনা দাও, গুপ্ত স্থানে লুকাও,
কেননা আমি এসৌয়ের উপরে নামিয়ে আনছি তার সর্বনাশ,
আনছি তার প্রতিফলের ক্ষণ।

[৯] আঙুরফল সংগ্রহ করে যারা, যদি তারা তোমার কাছে আসে,
কিছুই ফল বাকি রাখবে না;
রাতের বেলায় যদি চোর আসে,
তাদের ইচ্ছামতই চুরি করবে।
[১০] বস্তুত আমি এসৌকে বস্ত্রহীন করব,
তার যত গুপ্ত স্থান অনাবৃত করব,
আর কোথাও লুকোতে পারবে না।
তার বংশ, তার ভাই সকল ও প্রতিবেশী
সকলে বিলুপ্ত; সে আর নেই!
[১১] তোমার এতিমদের ত্যাগ কর, আমিই বাঁচাব তাদের,
তোমার বিধবারা আমাতেই ভরসা রাখুক!

[১২] কেননা প্রভু একথা বলছেন: দেখ, পানপাত্রে পান করতে যারা বাধ্য ছিল না, এখন তাদের তাতে পান করতে হবে; তাই তুমি কি মনে কর, শাস্তি এড়াবে? না, তুমি শাস্তি এড়াবে না, তোমাকে পান করতেই হবে, [১৩] কেননা আমি আমার নিজের দিব্যি দিয়ে শপথ করেছি যে—প্রভুর উক্তি—বস্রা আতঙ্ক, দুর্নাম, উৎসন্নতা ও অভিশাপের পাত্র হবে, এবং তার সমস্ত শহর চিরন্তন ধ্বংসস্তূপ হবে।

[১৪] আমি প্রভুর কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়েছি,
দেশগুলোর মাঝে এক দূত প্রেরিত হয়েছে:
জড় হও, তার বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাও!
যুদ্ধের জন্য তৈরী হও।
[১৫] কেননা দেখ, আমি দেশগুলোর মধ্যে তোমাকে ছোট্ট করব,
মানুষদের মধ্যে অবজ্ঞাতই করব।
[১৬] ওহে তুমি, শৈলরাশির গর্তে যার বাসস্থান,
ওহে তুমি, পর্বতচূড়া যে আঁকড়ে ধরে আছ,
তোমার ভয়ঙ্করতা তোমাকে ভুলিয়েছে,
তোমার হৃদয়ের দম্ভ তোমাকে প্রবঞ্চিত করেছে;
যদিও তুমি ঈগলের মত উচ্চস্থানেই বাসা বাঁধ,
তবু আমি সেখান থেকে তোমাকে নামাব—প্রভুর উক্তি।

[১৭] এদোম আতঙ্কের বস্তু হবে; যে কেউ তার কাছ দিয়ে যাবে, তেমন কঠিন দশা দেখে সে ভয়ে চিৎকার করবে। [১৮] সদোম, গমোরা ও নিকটবর্তী শহরগুলির উৎপাটনের দিনে যেমন ঘটেছিল—বলছেন প্রভু—তেমনি এদোমেও আর কোন মানুষ বাস করবে না, কোন আদমসন্তান সেখানে আর বসতি করবে না। [১৯] দেখ, সিংহ যেমন যর্দনের বন থেকে উঠে সেই চিরন্তন চারণভূমির দিকে আসে, তেমনি একনিমেষেই আমি এদোম থেকে তাদের তাড়িয়ে দেব ও তাদের উপরে আমার মনোনীতজনকে নিযুক্ত করব; কেননা আমার সমকক্ষ কে? আমার বিপক্ষ কে? আমার সামনে

দাঁড়াবে এমন পালক কোথায়? [২০] তাই তোমরা প্রভুর সঙ্কল্প শোন, যা তিনি এদোমের বিরুদ্ধে
করেছেন; তাঁর সেই সিদ্ধান্ত শোন, যা তিনি তেমান-নিবাসীদের বিরুদ্ধে নিয়েছেন।

নিশ্চয়ই পালের ক্ষুদ্রতমদেরও টেনে নিয়ে যাওয়া হবে,
নিশ্চয়ই তাদের চোখের সামনে তাদের চারণভূমি উৎসন্ন করা হবে।
[২১] তাদের পতনের শব্দে পৃথিবী কাঁপছে।
লোহিত সাগর পর্যন্ত হাহাকারের সুর ধ্বনিত হচ্ছে।
[২২] দেখ, সে ঈগলের মত উড়ে আসবে, সে বস্রার উপরে পাখা মেলে দেবে।
সেইদিন এদোমের বীরপুরুষদের হৃদয়
হবে প্রসবযন্ত্রণায় আক্রান্ত নারীর হৃদয়ের মত।'

দামাস্কাস

[২৩] দামাস্কাস সম্বন্ধে।
হামাৎ ও আর্পাদ লজ্জায় অভিভূত,
কেননা তারা অশুভ সংবাদ পেল;
তারা আলোড়িত ও অস্থির,
তারা সাগরের মত, যা শান্ত করা যায় না।
[২৪] দামাস্কাস বলহীন হয়েছে, পালাবার জন্য ফিরছে;
হঠাৎ সে শিহরে ওঠে:
যন্ত্রণা ও ব্যথা তাকে ধরেছে,
সে প্রসবকালে স্ত্রীলোকেরই মত।
[২৫] প্রশংসার পাত্র এই নগরী,
আমার আনন্দের পুরী, কেন পরিত্যক্তা হল?
[২৬] তাই সেইদিন তার চত্বরে চত্বরে তার যুবকদের পতন হবে,
তার সকল যোদ্ধাকেও সেইদিন স্তব্ধ করা হবে।
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।
[২৭] আমি দামাস্কাসের প্রাচীরে আগুন লাগাব,
তা বেন্-হাদাদের প্রাসাদগুলো গ্রাস করবে।

কেদার ও হাৎসোর

[২৮] বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যা যা পরাজিত করেছিলেন, সেই কেদার ও হাৎসোর রাজ্যগুলি
সম্বন্ধে।

প্রভু একথা বলছেন:
'ওঠ, কেদারের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাও,
পুবদেশের লোকদের সবকিছুই লুট কর।
[২৯] তাদের তাঁবুগুলো ও তাদের পশুপাল কেড়ে নাও,
তাদের পরদাগুলো, তাদের সমস্ত পাত্র

ও তাদের যত উট ছিনিয়ে নিয়ে যাও ;
তাদের উপরে এই চিৎকার ধ্বনিত হোক : চারদিকে সন্ত্রাস !
[৩০] হে হাৎসোর-নিবাসীরা,
পালিয়ে যাও, দূরে চলে যাও, গুপ্ত স্থানে লুকাও,
—প্রভুর উক্তি—
কেননা বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজার
তোমাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করেছে,
তোমাদের বিরুদ্ধে সঙ্কল্প স্থির করেছে।
[৩১] ওঠ, রণযাত্রা কর সেই শান্তিপ্রিয় দেশের বিরুদ্ধে,
যা নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বাস করছে—প্রভুর উক্তি।
তার তোরণদ্বার নেই, অর্গলও নেই,
সে একাকী হয়ে বাস করে।
[৩২] তার যত উট লুটের মাল হোক,
তার বিপুল পশুধন লুটের বস্তু হোক।
যত লোকে কেশকোণ মুণ্ডন করে,
তাদের আমি চার বায়ুতে ছড়িয়ে দেব,
চারদিক থেকে তাদের উপর আনব সর্বনাশ।
প্রভুর উক্তি।
[৩৩] হাৎসোর হবে শিয়ালদের আশ্রয়স্থল,
চিরস্থায়ী উৎসন্নস্থান ;
সেখানে আর কোন মানুষ বাস করবে না,
কোন আদমসন্তান সেখানে আর বসতি করবে না।'

এলাম

[৩৪] যুদা-রাজ সেদেকিয়ার রাজত্বের আরম্ভকালে এলাম সম্বন্ধে প্রভুর যে বাণী যেরেমিয়া নবীর কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ :

[৩৫] 'সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
দেখ, আমি এলামের ধনুক,
তার সেই বলের উৎস ভেঙে ফেলব।
[৩৬] এলামের বিরুদ্ধে আমি
আকাশের চারদিক থেকে চার বায়ু বহাব,
এবং ওই সকল বায়ুর দিকে তাদের উড়িয়ে দেব ;
দূরীকৃত এলামীয়েরা যার কাছে না যাবে,
এমন দেশ থাকবে না।
[৩৭] এলামীয়দের শত্রু যারা,

তাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট যারা,
তাদের সামনে আমি এলামীয়দের অন্তরে আশঙ্কা সঞ্চার করব;
তাদের উপরে অমঙ্গল আনব,
আনব আমার জ্বলন্ত ক্রোধ—প্রভুর উক্তি।
আমি তাদের ধাওয়া করতে আমার খড়্গ প্রেরণ করব,
যতক্ষণ না তাদের নিঃশেষে সংহার করি।
৩৮ আমি আমার সিংহাসন এলামে স্থাপন করব,
তার রাজা ও নেতা সকলকেই উচ্ছিন্ন করব—প্রভুর উক্তি।
৩৯ কিন্তু অন্তিম দিনগুলিতে
আমি এলামের দশা ফেরাব।' প্রভুর উক্তি।

বাবিলনের পতন ও ইস্রায়েলের মুক্তি

৫০ প্রভু যেরেমিয়া নবীর মধ্য দিয়ে বাবিলন সম্বন্ধে, কাল্দীয়দের দেশ সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন, তার বৃত্তান্ত।

২ 'তোমরা দেশগুলোর মাঝে তা প্রচার কর, ঘোষণা কর,
নিশানা উত্তোলন কর, প্রচার কর, গুপ্ত রেখো না; বল:
বাবিলন হস্তগত!
বেল লজ্জায় অভিভূত,
মার্দুক সন্ত্রাসিত,
তার সকল প্রতিমা লজ্জায় পরিবৃত,
তার পুতুলগুলো আতঙ্কিত।
৩ কেননা উত্তরদিক থেকে এমন এক জাতি উঠে আসছে,
যা তার দেশ প্রান্তরে পরিণত করবে,
সেই দেশে আর কেউ বাস করবে না;
মানুষ কি পশু সবাই পালিয়েছে,
সবাই চলে গেছে।

৪ সেই দিনগুলিতে ও সেই কালে—প্রভুর উক্তি—ইস্রায়েল সন্তানেরা আসবে, তারা ও যুদা-সন্তানেরা মিলে আসবে, কাঁদতে কাঁদতে চলে আসবে, ও তাদের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ করবে। ৫ তারা সিয়োন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে, সেইদিকে মুখ নিবদ্ধ রাখবে, বলবে: এসো, আমরা এমন চিরস্থায়ী সন্ধি দ্বারা প্রভুর সঙ্গে মিলিত হই, যা কখনও বিস্মৃত হবার নয়। ৬ হারানো মেষের দল: তা-ই ছিল আমার জনগণ; তাদের পালকেরা তাদের ভ্রান্ত করেছিল, পর্বতে পর্বতে তাদের পথহারা করে ফেলেছিল; সেই মেষগুলো উপপর্বতে উপপর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভুলে গেছিল তাদের শয়নস্থান। ৭ যারা তাদের পেত, তারা তাদের গ্রাস করত, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা বলত: আমাদের কোন দোষ নেই, যেহেতু তারাই ধর্মময়তার নিবাস-ভূমি সেই প্রভুর বিরুদ্ধে, তাদের পিতৃপুরুষদের আশাভূমি সেই প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছে।

৮ তোমরা বাবিলন থেকে শীঘ্রই বেরিয়ে পড়,
কাল্দীয়দের দেশ থেকে বের হও,
ছাগের মত হও, মেষপাল চালিত কর।
৯ কেননা দেখ, আমি উত্তরদিক থেকে
কতগুলো মহাদেশ উত্তেজিত করে
বাবিলনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করছি;
তারা বাবিলনের বিরুদ্ধে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করবে,
তখন বাবিলনের পক্ষে শেষ!
তাদের তীর নিপুণ তীরন্দাজের তীরের মত,
একটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ফিরে আসে না।
১০ কাল্দিয়া লুটের বস্তু হবে,
তার সকল লুটেরা পরিতৃপ্ত হবে—প্রভুর উক্তি।

১১ ওহে তোমরা, যারা আমার উত্তরাধিকার লুট করছ,
তোমরা আনন্দ কর, উল্লাসও কর!
মাঠের উপরে বাছুরের মত লাফালাফি কর,
তেজস্বী ঘোড়ার মত হ্রেষা শব্দ কর!
১২ কিন্তু তোমাদের মাতা ভীষণ লজ্জায় অভিভূতা হবে,
তোমাদের জননী হতাশায় পড়বে।
দেখ, দেশগুলোর মধ্যে সে সবার শেষে পড়বে,
সে হবে প্রান্তর, দগ্ধ মাটি, মরুভূমি।
১৩ প্রভুর ক্রোধের কারণেই তার মধ্যে আর নিবাসী কেউ থাকবে না,
সে সম্পূর্ণ উৎসন্নস্থান হবে;
যে কেউ বাবিলনের কাছ দিয়ে যাবে,
তার সমস্ত ক্ষত দেখে সে আতঙ্কে চিৎকার করবে।

১৪ ওহে তোমরা, যারা ধনুক টান,
বাবিলনের বিরুদ্ধে চারদিকে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস কর,
তীর ছোড় তার প্রতি, তীরব্যয়ে ক্ষান্ত হয়ো না,
কেননা প্রভুর বিরুদ্ধে সে করেছে পাপ।
১৫ তার চারদিক থেকে তোল রণনিনাদ;
আত্মসমর্পণে সে হাত পাতছে,
তার দুর্গগুলো পড়ে যাচ্ছে,
তার প্রাচীর উৎপাটিত হচ্ছে,
কেননা এ প্রভুর প্রতিশোধ।
তোমরা ওর উপর প্রতিশোধ নাও,

সে পরের প্রতি যেমন ব্যবহার করেছে,
তার প্রতি সেইমত ব্যবহার কর।
১৬ বাবিলন থেকে বীজবুনিয়েকে নিশ্চিহ্ন কর,
ফসল কাটার দিনে যে কাস্তে ধরে, তাকেও নিশ্চিহ্ন কর,
বিনাশী খড়্গের সামনে থেকে
প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতির কাছে ফিরে যাক,
প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের দিকে পালিয়ে যাক।

১৭ ইস্রায়েল বিক্ষিপ্ত এক মেষপাল,
যার পিছু পিছু সিংহে ধাওয়া করে;
প্রথম আসিরিয়া-রাজই তাকে গ্রাস করেছিল,
এখন, শেষে, এই বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার তার হাড় চূর্ণ করেছে।

১৮ এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, আমি আসিরিয়া-রাজকে যেমন শাস্তি দিয়েছি, বাবিলন-রাজ ও তার দেশকে তেমনি শাস্তি দেব। ১৯ আমি ইস্রায়েলকে তার চারণভূমিতে ফিরিয়ে আনব, সে কার্মেল ও বাশানের উপরে চরবে, এবং এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে ও গিলেয়াদে তার প্রাণ তৃপ্ত হবে। ২০ সেই দিনগুলিতে ও সেই কালে— প্রভুর উক্তি—ইস্রায়েলের শঠতার অনুসন্ধান করা হবে, কিন্তু কৈ, তা আর নেই; যুদার পাপের অনুসন্ধান করা হবে, কিন্তু তা পাওয়া যাবে না; কেননা আমি যাদের অবশিষ্ট রাখব, তাদের ক্ষমা করব।'

যেরুসালেমে বাবিলনের পতনের কথা প্রচারিত

২১ 'মেরাথাইম দেশের বিরুদ্ধে রণযাত্রা কর,
তার বিরুদ্ধে ও পেকোদ-অধিবাসীদের বিরুদ্ধে রণযাত্রা কর।
তাদের ধ্বংস কর, বিনাশ-মানতের বস্তু কর;
—প্রভুর উক্তি—
আমি যা করতে আজ্ঞা করেছি, সেইমত কর।
২২ দেশে সংগ্রামের শব্দ,
মহাসর্বনাশের শব্দ!
২৩ সমস্ত পৃথিবীর সেই হাতুড়ি
কেন ছিন্ন ও ভগ্ন হল?
দেশগুলোর মধ্যে কেন বাবিলন
আতঙ্কের বস্তু হল?
২৪ হে বাবিলন, তোমার জন্য আমি ফাঁদ পেতেছি,
আর তুমি অজান্তে তাতে ধরা পড়েছ;
তোমাকে পাওয়া গেছে, তুমি ধরা পড়েছ,
কারণ প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ।

[২৫] প্রভু নিজের অস্ত্রাগার খুললেন,
তাঁর ক্রোধের যত অস্ত্র বের করলেন,
কেননা কাল্দীয়দের দেশে
সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর একটা কাজ আছে!
[২৬] তোমরা পৃথিবীর শেষপ্রান্ত থেকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়,
তার যত শস্যভাণ্ডার খুলে দাও,
আটির মত তাকে গাদা কর, তাকে বিনাশ-মানতের বস্তু কর,
তার কিছুই বাকি রেখো না।
[২৭] তার সকল বলদ জবাই কর,
সেগুলো জবাইস্থানে নেমে যাক।
হায়, তাদের দিন এসে গেছে,
এসে গেছে তাদের শাস্তির ক্ষণ।

[২৮] ওই যে তাদের কণ্ঠস্বর, যারা পালিয়েছে
ও বাবিলন দেশ থেকে রেহাই পেয়েছে,
যেন সিয়োনে জানাতে পারে
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতিশোধ,
তাঁর মন্দিরের জন্য প্রতিশোধ।'

বাবিলনের গর্ব

[২৯] 'তোমরা বাবিলনের বিরুদ্ধে তীরন্দাজদের,
যারা ধনুক টানে, তাদের সকলকে আহ্বান কর।
তার চারদিকে শিবির বসাও,
কাউকেই রেহাই পেতে দিয়ো না।
তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দাও,
সে পরের প্রতি যেমন ব্যবহার করেছে,
তার প্রতি সেইমত ব্যবহার কর;
কেননা সে প্রভুর বিরুদ্ধে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের বিরুদ্ধেই দর্প করেছে।
[৩০] তাই সেইদিন তার চত্বরে চত্বরে তার যুবকদের পতন হবে,
তার সকল যোদ্ধাকেও সেইদিন স্তব্ধ করা হবে।'
—প্রভুর উক্তি।
[৩১] 'হে দর্পী, তোমারই সঙ্গে আমার বিবাদ!
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
কেননা তোমার দিন এসে গেছে,
এসে গেছে তোমার শাস্তির ক্ষণ।

[৩২] তখন ওই দর্পী হোঁচট খেয়ে পড়বে,
কেউ তাকে ওঠাবে না;
আর আমি তার শহরগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেব,
আর সেই আগুন তার চারদিকের সবকিছু গ্রাস করবে।'

প্রভুই ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক

[৩৩] 'সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েল-সন্তানেরা ও যুদা-সন্তানেরা নির্বিশেষে অত্যাচারিত হচ্ছে; যারা তাদের বন্দিদশায় রাখছে, তারা তাদের জোর করে ধরে রাখছে, তাদের ছাড়তে রাজি নয়। [৩৪] কিন্তু তাদের মুক্তিসাধক শক্তিশালী, সেনাবাহিনীর প্রভুই তাঁর নাম! তিনি সবলভাবে তাদের পক্ষসমর্থন করবেন, যেন তিনি দেশটা সুস্থির করেন ও বাবিলনের অধিবাসীদের অস্থির করেন।

[৩৫] কাল্দীয়দের উপরে, বাবিলন-অধিবাসীদের উপরে,
তার নেতাদের উপরে,
তার প্রজ্ঞাবানদের উপরে খড়্গ!—প্রভুর উক্তি।
[৩৬] তার গণকদের উপরে খড়্গ! তারা ক্ষিপ্ত হোক।
তার বীরপুরুষদের উপরে খড়্গ! তারা আতঙ্কিত হোক।
[৩৭] তার অশ্ব ও রথগুলির উপরে,
তার মধ্যে যত বিজাতীয় মানুষের উপরে খড়্গ!
তারা মেয়েদের সমান হোক।
তার সকল ধনকোষের উপরে খড়্গ! সেগুলি লুণ্ঠিত হোক।
[৩৮] তার জলাধারের উপরে খড়্গ! সেগুলি শুষ্ক হোক।
কেননা তা প্রতিমার দেশ,
ভয়ঙ্কর মূর্তি তাদের মত্ত করে তোলে।

[৩৯] এজন্য সেখানে বনবিড়াল ও শিয়ালে বাস করবে, উটপাখিরা বাসা করবে; তা আর কখনও লোকালয় হবে না, পুরুষানুক্রমে সেখানে বসতি হবে না। [৪০] পরমেশ্বর যখন সদোম, গমোরা ও নিকটবর্তী শহরগুলির উৎপাটন করেছিলেন, তখন যেমন ঘটেছিল—প্রভুর উক্তি—তেমনি সেখানেও আর কোন মানুষ বাস করবে না, কোন আদমসন্তান সেখানে বসতি করবে না।'

উত্তর থেকে আগত শত্রু
যর্দন থেকে আগত সিংহ

[৪১] 'দেখ, উত্তরদিক থেকে এক সেনাদল আসছে, পৃথিবীর চারপ্রান্ত থেকে এক মহাজাতি ও বহু রাজা উত্তেজিত হয়ে আসছে। [৪২] তারা ধনুক ও বর্শাধারী, নিষ্ঠুর ও মমতাবিহীন; তাদের শব্দ সমুদ্রগর্জনের মত। তারা ঘোড়ায় চড়ে আসছে; হায়, বাবিলন-কন্যা, তোমারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা এক মানুষই যেন তৈরী! [৪৩] বাবিলন-রাজ তাদের বিষয়ে কথা শুনেছে, তার হাত অবশ হল, যন্ত্রণা, প্রসবিনীর ব্যথার মত ব্যথা তাকে ধরল।

[৪৪] দেখ, সিংহ যেমন যর্দনের বন থেকে উঠে সেই চিরন্তন চারণভূমির দিকে আসে, তেমনি
একনিমেষেই আমি বাবিলন থেকে তাদের তাড়িয়ে দেব ও তাদের উপরে আমার মনোনীতজনকে
নিযুক্ত করব; কেননা আমার সমকক্ষ কে? আমার বিপক্ষ কে? আমার সামনে দাঁড়াবে এমন পালক
কোথায়? [৪৫] তাই তোমরা প্রভুর সঙ্কল্প শোন, যা তিনি বাবিলনের বিরুদ্ধে করেছেন; তাঁর সেই
সিদ্ধান্ত শোন, যা তিনি কাল্দীয়দের দেশের বিরুদ্ধে নিয়েছেন।

নিশ্চয়ই পালের ক্ষুদ্রতমদেরও টেনে নিয়ে যাওয়া হবে,
নিশ্চয়ই তাদের চোখের সামনে তাদের চারণভূমি উৎসন্ন করা হবে।
[৪৬] বাবিলনের পতনের শব্দে পৃথিবী কাঁপছে।
দেশগুলোর মধ্যে হাহাকারের সুর ধ্বনিত হচ্ছে।'

৫১ [১] প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, আমি বাবিলনের বিরুদ্ধে
ও আমার হৃদয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে
এক বিনাশক বায়ুর উদ্ভব ঘটাব;
[২] আমি বাবিলনে ঝাড়কদের প্রেরণ করব,
তারা তাকে ঝাড়বে, তার দেশ শূন্য করবে,
কারণ অমঙ্গলের দিনে
তারা চারদিক থেকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।
[৩] যে তীরন্দাজ ধনুক টানে, তোমরা তাকে রেহাই দিয়ো না,
নিজ বর্মে যে নিজেকে বড় দেখায়, তাকেও নয়;
তার যুবকদেরও রেহাই দিয়ো না,
তার সমস্ত সৈন্যদলকে বিনাশ-মানতের বস্তু কর।
[৪] তারা কাল্দীয়দের দেশে নিহত হয়ে পড়বে,
তার চত্বরে চত্বরে বিদ্ধ হয়ে পড়বে।
[৫] কারণ ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের সামনে
তাদের দেশ অপকর্মে পরিপূর্ণ বটে,
কিন্তু ইস্রায়েল ও যুদা
তাদের পরমেশ্বরের, সেনাবাহিনীর সেই প্রভুর বিধবা নয়!
[৬] বাবিলনের মধ্য থেকে পালিয়ে যাও,
নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাও;
তার শঠতায় স্তব্ধ হয়ে পড়ো না,
কেননা এ প্রভুর প্রতিশোধের ক্ষণ,
তিনি তাদের অপকর্মের যোগ্য প্রতিফল দিতে যাচ্ছেন।
[৭] প্রভুর হাতে বাবিলন ছিল সোনার পাত্রের মত,
তা দিয়ে সারা পৃথিবীকে মত্ত করল;

দেশগুলো তাঁর মদ্যপানীয় পান করেছে,
এতে মত্ত হয়েছে।
৮ হঠাৎ বাবিলনের পতন হল, সে এখন ভগ্না ;
তার জন্য বিলাপ কর ;
তার ঘায়ের জন্য মলম নিয়ে এসো,
কি জানি, সে সুস্থা হবে।
৯ 'আমরা বাবিলনকে যত্ন করেছি, কিন্তু সে সুস্থা হল না।
তাকে একা ফেলে রাখ, আমরা প্রত্যেকে যে যার দেশে যাই,
কেননা তার দণ্ডাদেশ আকাশছোঁয়া,
মেঘলোক পর্যন্ত প্রসারিত।
১০ প্রভু আমাদের ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করেছেন,
এসো, আমরা সিয়োনে গিয়ে
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কর্মকীর্তি প্রচার করি।'

১১ তীর তীক্ষ্ণ কর,
ঢাল ধারণ কর!
প্রভু মেদীয় রাজাদের আত্মা উত্তেজিত করেছেন,
কেননা বাবিলনের বিরুদ্ধে
তাঁর যে সঙ্কল্প, তা বিনাশেরই সঙ্কল্প ;
বস্তুত এ প্রভুর প্রতিশোধ,
তাঁর মন্দিরের জন্য প্রতিশোধ।
১২ বাবিলনের প্রাচীরের বিরুদ্ধে নিশান উত্তোলন কর,
রক্ষীবাহিনীকে বলবান কর,
প্রহরী দল মোতায়েন রাখ,
গুপ্ত স্থানে ওত পেতে থাক,
কেননা প্রভু একটা পরিকল্পনা করেছিলেন,
ও বাবিলনের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যা বলেছেন, তা সিদ্ধ করতে যাচ্ছেন।

১৩ ওহে, প্রচুর জলাশয়ের ধারে আসীন যে তুমি,
তুমি যে ধনকোষে পরিপূর্ণা,
এসে গেছে তোমার শেষকাল,
শেষ হয়েছে তোমার লুটপাট।
১৪ সেনাবাহিনীর প্রভু নিজেই দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন :
'আমি তোমাকে পঙ্গপালের মতই জনগণে পরিপূর্ণ করেছি,
তারা তোমার উপরে জয়ধ্বনি তুলবে।'

১৫ প্রতাপবলে তিনি পৃথিবী গড়েছেন,

তাঁর প্রজ্ঞাবলে জগৎ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছেন,
তাঁর সুবুদ্ধিবলে আকাশ বিস্তৃত করেছেন।
১৬ তিনি বজ্রনাদ করলে আকাশে জলরাশি গর্জন করে;
তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে মেঘমালা উঠিয়ে আনেন;
তিনি বৃষ্টির জন্য বিদ্যুৎ গড়েন,
তার ভাণ্ডার থেকে বের করে আনেন বাতাস।
১৭ তখন প্রতিটি মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়ে, আর কিছুই বোঝে না,
প্রতিটি স্বর্ণকার তার মূর্তিগুলির জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ে,
কারণ তার ছাঁচে ঢালাই করা বস্তু মিথ্যামাত্র,
সেগুলোতে প্রাণবায়ু নেই।
১৮ সেইসব কিছু অসার, তাচ্ছিল্যের বস্তু;
সেগুলির শাস্তির দিনে সেগুলি লোপ পাবে।
১৯ যিনি যাকোবের উত্তরাধিকার, তিনি তেমন নন,
কারণ তিনি সমস্ত বস্তুর নির্মাতা,
সেই ইস্রায়েলেরও নির্মাতা, যা তাঁর উত্তরাধিকারের গোষ্ঠী;
সেনাবাহিনীর প্রভু, এ-ই তাঁর নাম!

প্রভুর হাতুড়ি ও সেই বিনাশী পর্বত

২০ 'তুমি আমার হাতুড়ি ও যুদ্ধাস্ত্র ছিলে;
তোমা দ্বারা আমি দেশগুলোকে আঘাত হানতাম,
তোমা দ্বারা রাজ্যগুলিকে নিশ্চিহ্ন করতাম,
২১ তোমা দ্বারা অশ্ব ও অশ্বারোহীকে আঘাত হানতাম,
তোমা দ্বারা রথ ও রথারোহীকে আঘাত হানতাম,
২২ তোমা দ্বারা নর-নারীকে আঘাত হানতাম,
তোমা দ্বারা বৃদ্ধ-বালককে আঘাত হানতাম,
তোমা দ্বারা যুবক-যুবতীকে আঘাত হানতাম,
২৩ তোমা দ্বারা পালক-পালকে আঘাত হানতাম,
তোমা দ্বারা কৃষক-বলদযুগলকে আঘাত হানতাম,
তোমা দ্বারা শাসনকর্তা-প্রদেশপালকে আঘাত হানতাম।

২৪ কিন্তু এখন আমি তোমাদের চোখের সামনে বাবিলন ও কাল্দিয়া-অধিবাসী সকলকে তাদের সেই সমস্ত অপকর্মের প্রতিফল দেব, যা তারা সিয়োনে সাধন করেছে, প্রভুর উক্তি।

২৫ হে বিনাশী পর্বত, তুমি যে সমস্ত পৃথিবীর বিনাশক,
এই যে আমি তোমার বিপক্ষে রয়েছি—প্রভুর উক্তি।
আমি তোমার বিরুদ্ধে হাত বাড়াব,
শৈলরাজি থেকে তোমাকে গড়িয়ে ফেলে দেব,

তোমাকে এক পোড়া পর্বত করব;
[২৬] তোমা থেকে সংযোগপ্রস্তর
বা ভিত্তিপ্রস্তর আর নেওয়া হবে না,
কেননা তুমি চিরন্তন উৎসন্নস্থান হবে।'
প্রভুর উক্তি।
[২৭] পৃথিবী জুড়ে নিশান উত্তোলন কর,
জাতিগুলির মাঝে তুরি বাজাও;
তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেশগুলোকে পবিত্রীকৃত কর,
তার বিপক্ষে আরারাট, মিন্নি ও আস্কেনাজ রাজ্যকে আহ্বান কর।
তার বিপক্ষে একজন সেনাপতিকে নিযুক্ত কর,
পঙ্গপালের মত ঘোড়াগুলি পাঠাও।
[২৮] তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেশগুলোকে পবিত্রীকৃত কর,
মেদিয়ার রাজাদের, তার শাসনকর্তাদের,
তার সকল প্রদেশপালকে ও তার অধীনস্থ গোটা দেশকেও
এই উদ্দেশ্যে পবিত্রীকৃত কর।
[২৯] পৃথিবী কম্পিত হচ্ছে, ব্যথা পাচ্ছে,
কেননা বাবিলন দেশকে উৎসন্নস্থান ও নিবাসীশূন্য করার জন্য
বাবিলনের বিরুদ্ধে প্রভুর সঙ্কল্প সিদ্ধিলাভ করছে।
[৩০] বাবিলনের বীরপুরুষেরা যুদ্ধে বিরত হয়েছে,
তারা দৃঢ়দুর্গের মধ্যে ফিরে গেছে;
তাদের তেজ শুকিয়ে গেছে,
তারা মেয়েদের সমান হয়েছে।
এখন তার বাড়ি-ঘর দগ্ধ,
তার অর্গলগুলো ছিন্ন।
[৩১] দৌড়বাজ দৌড়বাজের দিকে,
দূত দূতের দিকে দৌড়চ্ছে,
যেন বাবিলন-রাজকে এই সংবাদ দেওয়া হয় যে,
তার নগরী চারদিকেই হস্তগত,
[৩২] পারঘাটা সকল দখলকৃত,
দৃঢ়দুর্গগুলো আগুনে দগ্ধ,
যোদ্ধারা সন্ত্রাসে বিহ্বল।
[৩৩] কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন:
'বাবিলন-কন্যা মাড়াইয়ের সময়ে খামারের মত;
আর অল্পকাল, পরে তার জন্য
ফসল কাটার সময় এসে উপস্থিত হবে।'

প্রভুর প্রতিশোধ

[৩৪] বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজার
আমাকে গ্রাস করেছেন, নিঃশেষিত করেছেন,
আমাকে ফেলে রেখেছেন একটা শূন্য পাত্রের মত,
নাগদানবের মত তিনি আমাকে গ্রাস করেছেন,
আমার সুস্বাদু খাদ্য পেট ভরে খেয়েছেন,
পরে আমাকে উগরে ফেলেছেন।
[৩৫] 'আমার ব্যথা ও আমার দুর্বিপাক বাবিলনের উপরেই পড়ুক!'
একথা বলছে সিয়োন-নিবাসিনী;
'আমার রক্ত পড়ুক কাল্দিয়া-অধিবাসীদের উপর!'
একথা বলছে যেরুসালেম।
[৩৬] এজন্য প্রভু একথা বলছেন:
'দেখ, আমি তোমার পক্ষ সমর্থন করতে যাচ্ছি,
তোমার জন্য প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি:
তার সমুদ্রকে শুষ্ক করব,
তার জলের উৎসধারা জলহীন করব।
[৩৭] বাবিলন হবে ধ্বংসস্তূপের ঢিপি,
শিয়ালদের আশ্রয়স্থল,
এমন জনহীন স্থান, যেখানে আতঙ্কের চিৎকার ধ্বনিত হবে।
[৩৮] তারা সবাই মিলে যুবসিংহের মত গর্জন করে,
সিংহীর শিশুদের মত তর্জন করে।
[৩৯] আমি তাদের জন্য এমন পানীয় প্রস্তুত করব, যাতে বিষ মেশানো,
তাদের মত্ত করব, যেন তারা একেবারে মাতাল হয়
ও এমন চিরন্তন নিদ্রায় নিদ্রিত হয়,
যা থেকে কখনও জাগবে না।
প্রভুর উক্তি।
[৪০] আমি মেষশাবকদের মত,
ছাগ ও ভেড়াদের মত
জবাইস্থানে তাদের টেনে নেব।'

বাবিলনের উপর বিলাপগান

[৪১] কেমন কথা! শেশাখ হস্তগত, দখলকৃত,
সে যে সারা পৃথিবীর প্রশংসার পাত্র!
দেশগুলোর মাঝে
বাবিলন আতঙ্কের বস্তু হয়েছে!

৪২ সাগর বাবিলনের উপরে উঠছে,
সে তার তরঙ্গের কল্লোলে নিমজ্জিত হচ্ছে।
৪৩ তার শহরগুলি উৎসন্নস্থান হয়েছে,
হয়েছে দগ্ধ ভূমি, মরুপ্রান্তর।
সেখানে আর কেউ বাস করে না,
কোন আদমসন্তান সেখানে আসা-যাওয়া করে না।

প্রভু সকল মূর্তিকে শাস্তি দেন

৪৪ 'আমি বাবিলনে বেলকে দেখতে যাব!
সে যা কিছু কবলিত করেছে, তার মুখ থেকে তা সবই বের করব।
তার কাছে দেশগুলো আর ভেসে যাবে না!'
বাবিলনের প্রাচীর পর্যন্তও খসে পড়ল,
৪৫ তার মধ্য থেকে বের হও, হে আমার আপন জনগণ,
প্রত্যেকে প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ থেকে
নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করুক।

৪৬ তোমাদের মন ভেঙে না পড়ুক, দেশের মধ্যে যে জনরব শোনা যাচ্ছে, তাতে ভয় পেয়ো না, কেননা এক বছর এক জনরব ওঠে, তারপর বছর আর এক জনরব ওঠে। দেশে অত্যাচার: স্বৈরশাসক স্বৈরশাসকের বিপক্ষে ওঠে। ৪৭ সেজন্য দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন আমি বাবিলনের দেবমূর্তিগুলিকে শাস্তি দেব। তখন তার গোটা দেশ লজ্জাবোধ করবে, ও তার সকল মৃতদেহ তার মধ্যে পড়ে থাকবে। ৪৮ আর আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সবই বাবিলনের উপরে আনন্দচিৎকার করবে, কেননা উত্তরদিক থেকে লুটেরার দল তার কাছে আসছে—প্রভুর উক্তি।

৪৯ বাবিলনের কারণে যেমন গোটা পৃথিবীর নিহতেরা পতিত হয়েছে, তেমনি ইস্রায়েলের নিহতদের কারণে বাবিলনও পতিতা হবে!

৫০ খড়্গ থেকে রেহাই পেয়েছ যে তোমরা, তোমরা রওনা দাও, দেরি করো না; এই দূরদেশে প্রভুকে স্মরণ কর, এবং যেরুসালেমকে হৃদয়ে আন।

৫১ 'আমরা সেই অপমানের কথা শুনে লজ্জাবোধ করি; আমাদের মুখ বিষণ্ন হয়েছে, কেননা বিদেশী লোকেরা প্রভুর গৃহের পবিত্রধামে প্রবেশ করেছে।'

৫২ 'এজন্য এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি তার মূর্তিগুলিকে শাস্তি দেব, আর তার দেশের সর্বস্থানে আহত লোকেরা আর্তনাদ করবে।

৫৩ বাবিলন যদিও আকাশ পর্যন্ত ওঠে, যদিও তার শক্তিশালী রাজপুরী অগম্য করে, তবু আমার আজ্ঞায় লুটেরার দল তার কাছে আসবে।' প্রভুর উক্তি।

৫৪ বাবিলনের মধ্য থেকে হাহাকারের তীব্র সুর, কাল্দীয়দের দেশ থেকে মহাসর্বনাশের শব্দ! ৫৫ প্রভু বাবিলন উচ্ছেদ করছেন ও তার মধ্যে সেই মহাশব্দ স্তব্ধ করে দিচ্ছেন। ওর চিৎকার যদিও তরঙ্গমালার মত গর্জন করে, সেই গর্জনধ্বনি ক্ষান্ত করা হবে, সেই কল্লোলধ্বনি শান্ত করা হবে, ৫৬

কারণ বাবিলনের উপরে এক বিনাশক আসছে, তার বীরপুরুষদের বন্দি করা হবে, তাদের ধনুক ভেঙে ফেলা হবে। কেননা প্রভু প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, তিনি সমুচিত প্রতিফল দান করেন।

৫৭ 'আমি তার নেতাদের, তার প্রজ্ঞাবানদের, তার প্রদেশপালদের, তার বিচারকদের ও তার
যোদ্ধাদের মত্ত করব; তারা এমন চিরন্তন নিদ্রায় নিদ্রিত হবে, যা থেকে কখনও জাগবে না।'—
সেই রাজার উক্তি, সেনাবাহিনীর প্রভুই যাঁর নাম।

বিধ্বস্তা বাবিলন

৫৮ সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
'বাবিলনের প্রশস্ত প্রাচীর একেবারে ভূমিসাৎ করা হবে,
তার উচ্চ তোরণদ্বারগুলো আগুনে দেওয়া হবে।
তাই অসারের উদ্দেশেই জাতিগুলি পরিশ্রম করে,
সেই আগুনের উদ্দেশেই দেশগুলো শ্রান্ত হয়ে পড়ে।'

ইউফ্রেটিস নদীতে নিক্ষিপ্ত এই লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী

৫৯ যুদা-রাজ সেদেকিয়ার চতুর্থ বর্ষে মাসেইয়ার পৌত্র নেরিয়ার সন্তান সেরাইয়া যে সময়ে রাজার সঙ্গে বাবিলনে যান, সেসময়ে যেরেমিয়া নবী সেরাইয়াকে যে হুকুম দিয়েছিলেন, তার বৃত্তান্ত। সেই সেরাইয়া সেনানিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন।

৬০ বাবিলনের ভাবী অমঙ্গলের কথা, তা যেরেমিয়া একটা পাকানো পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করালেন। এই সমস্ত কথা বাবিলনের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। ৬১ পরে যেরেমিয়া সেরাইয়াকে বললেন, 'বাবিলনে গিয়ে পৌঁছবার পর তুমি দেখ, যেন এই সকল কথা সকলের কর্ণগোচরেই পড়ে শোনাও; ৬২ তুমি বলবে: প্রভু, তুমি বলেছ, এই স্থান তুমি উচ্ছেদ করবে, যেন এখানে মানুষ কি পশু কিছুই আর কখনও বাস না করে, বরং এই স্থান যেন চিরকালের মত উৎসন্নস্থান হয়। ৬৩ এই পাকানো পুঁথি পড়ে শোনাবার পর তুমি তা একটা পাথরে বেঁধে এই বলে ইউফ্রেটিস নদীর মাঝখানে নিক্ষেপ করবে: ৬৪ বাবিলন এইভাবে ডুবে যাবে; এবং তার উপরে আমি যে অমঙ্গল নামিয়ে আনছি, তা থেকে সে আর কখনও উঠবে না—আর তারা শ্রান্ত হয়ে পড়বে।'

এই পর্যন্ত যেরেমিয়ার বাণী।

পরিশিষ্ট—যেরুসালেমের বিনাশ

৫২ সেদেকিয়া একুশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে এগারো বছর যেরুসালেমে রাজত্ব করেন; তাঁর মায়ের নাম হামিটাল, তিনি লিব্না-নিবাসী যেরেমিয়ার কন্যা। ২ যেহোইয়াকিমের সমস্ত কাজ অনুসারে সেদেকিয়াও প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তেমন কাজই করলেন। ৩ প্রভুর ক্রোধের কারণেই যেরুসালেমে ও যুদায় তেমন ঘটনা ঘটেছিল; আর এর ফলে তিনি নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন।

সেদেকিয়া বাবিলন-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন।

৪ তাঁর রাজত্বকালের নবম বর্ষে, দশম মাসে, মাসের দশম দিনে, বাবিলনের রাজা নেবুকাদ্রেজার তাঁর সমস্ত সৈন্যদলের সঙ্গে যেরুসালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে এসে নগরীর সামনে শিবির

বসিয়ে তার চারদিকে উঁচু উঁচু অবরোধের প্রাচীর গেঁথে তুললেন। ৫ সেদেকিয়ার একাদশ বর্ষ পর্যন্ত
নগরীকে অবরোধ করে রাখা হল। ৬ চতুর্থ মাসে, মাসের নবম দিনে, যখন নগরীতে কঠোর দুর্ভিক্ষ
দেখা দিল ও দেশের লোকদের জন্য একটুকু খাবারও আর ছিল না, ৭ তখন নগরপ্রাচীরে একটা গর্ত
করা হল; সমস্ত যোদ্ধা পালিয়ে গেল; রাজ-উদ্যানের কাছে সেই যে দুই প্রাচীর, তার মধ্যস্থিত
নগরদ্বার দিয়ে তারা নগরী ছেড়ে বাইরে গেল; কাল্দীয়েরা তখনও নগরীকে ঘিরে বসে আছে,
সেসময়েই তারা আরাবায় যাবার পথ ধরে পালিয়ে গেল। ৮ কাল্দীয়দের সৈন্যেরা রাজার পিছনে
ধাওয়া করে যেরিখোর নিম্নভূমিতে তাঁকে ধরে ফেলল, আর তখন তাঁর সকল সৈন্য তাঁকে ছেড়ে
ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। ৯ রাজাকে ধরে কাল্দীয়েরা হামাৎ প্রদেশে, রিব্লায়, বাবিলনের রাজার কাছে
তাঁকে নিয়ে গেল; আর সেখানে রাজা তাঁর দণ্ডাদেশ দিলেন। ১০ বাবিলন-রাজ সেদেকিয়ার চোখের
সামনে তাঁর ছেলেদের হত্যা করলেন, রিব্লায় যুদার সমস্ত সমাজনেতাদেরও হত্যা করলেন; ১১ পরে
সেদেকিয়ার চোখ দু'টো উপড়ে ফেললেন, শেকলাবদ্ধ করে তাঁকে বাবিলনে নিয়ে গেলেন, এবং
তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে কারারুদ্ধ অবস্থায় রাখলেন।

১২ পঞ্চম মাসে, মাসের সপ্তম দিনে—বাবিলনের রাজা নেবুকাদ্নেজারের ঊনবিংশ বর্ষে—
রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান—সে বাবিলন-রাজের সম্মুখেই পরিচর্যা করত—যেরুসালেমে
প্রবেশ করল। ১৩ সে প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলল; যেরুসালেমের সমস্ত বাড়ি-ঘর ও
প্রধানদের বড় বড় যত বাড়িতে আগুন দিল। ১৪ ওই রক্ষীদলের অধিনায়কের সঙ্গে যত কাল্দীয়
সৈন্য ছিল, তারা যেরুসালেমের চারদিকের প্রাচীর ভেঙে ফেলল। ১৫ তখন সবচেয়ে গরিব
লোকদের মধ্য থেকে কয়েকজন, জনগণের বাকি যত লোকেরা যাদের নগরীতে রাখা হয়েছিল, ও
যত লোক নিজ দেশের পক্ষ ছেড়ে বাবিলনের রাজার পক্ষে যোগ দিয়েছিল, এবং জনসাধারণের
মধ্যে যারা তখনও সেখানে ছিল, তাদের সকলকেই রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান দেশছাড়া
করে নিয়ে গেল। ১৬ রক্ষীদলের অধিনায়ক গরিব লোকদের মধ্য থেকে শুধু এমন কয়েকজনকে
রাখল, যারা আঙুরখেত পালন করবে ও জমি চাষ করবে।

১৭ প্রভুর গৃহের ব্রঞ্জের দুই স্তম্ভ ও প্রভুর গৃহে বসানো পীঠগুলো ও ব্রঞ্জের সমুদ্রপাত্র—এই
সবকিছু কাল্দীয়েরা টুকরো টুকরো করে সেই সবকিছুর ব্রঞ্জ বাবিলনে নিয়ে গেল। ১৮ তারা, কড়াই,
হাতা, ছুরি, চামচ ও উপাসনা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্রঞ্জের পাত্রও নিয়ে গেল। ১৯ রক্ষীদলের অধিনায়ক
পানপাত্র, ধূপদানি ও বাটিগুলো, কড়াই, দীপাধারগুলো, পাত্র ও সেকপাত্র ইত্যাদি—সোনার
পাত্রের সোনা ও রুপোর পাত্রের রুপো—সবই নিয়ে গেল। ২০ যে দুই স্তম্ভ, এক সমুদ্রপাত্র ও
পীঠগুলোর নিচে ব্রঞ্জের বারোটা বলদ সলোমন প্রভুর গৃহের জন্য তৈরি করেছিলেন, সেই সমস্ত
পাত্রের ব্রঞ্জের ওজন অপরিমেয় ছিল। ২১ ওই দুই স্তম্ভের প্রত্যেকটির উচ্চতা আঠারো হাত ও পরিধি
বারো হাত ছিল, এবং তা চার আঙুল পুরু ছিল; তা ফাঁপা ছিল। ২২ তার উপরে ব্রঞ্জের এক মাথলা
ছিল, আর সেই মাথলা পাঁচ হাত উচ্চ, এবং মাথলার উপরে চারদিকে জালিকাজ ও
ডালিম-মূর্তিগুলোই ছিল; সবই ব্রঞ্জের; তার জালিকাজ-সহ দ্বিতীয় স্তম্ভও ঠিক সেই রকম ছিল। ২৩
পাশে ছিয়ানব্বইটা ডালিম ছিল, চারদিকের জালিকাজের উপরে শ্রেণিবদ্ধ একশ'টা ডালিম ছিল।

২৪ রক্ষীদলের অধিনায়ক প্রধান যাজক সেরাইয়াকে, দ্বিতীয় শ্রেণির যাজক জেফানিয়াকে ও
তিনজন দ্বারপালকে ধরল; ২৫ আবার: নগরী থেকে, যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত একজন কর্মচারী,

যাঁরা রাজার উপস্থিতিতে থাকতে পারতেন—নগরীতে যাঁদের পাওয়া গেছিল—তাঁদের মধ্যে সাতজন, দেশের লোকদের সৈনিক-কর্মে আহ্বান করতে নিযুক্ত সেনাপতির সহকারী, নগরীতে খুঁজে পাওয়া আরও ষাটজন গণ্যমান্য লোক—এদের সকলকেও সে ধরল। [২৬] এদের সকলকে ধরে রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান রিব্লায় বাবিলনের রাজার কাছে আনল। [২৭] আর সেই রিব্লায়, হামাৎ প্রদেশে, বাবিলনের রাজা তাঁদের আঘাত করিয়ে হত্যা করালেন। এইভাবে যুদাকে নিজের দেশভূমি থেকে নির্বাসনের দেশের দিকে নিয়ে যাওয়া হল।

[২৮] নেবুকাদ্নেজার যে সকল লোককে দেশছাড়া করে নিয়ে গেলেন, তাদের সংখ্যা এই : সপ্তম বর্ষে তিন হাজার তেইশজন ইহুদীকে দেশছাড়া করে নেওয়া হয়; [২৯] নেবুকাদ্নেজারের অষ্টাদশ বর্ষে যেরুসালেম থেকে আটশ' বত্রিশজনকে দেশছাড়া করে নেওয়া হয়; [৩০] নেবুকাদ্নেজারের ত্রয়োবিংশ বর্ষে রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান সাতশ' পঁয়তাল্লিশজন ইহুদীকে দেশছাড়া করে নিয়ে যায়; এরা সবসুদ্ধ চার হাজার ছ'শো প্রাণী।

যেহোইয়াকিনের ক্ষমালাভ

[৩১] কিন্তু যুদা-রাজ যেহোইয়াকিনের নির্বাসনকালের সপ্তত্রিংশ বর্ষে, দ্বাদশ মাসে, মাসের পঞ্চবিংশ দিনে, বাবিলন-রাজ এবিল-মেরোদাক যে বছরে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সেই বছরে তিনি অনুগ্রহ দেখিয়ে যুদা-রাজ যেহোইয়াকিনকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। [৩২] তিনি তাঁকে মঙ্গলকর কথা শোনালেন, তাঁর সঙ্গে বাবিলনে যত রাজা ছিলেন, সকলের আসনের উচ্চস্থানেই তাঁর আসন স্থির করলেন, [৩৩] ও তাঁর কারাগারের পোশাক পাল্টিয়ে দিলেন। যেহোইয়াকিন যাবজ্জীবন প্রতিদিন রাজার নিজের টেবিলে খাওয়া-দাওয়া করলেন; [৩৪] তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, তিনি যতদিন বাঁচলেন, ততদিন ধরে বাবিলন-রাজ দিনে দিনে তাঁর বৃত্তি ব্যবস্থা করে গেলেন।